কল্যাণীয়া

কুমারী শ্রীমতী শেফালিকা রায়

নিরাপদাসু—

স্নেহের শেপু,

আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ সহ "তেজস্বতী"

তোমায় উৎসর্গ করলুম।

ইতি—

শুভার্থিনী— মাসিমা

তেজস্বতী

১

মোড়ের মাথায় স্কুলের গাড়ী থামিল। খান দুই বই হাতে তৃপ্তি নামিল। গলিতে ঢুকিয়া দ্রুতপদে নিজেদের বাড়ীর দিকে চলিল।

গাড়ী আবার ছুটিল।

দুয়ারের কড়া নাড়িয়া তৃপ্তি ডাকিল, "সুধা,—ওরে দুয়ারটা খোল্।—"

ভিতর হইতে সাড়া আসিল,—"যাই মেজদি—"

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া সুধা দুয়ার খুলিল। হাঁপাইতেছে, তবু মুখে অজস্র হাসি! যেন কি-একটা মস্ত কৌতুককর ব্যাপার ঘটিয়াছে!

তৃপ্তি ভিতরে ঢুকিল। শুষ্ক মুখে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল "কিরে, হাস্‌চিস্ কেন?"

"একটা মজা হয়েছে। দেখ্‌বে এস চুপি চুপি। উপরে—"

---

* এই উপন্যাসটির প্রথমাংশ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "তৃপ্তির সাধনা" নামে কাশীধামের "প্রবাস-জ্যোতিঃ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা আমূল সংশোধিত করা হইল।—লেখিকা

সে উর্দ্ধশ্বাসে দ্বিতলের উদ্দেশে ধাবিত হইল।

তৃপ্তি তুয়ারের খিল বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিল।

বয়স তাহার বছর কুড়ি। কিন্তু দেখিলে মনে হয়, পনের ষোল বছরের মেয়ে। অল্পাহার, অল্প নিদ্রা, এবং কঠিন পরিশ্রম সম্ভবতঃ তাহাকে যথোচিত দৈহিক পুষ্টতালাভে বঞ্চিত করিয়াছে।

দেহের গঠন সৌষ্ঠবযুক্ত, এবং বেশ একটু দৃঢ়তাব্যঞ্জক। মুখশ্রী সুন্দর, চোখ তুটি অতি সুগঠনের আয়ত এবং উজ্জ্বল। কপালের গড়নটি দেখিলে বোঝা যায়, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চায় মেয়েটির প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা আছে।

গায়ের রং এক সময় হয়ত খুব ফর্শা ছিল। এখন অনুজ্জ্বল-গৌর।

মুখে কঠোর শ্রমক্লান্তি ও তুশ্চিন্তার ছাপ।

পরণের শাড়ী, সেমিজ, জুতা, অতি সাধারণ। গহনার মধ্যে হাতে তু-গাছি সোনার সরু চুড়ি।

বইগুলা রোয়াকে রাখিয়া তৃপ্তি কলঘরে ঢুকিল। হাত মুখ ধুইয়া দোতলায় চলিল।

কলিকাতা সহরের মামুলি ধরণের ছোট তেতলা বাড়ী। একতলায় স্যাঁৎসেঁতে ছোট উঠান, একটু রোয়াক এবং মাঝারি একটু দরদালান। এই দালানেই তোলা উনানে রান্না হয়। পাশে ছোট ভাঁড়ার ঘর। দালানের ওপিঠে রাস্তার দিকে তুখানা ঘর, ভাড়া খাটে। অন্দরের সঙ্গে তার নিশ্ছিদ্র সম্পর্ক। তারই মাথায় দোতলা তেতলার ঘর।

দোতলার দালানে পা দিয়া তৃপ্তি থমকিয়া দাঁড়াইল। ম্লান মুখখানা হঠাৎ প্রীতিভরা মৃতু কৌতুকের হাসিতে উজ্জ্বল হইল! আহা, সংসার-অনভিজ্ঞ ছোট ভাই বোন তুটি! জীবন-সংগ্রামের কঠোর যন্ত্রণার আস্বাদ কিছু জানে না।...বেশ আছে!

আঃ, উহাদের দিকে চাহিলে, সব হতাশা সত্ত্বেও প্রাণে একটা সান্ত্বনা জাগে।...

দেখা গেল, চোদ্দ বছর বয়সের ছিপ্‌ছিপে ছট্‌ফটে মেয়ে সুধা, পরম ধৈর্য্যে সুস্থির হইয়া বসিয়াছে। ছোট ভাই,—আড়াই বছর বয়সের মণিকে, পরম আগ্রহে সাজাইতেছে। সজ্জাটা একটু অদ্ভুত। জুতা মোজা, সেলার স্যুট্‌, এবং বাঁকা তোব্‌ড়ানো এক নিকেল ফ্রেমের চশমার সঙ্গে, শিশুর মাথায় চড়িয়াছে একটা প্রকাণ্ড নামাবলীর পাগড়ি!—

শিশু গুরুতর গাম্ভীর্য্য সহকারে শান্ত, স্থির।

তৃপ্তির সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই সুধা উচ্ছ্বসিত কৌতুকে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল!—

প্রসাধনকারিণীর আকস্মিক দুর্দ্দৈবের কারণ নির্ণয়ের জন্য শিশু অবিচল গাম্ভীর্য্যে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

চশমার ফাঁক হইতে আয়ত উজ্জ্বল চোখ দুটায় পূরাদস্তুর অপ্রসন্ন কৈফিয়তের দাবি ভরিয়া শিশু ক্ষণেক তৃপ্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সুধার দিকে চাহিল, সে তখনও লুটোপুটি খাইয়া হাসিতেছে। ...আবার তৃপ্তির দিকে চাহিল,... হায়! সে মুখও নিঃশব্দ কৌতুক-হাস্য-ক্রমোজ্জ্বল!

আর রাগ সামলাইতে পারিল না। বিনাবাক্যে দুজনের দিকে পিছু ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে ধুপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল!

ভঙ্গিটার অর্থ—"যাও তোমাদের সঙ্গে আড়ি!"

কি বিজ্ঞজনোচিত শাসন!...

সুধা আবার হাসিয়া অস্থির!..."ওঃ? মেজদি ভাই, মনিটা কি অসম্ভব মুরুব্বিয়ানাই শিখেছে। কেবল মতলব—"

কথাটা শেষ হইল না, আবার হাসি !

শিশুর ঠোঁট দুখানি অভিমানে ফুলিতে লাগিল।

হাতের বই সামনের চেয়ারে রাখিয়া তৃপ্তি আগাইয়া গেল। অভিমানী শিশুকে বুকে তুলিয়া সস্নেহে বলিল "মণি ভাই, তোমার রাগ হয়েছে ?"

অর্থাৎ অপরাধ তাহারা করিয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষমা চাহিতেও প্রস্তুত ! কঠিন ক্রোধস্তূপ গলিয়া গেল। শিশু তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভ ভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল "হুঁ !"

"ছোটদি'টা বড় দুষ্টু। থাক একা পড়ে। চল, আমরা তেতলায় যাই।—" বলিতে বলিতে শিশুর চশমা ও পাগড়ি খুলিয়া যথাস্থানে রাখিয়া মেজদি ফিরিয়া দাঁড়াইল। সুধার উদ্দেশে স্মিতমুখে বলিল, "এই দুপুরে এত সাজগোজ কেন ? কোথাও বেড়াতে যাবি না কি ?"

সুধা হাসি সাম্‌লাইয়া উঠিয়া বসিল। এলানো চুলগুলা জড়াইতে জড়াইতে একটু দুঃখের সঙ্গে বলিল "না ভাই। মা কি কোথাও নিয়ে যেতে চান ? একাই গেলেন রমেশবাবুর মার কাছে টাকা ধার কর্‌তে। ঘরখানা গোছাতে গোছাতে মনে হোল মণিকে একটু সাজাই, তুমি এসে দেখ্‌বে।"

উঠিয়া কাপড়ের আন্‌লাটা গুছাইতে গুছাইতে সুধা পুনশ্চ মন্তব্য করিল, "বাবাঃ ! মার মত এমন গিন্নি-মেয়ে কোথাও দেখি নি। সব লণ্ড-ভণ্ড করে রেখেছেন। লেপের ওয়াড়, বিছানার চাদর,...... খুঁজ্‌তে তিনটে ট্রাঙ্ক হাঁট্‌কেছি। বেলা বারোটা থেকে গৃহধর্ম্ম পালন কর্‌ছি, তবু শেষ হোল না। এ বেলা আবার ঝি-বাবাজী আসেন নি, দেখেছ ?"

শুষ্কমুখে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মেজদি বলিল, "নীচের দালানে এঁটো-সক্‌ড়ি সব ছত্রাকার। অতএব, বুঝেছি। যাচ্ছি কাপড় ছেড়ে ও-গুলার সদ্গতি কর্‌তে। হ্যাঁরে, মা আজ আবার টাকা আন্‌তে গেলেন ?—কি দরকার ?"

প্রশ্নটা শেষ করিয়া সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে ভগিনীর পানে তাকাইল।

সুধা উত্তর দিল "বাড়ীর ট্যাক্স, ছোটদার জামা, জুতো, কাপড়, সংসার খরচ—"

"কেন ? সেদিন ঘর ভাড়ার টাকাগুলো যে আদায় হোল—" তৃপ্তি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

"বাঃ, ছোটদা বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে আমোদ আহ্লাদ করে ত সেগুলো সব খরচ করে এল। জাননা বুঝি ? মা তাহলে ভয়ে তোমাকে বলেন নি।"

মেজদি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল।

আধ-ময়লা স্তূপাকার কাপড় জামাগুলার দিকে আঙুল দেখাইয়া সুধা বলিল "বাবাঃ, ছোটদার কাপড় জামার সখ আব মেটে না ! ছ' সাত দিনে কতগুলো ময়লা করেছে ছ্যাখো।—আশ্চর্য্য ক্ষমতা !"

কিছু না বলিয়া, একটু ঝুঁকিয়া মেজদি বইগুলা তুলিয়া লইল। শিশু ডান হাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, বাঁ হাতটা দিদির ঠোঁটের উপর মৃদু চাপড়াইয়া আধ-আধ স্বরে প্রশ্ন করিল "দিদ্দি, গোয়াতি জইয়ে জইয়ে···এ্যাঁ ?"

স্নিগ্ধকণ্ঠে দিদি বলিল "ধরো গলাটি জড়িয়ে। কিন্তু সাবধান, সিঁড়িতে ওঠার সময় লম্ফ-ঝম্ফ কোরনা, বইগুলা তা হলে পড়ে যাবে !"

শিশুকে লইয়া সে তেতলায় গেল। একটু পরে কাপড় বদলাইয়া ফিরিয়া আসিল। শিশুকে মেঝেয় নামাইয়া দিয়া বলিল "মণির বলটা বের করে দে। ও নিজের মনে খেলা করুক। তুই কায সেরে, নিজেই আজ চুলটা আঁচ্‌ড়ে জড়িয়ে নিস্‌। আমি নীচে চল্লুম।"

ঘোরতর আপত্তির সুরে সুধা বলিল "একা কতক্ষণে কর্‌বে বাপু? থাম, আমি শুদ্ধ যাচ্ছি, দুজনে চট্‌পট সেরে নেব। মা এসে দেখে অবাক হবেন!"

"জীবনে অবাক হবার সুযোগ তিনি যথেষ্ট পেয়েছেন। তোর বাসন মাজার উৎসাহ রাখ্‌। চুলটা বাঁধিস।"

"তুমি?"

"সকালে আঁচ্‌ড়েছি, আজ আর সময় নেই।" ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া সস্মিত মুখে দিদি পুনশ্চ বলিল "বাঃ, সুধা ঘরটা ত চমৎকার ঝক্‌ঝকে করে সাজিয়েছিস। গিন্নিপণায় তোর বেশ দক্ষতা হবে।"

"তুমি কিন্তু মেজদি দিনে-দিনে বড্ড আলা-ভোলা হচ্ছ। হুঁসিয়ারীর দিকে তোমার একটুও মনোযোগ নেই।—যাঁরা বলেন "It is the love, care and service of woman which make the home life peaceful, beautiful and cheerful "তাঁদের থিওরীর ফরমাস মত তুমি মোটেই হচ্ছ না।"

মেজদি হাসিল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "যেখানে পুরুষরা যথেষ্ট উপার্জ্জন করে এনে, গৃহস্থ সকলের সমস্ত আর্থিক অভাব মিটায়, সেখানে মেয়েদের পক্ষে—সে সংসারের 'গৃহজীবন'কে সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময় করার জন্য যত্ন, ভালবাসা, সেবা দিলেই থিওরীর লড়াই চুকে যায়। কিন্তু পুরুষেরা যেখানে উপার্জ্জন শূন্য বা আর্থিক অভাবগ্রস্ত, যেখানে

অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, সমস্যা প্রচণ্ড কঠোর,—সেখানে শুধু থিওরীর জাঁক, অচল! শুধু মেয়েদের যত্ন, সেবা, ভালবাসায় সেখানে গৃহজীবনের শান্তি সৌন্দর্য্য আনন্দ থাকা অসম্ভব।"

সুধা ঘাড় নাড়িয়া বলিল "তা বটে। এই যে বেলা বারোটা থেকে সাড়ে চাট্টে পর্য্যন্ত ঘরটা ঝেড়ে পুছে সৌন্দর্য্যময় করলুম, এর দামে ত মুদির দোকান থেকে চাল ডাল কেনা যাবে না। দর্জ্জির দোকানের বিলও শোধ হবে না। বাড়ীর ট্যাক্সও মিট্‌বে না। সেটার জন্যে ছোটদার মাইনের টাকা—"

বলিয়াই সুধা থামিল। অপ্রসন্ন ভাবে বলিল "না বাপু, সে বলা মিথ্যে। ও-ছেলের সম্পত্তিজ্ঞান খুব টন্‌টনে। মার ছেলেমেয়েরা না খেয়ে মরে গেলেও, ওর সাবান এসেন্স, থিয়েটার বায়স্কোপ, আমোদ প্রমোদের খরচ এক পয়সা কমানো চল্‌বে না। ছোটদা সাফ্ বুঝেছে,— ও যে অনুগ্রহ করে বেঁচে থেকে 'লাইফ এন্‌জয়' কর্‌ছে, এইটে আমাদের প্রতি অসীম কৃপা!"

"চুপ কর। ছোটদার দোষ নেই। ওই তো আমাদের ছেলেদের সামাজিক পদ্ধতি, পারিবারিক রীতি। ও-রকম মনোবৃত্তি ছাড়া, এ বাজারে আর কিছু চল্‌বে না। The Sorrows of Satan এর সেই পাব্লিশারের ভাষায় আমিও বল্‌ছি, "high-class fiction doesn't sell." ছোটদা ত বুদ্ধিমানের পথ নিয়েছে।"

"আহা গো মেজদি, তোমাতে-আমাতে যদি সেই হতভাগা লেখকটির মত বল্‌তে পারতুম—'তবে থাক কলম! চল্‌লুম অন্য ব্যবসার চেষ্টায়!' কি গো—সে কি বলেছিল, তার পর?"

"বাসনের কাঁড়ি কাঁদ্‌ছে, এখন 'মারী করেলি!' "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" !—সুবিবেচনা নয়, চল্লুম।"

"বলে যাও ভাই, মনে মনে একটু মুখস্ত করি। কায ত করছিই। ওই মেমসাহেবটির বইগুলা আমারও খুব ভাল লাগে। বল না ভাই তারপরটা—?"

"কোনটার পর ?—"

"সেই যে গো—বল্লে "I am old-fashioned · "

"ও! "I am old-fashioned enough to consider Literature as the highest of all professions and I would rather not join in with those who voluntarily degrade it" কবুল জবাব! ভাঙ্‌ব, তবু মচ্‌কাবো না! আদর্শ নিষ্ঠার প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা! প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এম্নি এক একটা আদর্শ নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা দরকার। নইলে জীবনটার কোন দাম থাকে না।"

হতাশভাবে সুধা বলিল "আর মেজদি! আমাদের আবার জীবনের দাম! বাবা আর বড়দা মারা যাওয়ার পর থেকে—আমরা যেন একেবারে দেউলে হয়েছি। মার তো ওই দুঃখের দশা। ধারের কারবার কদিন চল্‌বে ভাই ?"

মেজদি সিঁড়িতে নামিতে উদ্যত হইয়াছিল, সুধার কথায় ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিষাদগম্ভীর মুখে বলিল, "দিন রাত তাই ভাবছি। মিস্ মিত্রের সঙ্গে আজ এ সম্বন্ধে কথা হোল। কিছু না জোটে, শেষ পর্য্যন্ত টিউশনি করে তোর পড়ার খরচ চালাব ঠিক করেছি।"

"কিন্তু তোমার পড়া ?"

"ঘরেই সার্‌তে হবে। মণিকে মানুষ করতে হবে, মাকে দেখ্‌তে হবে।—উপায় নাই।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দৃঢ়স্বরে পুনরায় বলিল "আসন্ন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য মনকে প্রস্তুত কর। ভেঙে পড়িস্ নি সুধা। মাকে বলিস নি এখন, আমি চাকরির চেষ্টা কর্ছি। হ্যাঁ, উপার্জ্জন কর্তেই হবে, এমন করে আর চলে না।"

সে নীচে গেল। সুধা ভীতি-মলিন মুখে ঘর ঝাঁট দিতে লাগিল।

পরলোকগত পিতা বড় চাকরি করিতেন। মাসে ছয় শত টাকা ঘরে আসিত। কিন্তু চাল বাড়াইয়াছিলেন যথেষ্ট, মৃত্যুও ঘটিয়াছিল বড় আকস্মিক। কলিকাতা শহরে এই ছোট বাড়ীখানি কেনা ছাড়া আর বিশেষ কিছু সংস্থান রাখিয়া যান নাই। যা ছিল কোন রকমে বৎসর খানেক চলিয়াছিল। বড় ভাই বি, এ, পরীক্ষা দিয়া চাকরির চেষ্টা করিতেছিল। টাইফয়েড্ হইয়া সেও হঠাৎ মারা গেল।

দেড় বৎসর মধ্যে প্রধান অভিভাবক দুটির মৃত্যুতে সংসার যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

সংসারে এখন দুই পুত্র ও অনূঢ়া কন্যা দুটি লইয়া রুগ্না বিধবা জননী প্রবল অভাবের তাড়নায় ব্যাকুল। বড় মেয়ের পল্লী অঞ্চলে বিবাহ হইয়াছে, শ্বশুর বাড়ীতে থাকে। স্বামী বেকার। প্রচণ্ড ক্রোধী, বিশ্রী স্বভাবের মানুষ। অতএব শিশু সন্তানগুলিকে লইয়া সে মেয়েটির অসহনীয় শান্তিবহ জীবন। স্বামীর পৈতৃক জমিজমা কিছু আছে, কোন মতে দু-বেলা দু-মুঠা অন্ন জোটে। তারপর সব অভাব, সব অশান্তি! বিক্ষিপ্তচেতা স্বামীর জন্য মেয়েটির যন্ত্রণার সীমা নাই।

অল্প বয়সে বড় মেয়ের বিবাহ দিয়া বাপ-মা মেয়ে জামাই লইয়া বড় যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। সেজন্য এই দুই মেয়ে,—তৃপ্তি ও সুধার তাড়াতাড়ি বিবাহ দেন নাই। লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। তৃপ্তি ম্যাট্রিক পাশ

করিয়া আই, এ, পড়িতেছিল, সম্প্রতি পড়াশুনা প্রায় বন্ধ। সুধা এখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। কিন্তু গৃহকার্য্যের জন্য সব দিন স্কুলে পৌছানো সম্ভব হয় না। তবে শিক্ষায় উৎসাহ আছে, মেজদির সাহায্য পায়, অতএব পরীক্ষায় ফেল করে না।

আজ তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া তৃপ্তি শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল।

২

রাত্রি সাতটা।

উনানে ভাত চাপাইয়া, তৃপ্তি অদূরে আলোর কাছে বসিয়া মণির জন্য পশমের সোয়েটার বুনিতেছিল।

গায়ে ছেঁড়া মলিদা জড়াইয়া, উপর হইতে নামিয়া আসিতে আসিতে মা শ্রান্তকণ্ঠে ডাকিলেন—"তৃপ্তি, মা—"

"মা? আসুন। মণি ঘুমিয়েছে?"

"হ্যাঁ মা। তুমি খালি গায়ে বসে আছ?"

"পাটের কাপড় পরে আপনার দশমীর খাবার করলুম। সব ভাঁড়ারে ঢাকা দিয়ে রেখেছি। ভাত চড়িয়েছি। এবার গিয়ে জামা গায়ে দেব।"

"সুধাকে ডাক-না। জামাটা এনে দিক।"

অনুনয়ের সহিত তৃপ্তি বলিল "আহা মা, সারাদিন পড়াশুনা করতে পায় নি। এবার নিশ্চিন্তি হয়েছে, পড়ুক একটু মন দিয়ে। আমায় শীত করে নি।"

একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিল "ছোটদার জন্যে বসে আছি। ওর চা খাওয়া চুকলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।"

"আজ বড্ড দেরী হচ্ছে দেবুর, নয়?"

"বোধহয় ছোটবাবুর ওখানে ঢুকেছে।"

ছোটবাবু পাড়ার প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তি। তথাকথিত প্রমোদ-বিলাসী ধনী সন্তান। দেশে জমিদারী আছে, মাথার উপর অভিভাবক নাই, শিক্ষা, সংসর্গও ভাল নয়। অতএব যাহা হওয়া সম্ভব, কল্পনা করা

দুঃসাধ্য নয়। তাঁহার বৈঠকখানাটি সর্ব্বদা নানাশ্রেণীর জীব সমাগমে সরগরম থাকে। পিতা ভ্রাতা বর্ত্তমানে দেবেন্দ্র সে দিকে পা বাড়াইতে সাহস করে নাই। কিন্তু ইদানিং সে আড্ডার দিকে তাহার প্রবল আকর্ষণ। অফিস হইতে ফিরিয়া কোন দিন অর্দ্ধেক রাত, কখনও বা পূরা রাত সেখানে কাটাইয়া আসে।

মার মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটিল। সসঙ্কোচে আক্ষেপের সুরে বলিলেন "একটু বিবেচনা করে না যে আমরা বাড়ীতে ভাব্‌ছি। একে দুঃখের দশা। একটা লোকজন নেই যে, পাঠিয়ে খবর নিই। দেবুর বুদ্ধি বিবেচনা কোন কালে হোল না।"

"আর হবেও না মা। ওর জন্যে দুঃখ করবেন না। আপনার হাতে ও কি? হিসেবের খাতা?"

কম্বলে বসিয়া মা খাতাটা তৃপ্তির সামনে দিলেন। বলিলেন "হাঁ, সব খরচ লিখেছি। ঠিক দিয়ে দ্যাখো।"

বোনাটা এক পাশে রাখিয়া তৃপ্তি খাতা দেখিতে দেখিতে একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল "আজ্ আবার কি বাঁধা রেখে টাকা আন্‌লেন মা?"

নিশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন "কি আর বাকী আছে মা? সবই তো বাঁধা পড়েছে। মণির হার আর বালা জোড়াটা বন্ধক দিয়ে আজ পঞ্চাশ টাকা আনলুম।"

ক্ষুব্ধস্বরে তৃপ্তি বলিল "ওর জিনিসটাও বাঁধা পড়ল?—কি হবে, ও টাকায়?"

"বাড়ীর টেক্স, দেবুর জামা কাপড়, সুধার তোমার স্কুল কলেজের মাইনে, সংসার খরচ—সবই ত চাই মা। কতদিনেই গোবিন্দ মুখ তুলে চাইবেন, দেবুর একটু ভাল চাকরি বাকরি হবে—"

"হলেও সাহায্য পাবার আশা করবেন না। সে ভরসায় ধার করবেন না।"

"না কর্‌লে চলে কই? কি খাইয়ে বাঁচাই তোদের? কিছুই বুঝিস না তোরা,—"

"তবুও কিছু কিছু বুঝি। কলেজের পড়া। আর আমাদের অবস্থায় সম্ভব নয়। চার মাস আগে নাম কাটিয়ে দিয়েছি। ও খরচ আর লাগবে না। শুধু স্থধার পড়ার খরচটা চাই। মোজা আর সোয়েটার বুনে, মাসে দু-চার টাকা ত পাচ্ছি, দেখি আরও একটু—" ঢোক গিলিয়া কি একটা কথা সামলাইয়া লইয়া তৃপ্তি পুনশ্চ বলিল "দোকানঘর দুটোয় ত্রিশটাকা ত মাসে পাওয়া যাচ্ছে। ছোটদা আর দশটা টাকা সাহায্য করুক। চল্লিশ টাকায় বোধহয় কষ্টে স্বষ্টে আমাদের সংসারের খাওয়া পরাটা চলে যাবে।"

"তুই পাগল হয়েছিস তৃপ্তি?"

"মা, অবস্থা বুঝে ত চল্‌তে হবে। বাবার আমলের সে চাল—".

অতীত ও বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া তৃপ্তি যুক্তিসঙ্গত ভাবে হিসাব দেখাইয়া দিল তখনকার মূল্যবান খাওয়া পরায় এবং এখনকার অল্পমূল্যের খাওয়া পরায়,—দিন ত কোন রকমে কাটিতেছে। চন্দ্র সূর্য্যের গতি ত অচল হয় নাই। তাছাড়া যে দেশের অধিকাংশ লোকের অর্দ্ধাহারে—অনাহারে দিন কাটে, সে দেশের মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহস্থদের সন্তুষ্ট চিত্তে মিতব্যয়ী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যয়বাহুল্যের পরিণামে তাহাদের দুর্গতি অনিবার্য্য।

মা ভয়ে ভয়ে বলিলেন "কিন্তু দেবু—"

তৃপ্তি ধীর ভাবে বলিল "থিয়েটার বায়স্কোপে টাকা না উড়ালেও,

বেঁচে থাকা যায়। ছোটবাবুর মোসাহেবী ছাড়াও অনেক ভাল কায তার পক্ষে করা চলে,—এটা তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করুন। পড়াশুনা করি বলে, আমাদের উপর তার দারুণ বিদ্বেষ। জানেন ত সব। আমাদের কোন কথা বলা চল্‌বে না। আপনি—"

"আমাকেই কি মানে? কথা কি শোনে?"

"শোনে না, জানি। কিন্তু কেন? সে জানে, সে যতই ছাই-ভস্ম আমোদে মাইনের টাকা ওড়াক, আপনি ধার করে আবার তার খরচ জোটাবেন। কেন তার জামা কাপড়ের জন্যে আজ ধার কর্‌লেন? বুঝ্‌ছেন না মা, আপনি নিজেই ভুল বুঝে তার অন্যায়কে আস্কারা দিচ্ছেন।"

কথা বলিতে বলিতে তৃপ্তির স্বর বেশ একটু তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। চির-নিরীহ, ভীরু স্বভাব জননীর মুখ ম্লান হইল। অধিকতর ভয়ে ভয়ে বলিলেন "চুপ কর মা, ও যে সংসারের কিছুই বোঝে না।"

ঈষৎ বিরক্তির সহিত তৃপ্তি বলিল "কেন বোঝে না? যাদের আজ খেতে, কাল নেই, তাদের এমন ছোটলোকি নবাবী সাজে না। সেটা বোঝাবার মত বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স ছোটদার হয়েছে। তা সত্ত্বেও নবাবী কর্‌তে চায়, নিজের রোজগার থেকে করুক।"

বহিঃদ্বারে প্রবল শব্দে কড়া নড়িয়া উঠিল। মা অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলেন "ঐ দেবু এসেছে। চুপ কর তৃপ্তি, ঝগড়া-ঝাঁটি কোর না মা। বরাত আমার মন্দ, দেড় বছরের মধ্যে কি সর্ব্বনাশই হোল। আমার সোনার চাঁদ মহীন—সে যে আমার…" সুগভীর শোকবেদনায় মাতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

তৃপ্তির বিরক্তি-দীপ্ত মুখে কে যেন কালী ঢালিয়া দিল। মার মুখের

দিকে আর চাহিতে পারিল না। লণ্ঠন লইয়া ত্রস্তে দুয়ার খুলিতে ছুটিল। মা অন্ধকারে বসিয়া চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

বাড়ী ঢুকিয়া দেবেন্দ্র বিনা ভূমিকায় উগ্র ব্যস্ততার সহিত বলিল "ভাত দাও। এখনি বেরুতে হবে।"

তৃপ্তির মনে পড়িল আজ বুধবার,—থিয়েটার আছে। সদ্যঃ ব্যথিত মনের উপর কে যেন গ্লানির চাবুক মারিল। কিন্তু মার কথা মনে করিয়া সাম্‌লাইল। সহজ ভাবে বলিল "আগে চা খাবে ত?"

"উহুঁ। এক সঙ্গে দুই খাব। দু-মিনিটের মধ্যে চাই। শীগ্রি দাও।"

দেবেন্দ্র দ্রুত চলিল।

তৃপ্তি থতমত খাইল। দেবেন্দ্রনাথের চাল চলনকে সে শ্রদ্ধা করিত না, কিন্তু উগ্র মেজাজকে ভয় করিত। তুচ্ছ কারণে গণ্ডগোল বাধাইয়া, পাছে সে মার অশান্তি বাড়ায়, সেটা তৃপ্তির পক্ষে অসহ্য ব্যাপার ছিল।

সসঙ্কোচে বলিল "এতই যদি তাড়াতাড়ি, একটু সকাল সকাল এসে বল্‌লেই ভাল করতে। অন্যদিন রাত এগারটায় এসে খাও; আজও তাই ভেবেছি। এ বেলা ঝি আসেনি। আজ মার দশমী—"

চোখ পাকাইয়া রূঢ়স্বরে দেবেন্দ্র বলিল—"হেঁয়ালি নয়, স্পষ্ট বল,—ভাত হয়েছে, কি হয় নি?"

বিচলিত তৃপ্তি নিস্তেজকণ্ঠে বলিল "হয়ে এসেছে। হাঁসের ডিমের তরকারি করে দিচ্ছি, মিনিট পনের দেরী হবে।"

তীব্র ভৎ‍র্সনা ব্যঞ্জকস্বরে দেবেন্দ্র বলিল "ওঃ!"

সংসারে যে শ্রেণীর মানুষ আত্ম-সুখ-পরায়ণতার কাছে আত্ম-বিক্রয় করে, দুঃসময়ের এতটুকু অসুবিধা সহ্য কবিবার শক্তি তাহারা হারায়।

দেবেন্দ্র আশৈশব সুখ ভোগের মধ্যে পালিত। তাহার পছন্দমত সুখ সুবিধা চিরদিন সমান ওজনে সকলে যোগাইতে বাধ্য, এ সম্বন্ধে একটা অন্ধ একজ্ঞায়িতা পূর্ণ দাবি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। হউক সেটা যুক্তি বহির্ভূত, তবু মা, ভগিনীর কাছে সে বিষয়ে এতটুকু ত্রুটি ঘটিলে রক্ষা থাকিত না। বাপের মৃত্যুর পর, বড় ভাই মহেন্দ্রের মত কষ্ট স্বীকার করিয়া পড়াশুনা চালানো তাহার পোষাইল না। দু-মাস পরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া পড়া ছাড়িতে ত্বর্ সহিল না। সত্বর এক মার্চ্চেণ্ট অফিসে পঁয়ত্রিশ টাকার চাকরিতে ঢুকিল।—যেহেতু থিয়েটার সিনেমা দর্শন ইত্যাদি সাবালক-জীবনের প্রমোদ বিলাসের খরচা জোটানো চাই। শ্রমকুণ্ঠা ও অসহিষ্ণুতা গুণে সে চাকরি বেশীদিন টিকিল না। অল্প বেতনে অন্যত্র সুবিধা খুঁজিতে গেল। কিন্তু তাহার মত মানুষের ইচ্ছানুরূপ সুবিধা কোথাও সুলভ নহে, বিশেষতঃ দাসত্বক্ষেত্রে। কাযেই এক ছাড়িয়া আর, আর ছাড়িয়া অন্য,—এমনি ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে পঁচিশ টাকায় অচল হইয়া দাঁড়াইল। এর চেয়ে বেশী সুবিধা চাহিলে 'অতঃপর' বেতন মেলা অসম্ভব, সে সত্যটা চাকরির বাজার ঘাঁটিয়া এবার বুঝিতে হইয়াছে।

রুক্ষস্বরে দেবেন্দ্র বলিল "না খেয়েই যেতে হবে দেখ্ছি। ছোটবাবু আমার জন্যে গাড়ী নিয়ে 'ওয়েট্' করে আছেন।"

"কোথায় যাবে? থিয়েটারে?"

"সে খবরে তোমাদের দরকার কি?"—

সগর্জ্জনে জবাব দিয়া দেবেন্দ্র দালানে ঢুকিল। উনানে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির দিকে একবার, মার দিকে একবার ক্রুদ্ধ কটাক্ষক্ষেপ করিয়া সজোরে বলিল "সবাই সমান স্বার্থপর!"

অর্থাৎ মা, ভগিনী হইতে উনানের আগুন ও ভাতের হাঁড়ি পর্য্যন্ত সবাই ষড়যন্ত্রশীল! সবাই তাহাকে জব্দ করিবার জন্য নির্লজ্জ স্বার্থপরতা প্রকাশ করিতেছে! দেবেন্দ্র নিজেকে খুব উচ্চশ্রেণীর স্বার্থত্যাগী বলিয়া মনে করিত।—কাযেই এ-হেন নীচ স্বার্থপরতা তাহার কাছে অসহনীয় ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্দীপক হইতে বাধ্য—এইরূপ একটা কিছু ভাবিল।

জোরে জোরে পা ফেলিয়া উপরে গেল।

ভীরু দুর্ব্বলপ্রকৃতি জননী স্তব্ধ নির্ব্বাক। সামনে কাহাকেও রাগিয়া উঠিতে দেখিলে তিনি চিরদিনই ভয়ে জড় সড় হইতেন। আজকাল তীব্রতম শোক দুঃখ ও মানসিক অবসাদে তাঁহার চিত্তের জড়তা বহুগুণে বাড়িয়াছে। সামান্য সঙ্কটে পড়িলে ভয়ার্ত্ত শিশুর মত অসহায় বিকল হইয়া পড়েন। ছেলে মেয়েদের মনোমালিন্য, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ তাঁহাকে দিশাহারা অভিভূত করিয়া তোলে।

মার মুখপানে চাহিয়া তৃপ্তি মনের সমস্ত উষ্ণতা নিঃশব্দে চাপিয়া লইল। শান্তমুখে হাঁড়ি নামাইয়া উনানে চায়ের জল চড়াইল। আলমারি হইতে চায়ের সরঞ্জাম বাহির করিয়া মার সামনে রাখিয়া বলিল "আপনি তৈরী করে দিন। আমি ততক্ষণে তরকারিটা চড়িয়ে দি।"

শুষ্ককণ্ঠে ঢোঁক গিলিয়া মিনতি ব্যাকুল স্বরে মা বলিলেন "খাব না যখন বলেছে, তরকারি হলেও খাবে না। খাবার যা করা আছে, তাই দাও মা—"

"দশমীর? সে ত মা কেবল আপনার মত ছ-খানি লুচি—"

"তাই দাও। সারাদিন খেটে আস্ছে, ও তো আগে খাক্।—"

"ঘরে ঘি ময়দা আর নেই মা, আপনার তাহলে কি হবে? কাল একাদশী, নিরম্বু উপবাস যে!"

"হোক বাছা, চুপ কর। আগে ওর হোক।"

"হয়েছে ওর। ছোটবাবুর ওখানে চপ্ কাট্‌লেট্ চা খেয়ে এসেছে নিশ্চয়। না খেলে এতক্ষণ সেখানে থাকত না। তা ছাড়া থিয়েটারে যাচ্ছে, রেষ্টুরেণ্টে আবার খাবে। আজ মাসের দোস্‌রা, মাইনেও পেয়েছে।"

ব্যাকুল হইয়া মা বলিলেন "তা বলে না খেয়ে যাবে?"

"এই ত তরকারি চড়াচ্ছি। সেজেগুজে আস্‌তে আস্‌তে ভাত তরকারি ঠিক করে দিচ্ছি।"

"রাগ করে যদি না খায়?"

"নিরুপায়। অফিসের তাড়ার মানে বুঝি,—আগে থেকে তৈরী করে রাখি। এ সব অনর্থক জুলুমগুলা শুধু সখের জন্যে যখন,—তখন নাচার!"

'চায়ের কেট্‌লি নামাইয়া তৃপ্তি তরকারি চড়াইল।

মা ভীত-মলিন মুখে চা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল।

৩

কেরাণীর বেশভূষা ছাড়িয়া, সৌখিন বেশ বিন্যাস করিয়া, চুল আঁচড়াইয়া, দামি ল্যাভেণ্ডার মাখিয়া, দেবেন্দ্র ছড়ি হাতে নীচে আসিল। সুগৌর কান্তি সুগঠিত দেহে, সে সজ্জা মনোরম দেখাইতেছিল। কিন্তু রোষ-গম্ভীর মুখ-চোখের ভঙ্গি অত্যন্ত বিসদৃশ।

পিছন ফিরিয়া তৃপ্তি ভাত বাড়িতেছিল। তার দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া দেবেন্দ্র কড়া সুরে বলিল "মা, তেতলার ঘর আমায় ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা, স্পষ্ট বলুন।"

পড়াশুনার সুবিধার জন্য তেতলার ঘরে তৃপ্তি ও সুধা থাকিত।

মা কিছু বলার পূর্ব্বে তৃপ্তি শান্ত স্বরে বলিল "চাই তোমার? কালই ছেড়ে দেব।"

জল আসন দেওয়া ছিল। ভাতের থালা ধরিয়া দিয়া পুনশ্চ বলিল "খেতে বস।"

মুহূর্ত্তে জুতার ঠোক্করে ভাতের থালা হেঁসেলের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া দেবেন্দ্র চা খাইতে বসিল।

নূতন বা বিচিত্র ব্যাপার নয়। কিছুদিন হইতে দেবেন্দ্রের রাগ রোষ প্রকাশের ভঙ্গি এমনই অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে।

মা ভগিনী নির্ব্বাক, আড়ষ্ট।

রূঢ় স্বরে দেবেন্দ্র বলিল "এ বাড়ীর ওপর আমার কোন স্বত্ব আছে কিনা জান্‌তে চাই। আমার বন্ধুবান্ধব এসে বাড়ীতে বস্‌তে জায়গা পায় না। বাড়ী কি শুধু আপনার মেয়েদের?"

অনাবশ্যক প্রশ্ন। উত্তর অনেক ছিল, কিন্তু কেহ দিতে সাহস করিল না। মা দশমীর খাবারটুকু আনিয়া ছেলের সামনে ধরিয়া দিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন "খাও দেবু। খালি পেটে চা খেওনা বাবা, অসুখ করবে।"

"আমার অসুখে কার কি বয়ে গেছে? আপনার মেয়েরা সুখে থাকলেই হোল!—"

ভগিনীদের সম্বন্ধে দেবেন্দ্রের নির্লজ্জ আক্রোশের শেষ নাই, সেটা মা ভগিনীরা ভালই জানিতেন। কোন প্রতিবাদ না করিয়া মা সকাতরে বলিলেন "খাও বাবা, আমার মাথা খাও।"

মার ভয়-কম্পিত কণ্ঠস্বরের সাড়ে-পঞ্চাশ-গুণ ঊর্দ্ধে কণ্ঠ চড়াইয়া দেবেন্দ্র হাঁকিয়া বলিল "এত অরাজকতা আমার সহ্য হয় না। স্পষ্ট বলুন, তাহলে বাড়ী ছেড়ে চলে যাই। থাক আপনার মেয়েরা বাড়ীতে!"

কথাগুলার অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি, কেহ সে প্রশ্ন করিল না। করিবার সাহসও ছিল না।

দেবেন্দ্র খাবারের পাত্র টানিয়া লইল। খাইতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ছোটবাবুর আড্ডায় খাইয়াছে, ভাত খাওয়ার প্রবৃত্তি এখন ছিলনা—শুধু জব্দ করার উদ্দেশ্যে বিক্রম দেখাইল।

ভগিনীদের সম্বন্ধে শ্লেষভরে দেবেন্দ্র অনেক কথাই অনেকদিন বলিয়াছে, মা অধোমুখে স্তব্ধ থাকেন। নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেন। আজও স্তব্ধ রহিলেন।

দেবেন্দ্রের খাওয়া শেষ হইলে তৃপ্তি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "ঝগড়া-ঝাঁটির কথা নয় ছোটদা, বুঝ্‌তে পারছি আমরা এ বাড়ীতে বাস করায় তোমার অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু —"

মা এবার হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন "বিয়ে হয়নি, যাবেই বা কোথা ওরা ?"

"লেখাপড়া শিখেছে। পণ্ডিতানী হয়েছে। নিজের নিজের পথ দেখুক—" এক নিশ্বাসে কথা কয়টা বলিয়া দেবেন্দ্র পরম তৃপ্তির সহিত চায়ে চুমুক দিতে লাগিল।

উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া মা বলিলেন "হিন্দুর ঘরে আইবুড়ো মেয়ে আপদ বালাই। বড় ভাই তুমি—বলে দাও কোন পথে ওরা যাবে ?"

দেবেন্দ্র স্বচ্ছন্দে উত্তর দিল "আমার অত ভাব্‌বার দরকার নেই।"

সত্য কথা। সে চায় দায়িত্বহীন আরামের জীবন।—অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যময় স্ফূর্ত্তির উৎসব। পিতামাতার:অপর সন্তানরা তাহার যথেচ্ছ সুখস্বস্তিভোগের হন্তারক কেন হইবে,—সেটা আদৌ বুঝিতে পারে না। উহাদের মূঢ়তা সে সহ্য করিতে পারে না।

উনানে তরকারি ফুটিতেছিল। তৃপ্তি নিষ্পলক নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। লজ্জায় ঘৃণায় ক্ষোভে তাহার মুখ কাল হইয়া গেল।

মা নিঃশব্দে চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

মার দিকে চাহিয়া, দেবেন্দ্র হঠাৎ সগর্জ্জনে ধমক দিয়া বলিল "গিয়ে শুন্‌তে পারেন ? ছোটবাবুর বৈঠকখানায় ? দশের সাক্ষাতে যে সব কথা আমায় শুন্‌তে হয়,—লজ্জায় মাথা কাটা যায়। দু' দুটো থুব্‌ড়ি মুখপুড়ি ঘরে। লোকের কাছে—"

দেবেন্দ্র হঠাৎ থামিল। নব দীক্ষিত অভিনেতা মুখস্ত বক্তৃতা অনর্গল আওড়াইতে গেলে,—যেমন শব্দোচিত স্বর ও ভাবোচিত ভঙ্গির সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না, ব্যর্থ চেষ্টায় মুহুর্মুহু গলদ ঘটায়, শেষে লজ্জার ধাক্কায় নিজেই ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া থামে, দেবেন্দ্রও তেমনি হঠাৎ তাল কাটিয়া

নৈরাশ্য নিস্তেজ কণ্ঠে থামিল। মনের রিষটা কাল্পনিক উত্তাপে ফুটাইয়া, মুখে মুখে বানাইয়া চতুর্দ্দিকে বিপক্ষের গ্লানি ছিটাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভের উগ্র জেদটা হঠাৎ বিফল হইল। তারপর কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। কাশিযা কাশিয়া, টানিয়া টানিয়া জড়িত কণ্ঠে আবার বলিল, "বৈঠক-খানায়···লোকের কাছে···হুঁঃ!"

সবলে আপনাকে সংযত করিয়া তৃপ্তি ধীরকণ্ঠে বলিল "ছোটবাবুর বৈঠকখানার কাউকে আমি চিনি নে, তাঁরাও আমায় চেনেন না। তবু তাঁরা আমার জন্যে ফাঁশি, শূলের ব্যবস্থা কর্‌তে চান,—করুন। কিন্তু তুমি তাঁদের হয়ে ওকালতি কর্‌তে এসনা ছোটদা,—"

মানুষকে সহজে চমকিত করার পক্ষে, 'গলার জোর' নামক গুণবাচক বিশেষ্যটা দ্রুত কার্য্যকরী। দেবেন্দ্র সদর্পে বলিল "আলবৎ কর্‌ব। ভদ্রলোক,—তারা, ঠিক বলে।"

"বিনা অপরাধে যারা ভদ্রলোকের মেয়ের নামে কুৎসা গ্লানি প্রচার করে, তোমার বিচারে তারা ভদ্র হতে পারে, মহৎ হতে পারে। আমার বিচারে—তার উল্টো। দেশে মানুষ নাই? থাক্‌লে, এ রকম অনধিকার-চর্চ্চা থেকে তাদের নিরস্ত কর্‌ত। তাদের অভদ্রতাকে ধিক্কার দিত।"

দেবেন্দ্রের মত অত কড়া আওয়াজে চীৎকার করার ক্ষমতা তৃপ্তির ছিল না। রাতদিন ঈর্ষিত নয়নে বাড়ীর লোকের ছল ছুতা খোঁজার মত নিশ্চিন্ত অবসর ও প্রচণ্ড কর্তৃত্ব দর্প ছিল না। অনেক সময় দেবেন্দ্রের বিদ্বেষের চীৎকার সে শুনিয়াও শুনিত না, ইচ্ছাসত্বেও তৃপ্তি উত্তর দিত না। কিন্তু যখন দিত, তখন দেখা যাইত,—তৎক্ষণাৎ দেবেন্দ্রের বুদ্ধি একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

আজও তাহাই ঘটিল।

নিষ্ফল আক্রোশে উত্তেজিত দেবেন্দ্র, উৎকট রকমে দন্ত খিটিমিটি করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"মেয়েমানুষকে লেখাপড়া শেখালে—সে উচ্ছন্ন যায়, লোকে বলে ঠিক! যেমন আহাম্মক ছিলেন বাবা, তেম্নি দাদা, তাই তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন! পড়তিস্ বিপিনের মত স্বামীর হাতে, তাহ্‌লে তিনবেলা হাড়ির ঝঁ্যাটা খেয়ে ঢিড্ হতিস্!"

মার পাংশু-বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সুগভীর কাতরতায় তৃপ্তির অন্তর বাহির ক্ষণকালের জন্য যেন অবশ অভিভূত হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য নিস্পন্দ থাকিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল—"মাকে দগ্ধাবার জন্যে বড়দির সুখের উদাহ্‌রণগুলা উল্লেখ না করলেই ভাল হোত। বাবা, দাদার আহাম্মকির জবাব আমি দিচ্ছি।—জ্ঞানচর্চ্চা তাঁরা অপরাধ বলে মনে করেননি, তাই সে অধিকার তোমাকেও যেমন দিয়েছিলেন আমাদেরও তেমন দিয়েছিলেন। হঁ্যা, ছোটবাবুর বৈঠকখানার নাগাল আমরা পাইনি, শিষ্টাচার শিখিনি, পরলোকগত বাপ-ভাইয়ের জ্ঞানচর্চ্চার উৎসাহকে আহাম্মকি বলে মনে করিনি। তাতে যা নির্য্যাতন কর্‌তে চাও, কর।"

গ্যাট্ গ্যাট্ শব্দে সদর্প পাদক্ষেপে বাহিরে যাইতে যাইতে, চড়া গলায় রূঢ় আদেশের স্বরে দেবেন্দ্র বলিল "কে দোরে খিল দেবে দাও। রাত্রে আমি ফির্‌ব না!"

সশব্দে দুয়ার খুলিয়া রাস্তা হইতে সে আবার চীৎকার করিল—"দোর খোলা রহিল।"

বারেণ্ডায় মা ও মেয়ে নির্ব্বাক। মার চোখ হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল। অপরিসীম ক্ষোভে শুধু বলিলেন "ওর হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ জ্ঞান লোপ পেয়েছে। এমন কুসঙ্গে মিশেছে! অধঃপাতে গেছে!"

তৃপ্তি মুহ্যমান, স্তব্ধ। না পারিল মুখ তুলিতে,—না করিল একটা সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ।

চোরের মত সন্তর্পণে নিঃশব্দ পদে সুধা নিকটে আসিল। ভয়ে ভয়ে বলিল "মেজদি, দোরটা বন্ধ করে আসি, চলনা ভাই।"

তৃপ্তি চমকিয়া চাহিল। শুষ্কস্বরে বলিল "তুই? কোথা ছিলি এতক্ষণ?"

ভীত চকিত নয়নে উঠানের দিকে একবার চাহিয়া সুধা চুপি চুপি বলিল "ছোটদার চীৎকার শুনে নেমে এসেছি। সিঁড়ির অন্ধকারে লুকিয়ে ছিলাম। ভয়ে সামনে আসিনি। চল ভাই।"

আলো লইয়া দুজনে চলিল। বহির্দ্বারের কাছে আসিয়া দেখা গেল, সেটা সম্পূর্ণ খোলা। অস্ফুট বিরক্তির স্বরে সুধা বলিল, "রাস্তার লোকগুলা চেয়ে দেখ্‌ছে। কি হিংসুটে ছেলে!—একটু ভেজিয়ে দিতেও পারেন নি।"

দুয়ারে হুড়কা, খিল আঁটিয়া ফিরিতে ফিরিতে তৃপ্তি বলিল "ঝগড়ার ছুতা, 'কৌশল' আয়ত্তের চেষ্টা করিস নি, মা সরস্বতী ওতে হোঁচট্ খেযে জখম হবেন—"

দুঃখিত হইয়া সুধা বলিল "আমাদের ভাগ্যে তিনি ঠ্যাং ভেঙে ড্যাং গড়াগড়ি খাবার যো হয়েছেন। আমরা নেহাৎ নির্লজ্জ পাষণ্ড, তাই এখনো লেখাপড়ার লোভ ছাড়তে পারি নি। কিন্তু আর চলে না। মার টাকা পয়সা সব ফুরিয়ে গেছে। আমাদের কি খাওয়াবেন তাই ভেবে আকুল হচ্ছেন। পড়ার খরচ আর জুটবে কোত্থেকে? তোমার সব উচ্ছন্ন গেছে, আমারও এবার যাবে।"

তৃপ্তি অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে ঢোঁক গিলিল। শুষ্ক

কণ্ঠে বলিল "যা পড় গে। খাওয়া দাওয়ার পর পড়া ধর্‌ব। মনে থাকে যেন।"

"মনে থাক্‌বে, কিন্তু ক'দিন আর পড়্‌তে পাব? যা দুর্য্যোগ সুরু হয়েছে!"

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ সুধা চুপি চুপি বলিল "সত্যি মেজদি, এখন তাই মনে হয়। আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই যদি পট্‌ পট্‌ মরে যেতুম, তাহলে মার আজ এত দুঃখ হোত না। নয়? আমাদের খাওয়া পরার জন্যে, দাঁড়াবার ঠাঁইটার জন্যে মাকে কিচ্ছু ভাবতে হোত না। হাঁ, সে বেশ হোত ভাই।"

বোঝা গেল, দেবেন্দ্রের কথাগুলো সে শুনিয়াছে, তাই এই আত্ম-ধিক্কার। তৃপ্তির মনেও এমনি দুঃখবাদের উদয় হইয়াছিল। তাহাদের বাঁচিয়া থাকাটা অভাগিনী জননীর পক্ষে বড় বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়া মরা নয়,—একেবারে মাতৃগর্ভে না আসাই, বেশী সুবিবেচনার ব্যাপার ছিল, বলিয়া মনে হইতেছে।

তবু সুধার কথায় চমকিল। নিম্নস্বরে বলিল "চুপ, মা শুন্‌তে পাবেন। বানান কর Voluntarily"

মুখে মুখে কতকগুলা ইংরেজি বানান, বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়াপদ ইত্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তৃপ্তি দালানে ঢুকিল। ফুটন্ত তরকারির দিকে চাহিয়া বলিল "হয়ে গেছে। খেয়ে যা।"

সোৎসাহে সুধা বলিল "দাও, হাঙ্গাম মিটিয়ে যাই। পড়তে পড়তে পঁচিশ বার 'খাবি আয়' 'ঘুমুবি আয়,'—ভারি খারাপ লাগে। পড়ার সময় ও রকম ডাকাডাকি সহ্য হয় না। মাথা খুঁড়ে মর্‌তে ইচ্ছা হয়। ছোটদার এই থালাটা নিয়েই বসি, কি

বল ? ভাতে জুতো লাগে নি,—থালার কানায় লেগেছে। কি আর ক্ষতি তাতে।”

কাহারও মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া সেই পদাঘাত-লাঞ্ছিত অন্নের থালা লইয়া সুধা খাইতে বসিল। তৃপ্তি মার দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল “আজ দুধ চাস নে। মার দশমী।”

সুধা নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

মা হেঁট হইয়া জবু-থবুর মত বসিয়াছিলেন। মেয়েদের ষড়যন্ত্র টের পাইলেন না। সব ভাতে ডাল মাখিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া সুধা উঠিল। বলিল “আজ দশমী। মা রাত্রে কি খাবেন ?”

বিধবা জননীর ক্ষুধা তৃষ্ণা, উপবাস ক্লেশের চিন্তা, উপযুক্ত পুত্র দেবেন্দ্রের কাছে অগ্রাহ্যেয়। কিন্তু পনের বৎসরের বালিকা সুধা তাহা হৃদয়ভরা সমবেদনার সঙ্গে অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিল।

তৃপ্তি নিশ্বাস ফেলিল। পুত্র ও কন্যার হৃদয়গত গঠনের পার্থক্য—এইখানে! তবে সব পুত্র দেবেন্দ্র নয়। বড় ভাই মহেন্দ্রের মত হৃদয়বান পুত্রও অনেক মা পাইয়াছেন, ইহাই সান্ত্বনা।

নিজের ভাত এক পাশে ঢাকা দিয়া রাখিয়া, আঁস হেঁসেল গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে তৃপ্তি বলিল “উনুন নিকিয়ে চারটি মুগ সিদ্ধ করি। মার জন্যে দুটো মুগের পিঠে করে দিই।”

“এর পর ? না, আমি দুটো মটর-ভিজে, আর বাতাসা খেয়ে রাত কাটাব। খিদেও ত নাই।—” বলিতে বলিতে মা সহসা অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত সুধার দিকে চাহিয়া বলিলেন “হ্যাঁরে, উঠ্‌লি যে ? কি রকম খাওয়া হোল ? শেষ ভাতে দুধ না নিলে যে তোর পেট ভরে না। বোস, আর দুটি ভাত নে।”

"আর না মা, আজ বড্ড পেট ভরেছে।"

পাছে মা আবার অনুরোধ করেন, সেই ভয়ে সুধা দ্রুত আঁচাইতে গেল।

তৃপ্তি মার নিষেধ মানিল না। হাঁড়ি কলসী হাতড়াইয়া যে কয়টি মুগ পাইল, আনিয়া সিদ্ধ করিতে দিল।

মা উপরে গেলেন। সুধা আবার আসিয়া তৃপ্তির কাছে দাঁড়াইল। চুপি চুপি বলিল "মেজদি, ছোটদা যখন কাপড় পরছিল, তখন ছোটবাবুর চাকর শঙ্কর এসে ডাক্‌ছিল, শুনেছ?"

"না। কেন?"

"আমি তেতলার ছাদে দাঁড়িয়ে শুনেছি। ছোটদা দোতলার জানালা থেকে কথা কইলে। আমায় দেখ্‌তে পায় নি। আজ তো ওরা থিয়েটারে গেল না।"

"তবে?"

"ছোটবাবুর কোন্ বড়লোক বন্ধুর বাড়ীতে আজ প্রাইভেট জুয়ার আড্ডা বস্‌বে, সেখানে গেল। মাইনের সমস্ত টাকা কটি নিয়ে যেতে ছোটবাবু বলে পাঠিয়েছেন।"

নিজের কাণকে বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না। হতবুদ্ধির মত খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তৃপ্তি ধীরে ধীরে বলিল "জুয়ার আড্ডা?"

"হ্যাঁ, স্পষ্ট শুনেছি।"

তৃপ্তি স্তম্ভিত!

পুত্র-কন্যাদের প্রতি পরলোকগত পিতার দৃঢ় আদেশ ছিল, "খুন করিয়া ফাঁসি যাইও। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিয়া প্রাণ বাঁচাইও না।"

বড় ভাই মহেন্দ্র সে কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিত। ছোট ভাই-বোনগুলিকেও সত্যনিষ্ঠ করিয়াছিল। সুধা মিথ্যা কথা বলে না নয়—বলিতে পারে না। তৃপ্তি ভাল করিয়া জানিত।

কিন্তু দেবেন্দ্র? হাঁ, পিতা ভ্রাতার মৃত্যুর পর সে হঠাৎ মুরুব্বি হইয়া আশ্চর্য্যরূপে চাল বদ্‌লাইয়াছে। সে যখন পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনার চাকরি করিত, তখন বাহিরে আত্মীয়, কুটুম্ব, জ্ঞাতি, বন্ধুমহলে জাঁক করিয়া বলিয়া বেড়াইত,—সে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা বেতন পায়। বাড়ীতে মা-ভগিনীকে বলিত, মাত্র পনের টাকা পায়। শীঘ্র বেতন বাড়িবে, মোটর গাড়ী কিনিবে, অফিসের বড় অফিসাররাও নাকি তাহাকে জামাতা করিবার জন্য ব্যগ্র ইত্যাদি আরও কত কি!

পরে প্রমাণ হইয়াছে তাহার জাঁকগুলা সব মিথ্যা ধাপ্পাবাজি মাত্র। কিন্তু সে হটিবার পাত্র নয়। পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে এমন সব প্রচণ্ড জাঁকের কথা বলে যে, সরল-চিত্ত সংসার-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া ভাবে, আকাশের চাঁদটা শীঘ্রই দেবেন্দ্রনাথের হাতের মুঠায় বন্দী হইবে। সব আয়োজন প্রস্তুত, শুধু দেবেন্দ্রের হাত বাড়ানোর অপেক্ষা মাত্র!

তৃপ্তির মনে ঝড়বেগে অনেক চিন্তা খেলিয়া গেল। দেবেন্দ্রের চরিত্রের দ্রুত পরিবর্ত্তন গতির ধারা লক্ষ্য করিল। বুদ্ধি বলিল, দেবেন্দ্রের পক্ষে কোন অধঃপতন অসম্ভব নয়।

তবু মনে হইল বংশগত শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, ভদ্রতা সব ভুলিয়া দেবেন্দ্র জুয়ায় মাতিবে, ইহা যে বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু সঙ্গদোষে দেবতাও যে দানব হয়!

হৃৎপিণ্ড দমিয়া গেল! আধা-খাওয়া ভাত ফেলিয়া তৃপ্তি উঠিল। সুধা ভীত হইয়া বলিল "উঠ্‌লে! খেলে না কেন?"

"বুকটা কন্ কন্ কর্‌ছে। কথা বল্‌তে কষ্ট হচ্ছে। শোন সুধা, ছোটদার কথা মাকে কিছু বলিস নি এখন।—" দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া গভীর হতাশাভরে তৃপ্তি পুনশ্চ বলিল "উঃ, আজ যদি বাবা বেঁচে থাক্‌তেন!"

৪

তারপর মাস দুই কাটিয়াছে।

অচল সংসারটাকে তৃপ্তি নানা কৌশলে চালাইবার চেষ্টায় খাটিতেছে। ইহার মধ্যে সামান্য বেতনে কোন বালিকা বিদ্যালয়ে এক চাকরিও জুটাইয়াছে। চাকরিটা কয়েক মাসের জন্য স্থায়ী মাত্র।

সকালে তাড়াতাড়ি রাঁধিয়া খাইয়া স্কুলে যায়। বিকালে আসিয়া আবার গৃহকার্য্য। বিশ্রামের সময় নাই। রাত ন'টার মধ্যে খাওয়া দাওয়া চুকায়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সুবিবেচনা গুণে দু'দণ্ড নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িতে বা ঘুমাইতে পায় না। দেবেন্দ্র আজকাল প্রায়ই রাত্রি দেড়টা দু'টা পর্য্যন্ত বাহিরে রাত কাটায়। কোনদিন মোটে বাড়ী আসে না। দুয়ার খুলিবার জন্য উৎকণ্ঠা-ব্যগ্র চিত্তে তৃপ্তি সারারাত হয়ত জাগিয়া কাটায়।

দেবেন্দ্রের মেজাজ দিনে দিনে এমন উগ্রতর হইয়া উঠিতেছে যে তাহার আচরণের প্রতিবাদ করা অসম্ভব। সংসারের সে পূর্ব্বেও কিছু দেখিত না, এখনও কিছু দেখে না। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য করা গেল, তাহার আর্থিক অবস্থা প্রচুর সচ্ছল হইয়াছে। প্রায়ই নূতন নূতন রকমের মূল্যবান আসবাবপত্র ও প্রসাধন দ্রব্য আসিতেছে। মা ভগিনীরা সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকেন, প্রশ্ন করেন না। দেবেন্দ্র কৈফিয়ৎচ্ছলে গম্ভীর ভাবে জানায় "বড়লোক বন্ধুরা উপহার দিয়াছেন।"

তেতলার ঘর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। দেবেন্দ্রের সখের আসবাব পত্র সেখানে সাজানো হইয়াছে। কিন্তু দেবেন্দ্রকে কদাচিত সেখানে দেখা যায়। বাহিরের কাযে সে দিনরাত ভয়ানক ব্যস্ত।

তৃপ্তির চাকরি গ্রহণে সে ভালমন্দ কোন কথা উচ্চারণ করে নাই। সম্ভবতঃ ছোটবাবুর আড্ডা হইতে তখনও সে সম্বন্ধে কোন উপদেশ পায় নাই। সংবাদটা নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু তৃপ্তির আশঙ্কা আছে, একদিন না একদিন উৎকট মন্তব্য শুনিতে হইবে। মাও সর্ব্বদা সশঙ্ক হইয়া থাকেন।

সেদিন সকালে ঝি আসে নাই। তৃপ্তি ও সুধা তাড়াতাড়ি বাসন-কোসন মাজিল। শেষে বাকী কড়াইটা মাজিতে সুধাকে বসাইয়া, তৃপ্তি স্নান করিয়া আসিল। শশব্যস্তে আলু ভাতে ভাত চাপাইল। দোকানি-দের একটা ছেলেকে ডাকিয়া বাজার করিতে পাঠাইল। নিজেদের যা হয় হইবে, কিন্তু ছোটদার মাছ তরকারি চাই।

অফিসের ভাতের জন্য উৎকণ্ঠায় যখন তিন মাতা কন্যা উদ্বেগ বিব্রত, তখন অসময়ে বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে দেবেন্দ্র বাহিরের দুয়ার হইতে হাঁকিল "এক গ্লাস জ—ল্।"

দেবেন্দ্র ইদানিং যখন বাহির হইতে বাড়ী আসিত, তখন এমনি অকারণ ব্যস্ততা উদ্বেগে অধীর ভাব দেখাইত। যেন সে কোনও একটা মহামারি কাণ্ডে বিব্রত! দুয়ার হইতে—"এক গ্লাস জল"—বা "শীগ্গির ভাত" অথবা "এক খিলি পান" বা তেমনিতর একটা কিছু ফরমাস হাঁকিত। ফরমাসি বস্তুটা যেন স্বয়ং পায়ে হাঁটিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইবে, ব্যক্তি বিশেষের কোন সাহায্য যেন সেজন্য আবশ্যক নাই, এমনিতর বে-পরোয়া ভাব প্রকাশ করিত। কিন্তু আদেশের সঙ্গে তাহা পালনে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে আর সহ্য হইত না। তর্জ্জন গর্জ্জনে বাড়ী তোলপাড় করিত।

সুধার সেই মাত্র কড়াই মাজা শেষ হইয়াছে। সাবান দিয়া হাত

ধুইতেছিল। তটস্থ হইয়া, কলের মুখে একটা গ্লাস ধরিল। জলপূর্ণ গ্লাস দেবেন্দ্রের হাতে দিল।

দেবেন্দ্র অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া বলিল "শোনো, দাঁড়াও।"

সুধা কাপড় কাচিতে যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

দেবেন্দ্র তাহার প্রতীক্ষা পরায়ণতায় দৃকপাত করিল না। অত্যন্ত ধীরে সুস্থে, বেশ কায়দার সহিত গ্লাসে একটা চুমুক দিয়া, পরম গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিল "পাড়ায় বড় গুরুতর গোলমাল চল্‌ছে। যদি নিজের ভালাই চাও, এই বেলা সাবধান হও।"

দেবেন্দ্রের অতি আধুনিক চালচলনগুলা সুধা মনে মনে ঘৃণা করিত। তবু এই আকস্মিক গাম্ভীর্য্যের কায়দা দেখিয়া কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা-বোধ করিল। বলিল "কিসের গোলমাল?"

দেবেন্দ্র পুনশ্চ গ্লাসে চুমুক দিয়া গ্লাসটা সুধার হাতে দিল। পকেট হইতে এসেন্স সুরভিত রুমাল বাহির করিল। অতি সন্তর্পণে ভাঁজ খুলিল। অতি যত্নে ওষ্ঠপ্রান্তের ক্ষীণ জলরেখা মুছিল। মিনিট দুই সাবধানে গোঁফ্ চুমরাইল। তারপর বিশেষ কায়দার সঙ্গে ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া গোঁফের সূক্ষ্মাগ্রভাগের বাহার নিরীক্ষণে মনোনিবেশ করিল। যেন এই গুরুতর কর্ত্তব্যগুলা সম্পাদন না করিয়া এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করার অবকাশ তাহার নাই।

সুধা মনে মনে অধীর হইয়া উঠিল। স্কুলের পড়া এবং গৃহ-কার্য্যে মেজদিকে সাহায্য করা—দুই-ই কামাই যাইতেছে। দেবেন্দ্রের মত অবাধে নষ্ট করিবার মত সময় তাহার নাই। ভয়ে ভয়ে বলিল "দাঁড়াবার সময় নেই ছোটদা, কিছু বল্‌বে কি?"

রুক্ষস্বরে ছোটদা বলিল "ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে এসেছ ?"

থতমত খাইয়া সুধা বলিল "না। কিন্তু স্কুলের কাপড়ে সাবান দিতে হবে। কলতলায় শ্যাওলা জমেছে, সেগুলো ইঁট দিয়ে ঘষে মুক্ত কর্‌তে হবে। মা আজ আর একটু হ'লেই পড়ে যেতেন।"

মুখভঙ্গি করিয়া দেবেন্দ্র বলিল "তবে আর কি ? রাজা হয়ে গেছি !"

অশক্ত দুর্ব্বল জননীর কলতলায় পদস্খলন সংবাদে পুলকিত হইবে কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন কোন ভদ্রসন্তান এমন অবজ্ঞাসূচক উক্তি করিতে পারিবে, সুধার জানা ছিল না। কথাটা ছোটদার মুখ দিয়া বাহির হইল, বিশ্বাস করিতে যেন ভরসা হইল না। নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। বেচারা জানিত না, ছোটদা এখন নানাশ্রেণীর রসিক মহলে মিশিয়া রকমারি রসিকতা শিখিয়াছে। জননী-ভগিনী-সম্বন্ধীয় সম্ভ্রম সেখানে উপেক্ষিত।

অনেকক্ষণ জল ঘাঁটিয়া হাত পা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কাপড় কতকটা ভিজিয়াছিল। শীতে সুধা কাঁপিতেছিল। কিন্তু ছোটদার সদয়দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই, ভালরূপে জানিত। হেঁট হইয়া হাঁটুর কাছে কাপড় গুটাইয়া সন্তর্পণে নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে সংক্ষেপে মন্তব্য করিল "পড়্‌লে মার লাগ্‌ত খুব।"

"কৃতার্থ হতুম !"

এর পর কথা বলিবার মত সুধা কিছু খুঁজিয়া পাইল না। দাঁড়াইয়া বা থাকে কতক্ষণ ? কলতলায় ঢুকিয়া কাপড়ে সাবান মাখাইতে লাগিল।

দেবেন্দ্র তাহার দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানিয়া সরোষে মন্তব্য করিল "মার মেয়ে দুটির সবই নবেলিয়ানা চাল্! সব তাতে মার মূর্ত্তি! কেন রে

বাবা, তোমরা না হয় শিক্ষিত হয়েছ, তোমাদের রুচি না হয় মার্জ্জিত। তা বলে এত অহঙ্কার!”

সুধা উত্তর দিল না।

দেবেন্দ্র পুনশ্চ বলিল “এদিকে তোমাদের ওই মেয়ে মর্দ্দানিপণা,—ওই গাড়ী-ঘোড়া চড়ে স্কুল কলেজ যাওয়া, ওর জন্যে চাদ্দিকে কলঙ্কের ঢাক বাজ্‌ছে।”

সুধার একথা শুনিলে কান্না পায়। রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিল “চুরি ডাকাতি করি নি, কারুর সঙ্গে জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি করি নি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যাও নয়।—অপরাধ শুধু জ্ঞান-চর্চ্চা! তাতে যারা কলঙ্ক দিয়ে কুৎসা করে শান্তি পায়, পাক্। বুঝ্‌ব ওটুকু ইতরামি করে স্বস্তি না পেলে,—ওরা গায়ের জ্বালায় মানুষ খুন কর্‌ত। নয়ত জালিয়াতি করে পরকে ঠকিয়ে পরস্ব হরণ করত,—নিদেন ছিঁচ্‌কে-চোর হোতই হোত! ওদের সততায় আমার শ্রদ্ধা নেই। ঢাক বাজিয়ে ওরা যা পারে করুক।”

গর্জ্জিয়া দেবেন্দ্র বলিল “কি পারে সেটা পরে বুঝ্‌বে। কি কর্‌বে, তা পরে দেখ্‌বে। সত্যি কথাই ত। ভদ্রলোকের মেয়ে মাষ্টারের চাক্‌রি করে কোথায় শুনি?”

“অ! মাষ্টারের চাকরি! মানে তোমার ঝগড়ার লক্ষ্য, এখন মেজদি?”

“ঝগড়ার কথা নয়, সমাজের কথা। দেশাচারের কথা।—”

বাধা দিয়া সুধা বলিল “আমরা গরীব। এই অবস্থায় দেশাচারের অসংখ্য শাখা-প্রশাখার বিদ্বেষ অসন্তোষ ভয়ে, উপার্জ্জন চেষ্টায় নিশ্চেষ্ট থাক্‌লে, হয় আমরা অনাহারে মর্‌ব, নয় দেনার দায়ে গোষ্ঠিশুদ্ধ সবাই

জেল খাটব। এই চায় কি দেশাচার? এতেই দেশের মান-ইজ্জৎ বাঁচবে? শুধু মেয়েরা সদুপায়ে সসম্মানে দু-মুঠো অন্ন আন্‌লেই সব রসাতলে যাবে?"

দেবেন্দ্র মনে মনে পরাজয়-দৈন্য অনুভব করিল। বাহিরে দ্বিগুণ বিক্রমে হাঁকিয়া বলিল "এক ফোঁটা মেয়ের লেকচারের তোড়্ ছাখো। চাব্‌কে লাল্ কর্‌তে হয়!"

সুধা জবাব দিল "গায়ে জোর নেই আমাদের! কাযেই চাবুক খেতে বাধ্য। খাচ্ছিও বিস্তর। ভয় দেখানো বৃথা। কিন্তু এক ফোঁটা মেয়ের যুক্তিটা যদি তাচ্ছল্যের হয়, তাহলে লেখাপড়ার অপরাধটা গুরুতর হয় কেন?"

উত্তর দেওয়া শক্ত। অতএব প্রশ্নটার পাশ কাটাইয়া গিয়া দেবেন্দ্র বলিল, "ছোটবাবুর বৈঠকখানায় যত ভদ্রলোকের মাঝে তোমাদের নামে যে সমস্ত কথা ওঠে, গিয়ে শুনো একদিন। তোমার মেজদিকে যেতে বলো একদিন।"

কটু বাক্যে একেই সুধার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়াছিল, এবার মাথায় আগুন জ্বলিল! নির্ভয়ে জবাব দিল, "জুয়াড়ীদের আড্ডায় ভদ্রলোকের মেয়ে যায় না। দুশ্চরিত্র লোকের মুখ দেখ্‌তে তারা ঘৃণা বোধ করে। তোমার ইচ্ছা হয়, রুচি হয়,—তাদের ভক্তি কর। আমাদের সামনে তাদের নাম কোর না।"

বিবেকে বুঝি আঘাত লাগিল। ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া, দাঁত খিঁচাইয়া দেবেন্দ্র বলিল "হুঁঃ! জুয়াড়ী! হোক জুয়ার আড্ডা! কারা সেখানে খেল্‌তে আসে জানিস? সহরের যত বড় বড় লোকের ছেলে। পয়সাওলা উকিল, ইঞ্জিনীয়ার—"

বাধা দিয়া স্থধা বলিল "থাক পয়সা, হোক উকিল, হোক ইঞ্জিনীয়ার। যারা নিজের সততা বেচে খায়, বিবেক বেচে বড়লোক হয়—তারা শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় করেছে। তারা মানুষের শত্রু,—সমাজের শত্রু,—সাংঘাতিক জীব তারা। আমরা গরীব আছি, গরীবই থাক্‌ব। অমন অসৎ স্বভাব বড়লোকদের ছায়া মাড়াতে আমরা চাই নে।"

দেবেন্দ্র কি একটা উগ্র প্রতিবাদে উদ্যত হইয়াছিল, বাহির হইতে মোটরের হর্ণধ্বনি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক আসিল "দেবেন্, দেবেন্—"

স্থধা অনুমানে চিনিল—ছোটবাবুর কণ্ঠস্বর!

ঝগড়া মুলতুবি রাখিয়া দেবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল। সমস্ত দিনে বাড়ী ফিরিল না।

অতি কষ্টে সংগৃহীত ও স্থপ্রস্তুত ভাত তরকারি পড়িয়া রহিল। অভুক্ত পুত্র হয়ত সারাদিন খায় নাই ভাবিয়া মাও উপবাস করিয়া রহিলেন।

দুঃসাহসে ভর দিয়া রাগের মাথায় অত শক্ত ঝগড়া করিয়া স্থধাও শেষে কাঁদিয়া মাথা ধরাইয়াছিল। তৃপ্তি কোনরূপে তাহাকে শান্ত করিয়া খাওয়াইয়া স্কুলে লইয়া গেল।

রাত্রে দেবেন্দ্র বাড়ী ফিরিল।

দেখা গেল, তখন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। অতি প্রসন্ন সদাশয় ভাব। স্থধা দোতলার দালানে মাদুর বিছাইয়া বসিয়া পড়িতেছিল। দেবেন্দ্র আসিয়া তার কাছে বসিল। পকেট হইতে এক শিশি এসেন্স বাহির করিয়া, সামনে রাখিয়া বিনা ভূমিকায় বলিল "নে, তোকে প্রেজেণ্ট করলুম।"

এমনি লঘুচিত্ততা, এমনি ছেলেমানুষি দেবেন্দ্রনাথের স্বভাবের বিশেষত্ব। সুধা আশ্চর্য্য হইল না। খুশীও হইল না। মেজদির দেখাদেখি বিলাসিতার প্রতি তাহারও অবহেলা ছিল। ওবেলার ঝগড়ায় মনও ভাল ছিল না। চুপ করিয়া রহিল।

সুধার পিঠ চাপড়াইয়া দেবেন্দ্র বলিল, "কি রে রাগ করেছিস ?"

সুধা মাথা নাড়িল।—"না।" দুঃখিত ভাবে বলিল "তুমি ওবেলা খাওনি বলে মাও খাননি।"

দেবেন্দ্র সে কথায় কাণ দিল না। সোৎসুকে বলিল "হ্যাঁ রে, জুয়ার আড্ডার কথা তোকে কে বল্লে ? তৃপ্তি বুঝি কারুর কাছে শুনেছে ?"

"কার কাছে শুন্‌বে ?"

"হেমবাবুর মেয়ে স্কুলে পড়ে। অতি জ্যাঠা মেয়ে। সেই বোধহয় গল্প করেছে, নয় ? ওদের বাড়ীতে একদিন আমাদের তাসের আড্ডা বসেছিল। মেয়েটা তাই বুঝি জুয়ার আড্ডা ভেবে তোদের কাছে গল্প করেছে, নয় ? বল্ না।"

"উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে" চাপার প্রসিদ্ধ প্রবাদটা সুধার স্মরণ হইল। জুয়ার আড্ডাকে চুণকাম সংশোধিত করিয়া দেবেন্দ্র তাসের আড্ডা বলিয়া চালাইতে ব্যগ্র, তাও বুঝিল। বিমর্ষ হইয়া বলিল "সে কিছুই বলে নি।"

দেবেন্দ্র জেরার পর জেরা চালাইল। সত্য গোপন করা সুধার অভ্যাস ছিল না। অকপটে স্বীকার করিল সেদিন রাত্রের কথা। দেবেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল "ভুল তোর, তাসের আড্ডা শুন্‌তে ভুল শুনেছিস। যাক, এ কথা আর কাউকে বলিস নি। আমাকে

তাহলে বিপদে পড়তে হবে। সি, আই, ডি চারিদিকে আজকাল। সাবধান, ফ্যাসাদে ফেলিস না।”

সুধা নিষ্কপট সরল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া, শেষে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাই বিশ্বাস করিল। দেবেন্দ্র শুধু ছোটদা নয়, অভিভাবক। তাহার সততার উপর বিশ্বাস নির্ভর রাখিবার সুযোগ পাইলেই শান্তি পায়। অতএব হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দেবেন্দ্র খোশমেজাজে এমন ভাবে খাওয়া দাওয়া সারিল যেন ওবেলার ব্যাপারটা কিছুই নয়। খাওয়ার সময় বিনা প্রশ্নে নিজেই জানাইল ওবেলা ছোটবাবুর বাড়ীতে কয়জন কুটুম্ব আসিয়াছিল, পোলাও ইত্যাদি হইয়াছিল, সেজন্য ছোটবাবু নিজে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যান। জোর করিয়া খাওয়ান। অফিসের বেলা হইয়াছিল বলিয়া ওখান হইতে তাড়াতাড়ি অফিস চলিয়া যায়। বাড়ী আসিয়া বলিয়া যাইতে পারে নাই।

দায়িত্ব জ্ঞানের বালাই দেবেন্দ্রের নাই। সুতরাং কেউ তাহার আচরণের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া কলহ বাধাইতে চাহিল না। খাওয়ার পর দেবেন্দ্র কি একটা কাযের জন্য ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সারারাত্রে আর বাড়ী ফিরিল না।

শুইতে গিয়া সুধা চুপি চুপি তৃপ্তিকে দেবেন্দ্রের কথা জানাইল। তৃপ্তি চুপ করিয়া রহিল, অনেকক্ষণ ভাবিল। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল “এক মিথ্যাকে চাপা দিতে অনেক মিথ্যার দরকার হয়, এক দুষ্কার্য্যকে ঢাকা দিতে অনেক দুষ্কার্য্যের দরকার হয়। ছোটদা যতই সাফাই গেয়ে যাক, ও যে কাল্‌প্রিট্‌দের দলে মিশেছে তার সন্দেহ নেই। তবে, ও সেয়ানা শয়তান নয়, ধড়িবাজি বুদ্ধিতে ওর কুলুচ্ছে না। অনর্গল

মিথ্যা বলার অভ্যাস ওর নেই, তাই ফাঁকের ঘরে ধরা পড়্ছে। ওবেলা জুয়ার আড্ডা নিয়ে আক্রমণ করা মাত্রেই ছোটদা থ' হয়ে গেল। জাঁক করে অকপটে জানালে সেখানে পয়সাওলা উকিল ইঞ্জিনীয়াররা খেল্তে আসে। ছোটবাবু এসে না ডাক্লে হয়ত জাঁকের ঝোঁকে আরও কথা বের করে ফেল্ত।"

"তাহলে এবেলা ও-রকম বল্‌ছে কেন?"

"ধড়িবাজ শয়তান ছোটবাবুর মন্ত্রদীক্ষা!—মা সাদাসিদে মানুষ, ছোটদা স্বচ্ছন্দে তাঁকে যা ইচ্ছে তাই বুঝিয়ে ব্লাফ্ দিচ্ছে। কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝ্‌ছি, ছোটদার এ ধাপ্পাবাজি একদিন ফাঁক হবে। সেদিন ওকে ভয়ানক অবস্থায় পড়্তে হবে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, "বুদ্ধিমানরা দেখে শেখে, বোকারা ঠেকে শেখে। সেদিন তাকে দেউলে হতে হয়। বোঝে না মানুষ, পাপের ঋণ একদিন না একদিন শোধ করতেই হয়।—"

৫

বিষম কার্য্যব্যস্ততার মধ্যে তৃপ্তির দিন কাটিতেছে। কিন্তু সব কাযের মাঝে অপরিণামদর্শী দেবেন্দ্রের হঠকারিতা সম্বন্ধীয় একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় মনে মনে অস্বস্তি ভোগ করিতেছে।

সেদিন শনিবার।

স্কুলের ছুটির পর সুধাকে লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। গলির মোড়ে গাড়ী হইতে নামিয়া গলিতে ঢুকিতেছে, এমন সময় পাশের দোতলা বাড়ীর জানালা হইতে এক সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ়া ডাকিলেন, "তৃপ্তি মা, তোমার জ্যাঠামশাই এসেছেন। দেখা কর্‌তে এস।"

ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া তৃপ্তি সানন্দে বলিল, "জ্যাঠামশাই? কখন এলেন?"

"আজ সকালের গাড়ীতে। এস-না, দেখা করে যাও। ওঁর কাছে এখন বাইরের লোকজন কেউ নেই।"

"এখন? আচ্ছা সুধা তুই বই নিয়ে বাড়ী যা। বলিস্ মাকে আমি জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করে একটু পরে যাচ্ছি।"

সুধাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তৃপ্তি পাশের বাড়ীতে ঢুকিল।

জ্যাঠামহাশয়—ছোটবাবুর জ্ঞাতি ও জমিদারীর একজন অংশীদার। ভদ্র সজ্জন ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া পাড়ার সকলে তাঁহাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। পূর্ব্বে হাইকোর্টে কি একটা ভাল চাকরি করিতেন। এখন পেন্সন লইয়াছেন। একমাত্র পুত্র অনুপমচন্দ্রকে লেখাপড়া শিখাইয়া নিজের চাকরিতে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া

গৃহিণীকে সংসারের তত্বাবধানে রাখিয়া নিজে কাশীবাস করিতেছেন। বৎসরান্তে দুই দশ দিনের জন্য বাড়ী আসেন, আবার কাশী যান।

তৃপ্তির পিতার সহিত ভদ্রলোকটির বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এখনও দুই পরিবারে সৌহার্দ্দ্য অক্ষুণ্ণ। জ্যাঠামহাশয়কে তৃপ্তি অত্যন্ত ভক্তি করিত।

জ্যাঠাইমা সমাদরে তৃপ্তিকে গ্রহণ করিলেন। অনুপমের স্ত্রী তৃপ্তির সমবয়সী, প্রীতি-ভাজনীয়া। তাড়াতাড়ি আসিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল। মামুলি কুশল প্রশ্ন, নিয়মিত দর্শন অভাবের জন্য সস্নেহে অনুযোগ অভিযোগে খানিক সময় কাটিল।

কথা বলিতে বলিতে সকলে কর্ত্তার ঘরের দিকে চলিলেন। দোতলার বৈঠকখানায় কর্ত্তা থাকিতেন। দুয়ারে পর্দ্দা ঝুলিতেছিল। কাছাকাছি হইতে শোনা গেল—ভিতরে কর্ত্তার সহিত এক অপরিচিত পুরুষ-কণ্ঠের কথাবার্ত্তার আওয়াজ। কর্ত্তা বিস্ময়ের সহিত বলিতেছেন "বল কি হে? এটা তাহলে দেবতাদের ঘুষ দেওয়া? না, দেবতাদের সঙ্গে পরিহাস করা?"

বিনীতভাবে জবাব আসিল "আজ্ঞে, গরীব চাকর আমি। কর্ত্তাদের মতলব সম্বন্ধে আমি কি বল্‌ব?"

"মতলবটা জাঁকজমকের সঙ্গে দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত দেখে খুশী হচ্ছি। ভক্তির দাপট দেখে দেবতারাও মুগ্ধ হবেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বঞ্চনার মাল—এই দেবোত্তর সম্পত্তি, একদিন ব্যক্তিবিশেষের পেটোত্তর হবে না ত?—অর্থাৎ মদে, বেশ্যায়, মামলা বিলাসের প্রেতপিণ্ডে প্রেতোত্তর গতি পাবে না ত? পিতৃহীন নাবালক, অনাথা বিধবা,—যাদের দুবেলা পেটভরে খাওয়ার সংস্থানটা পর্য্যন্ত নাই, তাদের ক্ষুধার

অন্ন কেড়ে নিয়ে দেবতার নামের সাহায্যে এই প্রবঞ্চনা? দেবতারা সইবেন?”

গৃহিণী চমকিয়া দাঁড়াইলেন। ইঙ্গিতে বধূকে ও তৃপ্তিকে নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে আদেশ দিলেন।

যে লোকটির সঙ্গে কথা হইতেছিল, সে বোধহয় কর্ত্তাদের জমিদারী সেরেস্তা বিভাগের কোন কর্ম্মচারী। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে জবাব দিল “আজ্ঞে, গরীব চাষাদের বঞ্চনা করে যখন ভিটেমাটী কেড়ে নেওয়া হয়, তখন টের পেয়ে অনুপমবাবু আপত্তি তুলেছিলেন। তাতে ওবাড়ীর ছোটবাবু জবাব দিয়েছিলেন “অত আধ্যাত্মিকতা করলে বিষয় বাড়ানো চলে না। রাজর্ষি জনকের জমিদারী সেরেস্তা খানাতল্লাসী করে দেখ গে, এমন অনেক কীর্ত্তির পরিচয় পাবে। জোর-জবরদস্তি করে পরকে ঠকিয়ে বিষয় বাড়াতে পেরেছিলেন বলেই, তিনি রাজা—তিনি ঋষি!”

“অ! জোচ্চুরি, দাগাবাজি, পরস্বহরণের প্রতিভাবলে জনক—রাজর্ষি! জানতুম না বাপু, আজ দিব্যজ্ঞান লাভ করলুম। জনকের ক্লাস ফ্রেণ্ড্ তোমাদের ঐ মনিবটিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। উঃ, মানুষের এত পরিবর্ত্তনও হয়?”

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কর্ত্তা আক্ষেপের সুরে বলিলেন “ঐ ছোটবাবু—মহাদেবের কথা বল্‌ছি। যখন ষ্টুডেণ্ট লাইফে ছিল, পরের পয়সায় কি হৃদয়বত্তা, কি বদান্যতাই দেখাত! ভাবতুম,—ঐ ছেলেটা আমাদের বংশের মধ্যে সব চেয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে! মাথা তুলেছে ভাল!····· নাঃ, এ অভিশপ্ত বিষয়ের সংশ্রবে থাক্‌লে, আমিও হয়ত মাথার ঠিক রাখ্‌তে পারব না। অবস্থার দায়ে ঠেকে, বিশ্বগ্রাসী

লোভের আবর্ত্তে পড়ে, কাল আমিও হয়ত বিশ্বাস-ঘাতক, জোচ্চোর জালিয়াৎ, গাঁটকাটা হব। ছাখো ত বাপু, একটি খদ্দের। আমার বিষয়ের অংশটা বিক্রী কর্‌ব। আমিত প্রতারিত হয়েছি, আমার বংশের আর কাউকে এ প্রতারণার সংশ্রবে রাখব না। ওরা ধর্ম্ম-সঙ্গত উপায়ে, হয় খেটে খাক, নয় অনাহারে থাক, এই আশীর্ব্বাদ করে যাই।"

কর্ম্মচারীটি নিম্নস্বরে কি বলিল। কর্ত্তা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "আচ্ছা, এত টাকা নিয়ে, মহাদেব ওড়াচ্ছেই বা কিসে, উড়ছেই বা কিসে ?"

"জুয়ায়, রেস্ খেলায়, হাজার রকম লটারীর টিকিট কেনায়।—তারপর ধরা পড়লে—পুলিশ ফ্যাসাদেও ঢের ওড়ে।"

"হুঁ। শয়তানের অধিকৃত টাকা শয়তানী আমোদের দাম মিটাতে-ই ওড়ে। ভগবানের রাজ্যে নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। শুন্‌ছি একটা বেশ্যাও রেখেছে,—নয় ?"

"সে ত ওঁর স্ত্রী থাক্‌তেই। তাঁর মৃত্যুর পর আরও অনেক—"

"উচ্ছন্ন যাক্। হতভাগা! ও আবার আমাদের মুকুন্দের মেয়ে তৃপ্তিকে বিয়ে কর্‌তে চায়! শুন্‌ছি দেবেনকে না কি হস্তগত করেছে। সে ছেলেটাকে বদ্‌খেয়ালে মাতিয়েছে ?"

"আজ্ঞে, আরও অনেককে।"

"হবেই ত। চোর মরে সাত-ঘর জড়িয়ে।"

তৃপ্তির আপাদমস্তকে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিতেছিল। জ্যাঠাইমা তাহার মুখপানে চাহিয়া, একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন "চল তৃপ্তি, আমরা ওঘরে বসিগে। নায়েববাবু এসেছেন।"

তৃপ্তি যোড়হাতে সানুনয়ে বলিল "দাঁড়ান জ্যাঠাইমা, ছোটদার কথা গুলা আমার জানা দরকার। ছোটদা বাইরে কি করে বেড়ায়, কিছু জান্‌তে পারিনে, আজ একটু জেনে নিই।"

করুণ-দৃষ্টিতে তৃপ্তির দিকে চাহিয়া জ্যাঠাইমা বলিলেন "জেনেই বা কি কর্‌বে মা? জোর করে তাকে সৎপথে ফেরাবে সে ক্ষমতা ত তোমার নেই। তোমার মা নিরীহ ভালমানুষ। দেবু অবাধ্য উদ্ধত। তাঁকে মোটে মানে না, তাও জানি। আমরা অনেক কথা শুন্‌তে পাই। শুন্‌লে তোমাদের মনে কষ্ট হবে বলে, বলিনে। দেবুর জন্য আমাদের বড় দুঃখ হয়। অমন মা বাপের ছেলে হয়ে দেবুর মতিগতি কেন যে এমন হোল, জানি নে।"

সেই সময় ভিতরে নায়েব মহাশয়ের বিদায়-সম্ভাষণের বাণী শোনা গেল। উত্তরে কর্তা বলিলেন "আচ্ছা যাও এখন। আমার সন্ধ্যাহ্নিক হলে সাতটার পর এস। কাগজপত্র আজই দেখ্‌ব।"

তৃপ্তি সাগ্রহে বলিল "ঐ তো, লোকটি চলে যাচ্ছে। চলুন আমরা ওখানে যাই।"

নায়েব বাহিরের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

গৃহিণী তৃপ্তিকে লইয়া ভিতরে ঢুকিলেন।

প্রসন্নমূর্ত্তি, প্রিয়দর্শন দিব্যকান্তি, বৃদ্ধ চুপ করিয়া শুইয়াছিলেন। ইহাদের দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। তৃপ্তির মুখের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া, সস্নেহে বলিলেন "তৃপ্তি? এস! তোমাকে দেখলেই তোমার বাবার কথা আমার মনে পড়ে।"

প্রণাম করিয়া তৃপ্তি বসিল। কুশল প্রশ্নের পর বৃদ্ধ খুঁটিয়া খুঁটিয়া তৃপ্তিদের সাংসারিক অবস্থার কথা, মার শারীরিক অবস্থার কথা,

দেবেন্দ্রের কথা, তৃপ্তির চাকরি লওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সাংসারিক দুঃখকষ্টের কথা শুনিলে পাছে বৃদ্ধের মনে আঘাত লাগে সেজন্য তৃপ্তি যথাসাধ্য সাবধানে উত্তর দিল। শেষে বলিল "আপনাদের আশীর্ব্বাদে চলে যাচ্ছে একরকম। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে ছোটদাকে নিয়ে। কি কাযে যে দিনরাত বাইরে ঘোরে, কিসে যে পয়সা ওড়ায় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ বলিলেন "আমিও তার বিরুদ্ধে অনেক কথা শুন্‌ছি। সে সব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে শোচনীয় দুঃখের বিষয়। ইচ্ছা হয়, ডেকে একটু বোঝাই। কিন্তু তার মানসিক অবস্থার কথা যা শুন্‌ছি, তাতে সৎপরামর্শকে সে হয় চোখ রাঙাবে, নয় বিদ্রূপ কর্‌বে।"

গৃহিণী বলিলেন "তবু জ্যাঠা তুমি। তোমার কর্ত্তব্য কর। ছেলেটাকে ডেকে একটু বুঝিয়েই ভ্যাখ-না।"

কর্ত্তা বলিলেন "দুনীয়ায় একশ্রেণীর লোক আছে, যারা মরালিটির বিরুদ্ধে 'মোরিয়া' হয়ে ওঠাই পৌরুষের লক্ষণ মনে করে। দেবেন যদি সেই দলে ঢুকে থাকে, তবে তাকে সদুপদেশ দেওয়া,—কেবল অপমানিত হওয়া।"

তৃপ্তি নতশিরে চুপ করিয়া রহিল। বৃদ্ধের যুক্তিকে সে মনে মনে স্বীকার করিল।—হাঁ, দেবেন্দ্রের মত উদ্ধত দুর্ব্বিনীত একজ্ঞায়ীকে ধর্ম্ম বা নীতির দোহাই দিয়া সৎপথে আনার চেষ্টা পাগলামি মাত্র। এই ভক্তিভাজন বৃদ্ধকে অকারণে অপমানিত হইবার জন্য অনুরোধ করাও মূঢ়তা।

নিশ্বাস ছাড়িয়া বৃদ্ধ বলিলেন "Sins Sweetness is too Sweet" তৃপ্তি! পাপের মোহিনীশক্তি বড় তীব্র, বড় মধুর। ভগবানের কাছে

প্রার্থনা করি দেবেনের সুমতি হোক, সে সৎপথে ফিরে আসুক। কিন্তু তার খবর যা শুন্‌ছি, আমায় ভাবিয়ে তুলেছে।—"

দেবেন্দ্রের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইল। ছোটবাবুর প্রভাবেই যে দেবেন্দ্র উৎসন্নগামী হইয়াছে এবং তাহার মত দুর্ব্বলচেতা যুবকদের ধ্বংসের পথে লইয়া যাওয়ায় ছোটবাবুর যে একটা নৃশংস আনন্দ উত্তেজনা আছে, সে সম্বন্ধে আরও কতকগুলা সাক্ষ্য প্রমাণ পাইল।

মনের অবস্থা অত্যন্ত অবসাদপূর্ণ হইল। বিদায় লইয়া উঠিল। জ্যাঠামহাশয় বলিলেন "কাল রবিবার। দেবেনকে একবার আমার কাছে আস্‌তে বোলো।"

বিষাদভরে তৃপ্তি বলিল "রবিবারে ছোটদা প্রায়ই বাড়ী ঢোকে না। যদি দেখা পাই, আসতে বলব।"

বাড়ী ফিরিয়া তৃপ্তি ভাবিতে লাগিল, মাকে সমস্ত সংবাদ জানাইয়া দেওয়া উচিত কি না?

রাত্রে দেবেন্দ্র খাওয়া দাওয়ার পর বেশভূষা করিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত দেখিয়া তৃপ্তি বলিল "ও বাড়ীর জ্যাঠামশাই কাশী থেকে এসেছেন। তোমাকে একবার কাল দেখা কর্‌তে বলেছেন।"

দেবেন্দ্র পরম আশ্চর্য্যভাব দেখাইয়া বলিল, "কে জ্যাঠামশাই?"

তৃপ্তি অনুপম বাবুদের বাড়ীর দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, "অনুপমদা'র বাবা।"

দেবেন্দ্র অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কে অনুপম দা'?"

"অনুপমদাকে চেন না? ছোটবাবুদের জ্ঞাতি।"

"অ! তাই বল, ছোট বাবুদের জ্ঞাতি? তা ওরা তো ছোটবাবুদের চির কেলে শত্রু। আমি কেন তাঁর কাছে যাব?"

"আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী তিনি। বাবার বন্ধু—"

"বাবার বন্ধু তা আমার কি? আমি তাঁর বাবার খাইও না, পরিও না। তা ছাড়া ছোটবাবু আমার ফ্রেণ্ড্। তাঁর শত্রুর বাড়ীতে আমি ত যাবই না। আমার বাড়ীর মেয়েরা কেউ যায়, তাও আমি পছন্দ করি না। বারণ করে দিচ্ছি, কেউ ওখানে যেওনা। কিম্বা ওদের বাড়ীর কেউ যেন এসে এখানে অযথা পরচর্চ্চা না করে। আমি তাহলে কারুর খাতির ফাতির রাখ্‌ব না, ধরে জুতো মার্‌ব।"

তৃপ্তি অবাক! মানুষ অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইলে, তাহার দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য এমনিই কুৎসিত মাত্রায় বাড়িয়া উঠে বটে! গীতাকার লোকচরিত্রে অসাধারণ বিশেষজ্ঞ ছিলেন!

মহেন্দ্র ছোটবেলা হইতে ভাইবোনদের গীতা পাঠ করাইত। দেবেন্দ্রও পড়িয়াছিল, নিজের জীবনকে উপকৃত করিবার জন্য নয়। গীতাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য। বলিত "ও সব বুজরুকি?"

তৃপ্তি আব কথা বাড়াইল না। মাও দেবেন্দ্রের এতখানি আকস্মিক উষ্ণতার কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

দেবেন্দ্র হাত পা নাড়িয়া খানিক এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করিয়া বলিল, "আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি মা, এইসব থুব্‌ড়ো আইবুড়ো মেয়ে বেশীদিন ঘরে রাখা চল্‌বে না। বিয়ে দিয়ে ওদের শীগ্‌গির বিদেয় করুন। আপনি না পারেন, বলুন আমায়। আমি বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আপনার একটা পয়সা খরচ লাগ্‌বে না।"

এতখানি দায়িত্ব! এতবড় কৃতিত্ব! উৎকণ্ঠিত আগ্রহে জননী বলিলেন, "বাঁচি ত তাহলে। তোমার ভার যদি তুমি বুঝে নাও, আমার হাড় জুড়োয়। দাও না বাবা ওদের বিয়ে।"

সদর্পে দেবেন্দ্র বলিল, "এই ত কথা? ব্যস্। আমি ইচ্ছে কর্‌লে কি না কর্‌তে পারি? দেখুন তবে, আজই কথা ঠিক করে ফেল্‌ছি। এক হপ্তার মধ্যে বিয়ে দেব। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, আমি যা কর্‌ব, তার উপর কেউ কোন কথা কইতে পাবেন না। বলুন, রাজী আছেন?"

ভয় পাইয়া মা স্বীকার করিলেন, রাজী আছেন। ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "কিন্তু পাত্রটি কে? চালচুলো আছে ত?"

দুইটা আঙুল দেখাইয়া দেবেন্দ্র সদম্ভে বলিল "দু-দুখানা মোটর হাঁকাচ্ছে। দশজন ঝি চাকর বাড়ীতে খাট্‌ছে। অগাধ টাকা। কলকাতায় বাড়ী।"

হাঁপাইয়া উঠিয়া মা বলিলেন "বাড়ী কোন দেশে?"

মুচকি হাসিয়া দেবেন্দ্র বলিল "এই পাড়ায়। জানা ঘর। গয়নায় মেয়ের গা মুড়ে দেবে। একস্যুট্ সোনার—একস্যুট্ জড়োয়ার গয়না। ওঁর পয়সার হৈ গৈ নেই যে!"

"কার কথা বল্‌ছ?"

"ছোটবাবু—মহাদেব বাবু!"

মা তৃপ্তির মুখপানে চাহিলেন। তৃপ্তি অচঞ্চল—স্থির। জ্যাঠামহাশয়ের আক্ষেপ ভোলে নাই। অতএব এইরূপ একটা কিছু সংবাদ শুনিবার জন্য সে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। দেবেন্দ্রের বুদ্ধি ত! সে যদি কর্পোরেশনের কোন মেথর পুত্রের সহিত তৃপ্তির শুভবিবাহের প্রস্তাব করিত, তাহা হইলেও তৃপ্তি আজ চম্‌কাইত না।

তৃপ্তির সাড়াশব্দ না পাইয়া, মা নিজমনে ঔদাস্যের সহিত বলিলেন, "পাগল! ওঁরা আমাদের মত গরীবের ঘরে কায করবেন কেন?"

"আমার—আমার খাতিরে।"

"বলেছেন কিছু ?"

"নয়ত কি মিছে বল্‌ছি ?"

তৃপ্তি গম্ভীর হইয়া বলিল—"না, বলেছ ঠিক। কিন্তু ও-খাতির চায়ের মজলিশে জমা থাকাই ভাল, বিয়ের সম্বন্ধে যুৎসই নয়। বিশেষতঃ আমার সঙ্গে। গরীব আমরা, মোটর চাকরের হুড়োহুড়ি কি আমাদের সয় ? গায়ে গয়নার দোকান সাজিয়ে বসে থাক্‌ব, সে সময় সে প্রবৃত্তিও —আমার নেই।"

গর্জ্জিয়া দেবেন্দ্র বলিল, "ওই সব লম্বা লম্বা বচনের জন্যেই তোমাদের কোন কথায় দাঁড়াই না। উচ্ছন্ন যাও, আমার বড় বয়ে গেল! থাক আইবুড়ো হয়ে, খাও চাকরি করে।"

মা, ভগিনী নিরুত্তর।

দেবেন্দ্র সম্ভবতঃ ভাবিয়াছিল, তাহার এই শাসনে অসহায় মা ভগিনী ব্যাকুল বিহ্বল হইয়া তদ্দণ্ডে আনুগত্য স্বীকার করিবেন। কিন্তু কেহ সাড়া দিল না দেখিয়া, ভীষণ অপমান বোধ করিল। সক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিল, "এ সব স্বেচ্ছাচারিণীদের আগাগোড়া হাণ্টার পিটুতে হয়। গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিতে হয়। যাকে মেয়ে দেবার জন্যে হাজার লোক সাধাসাধি করছে, তার সঙ্গে বিয়ের কথা তুললাম,—মেয়ে সে কথা যেন পায়ে করে ছুঁড়ে ফেল্‌লেন। মাও গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌লেন না। এত অহঙ্কার! এত স্বেচ্ছাচার!"

রুষ্টস্বরে তৃপ্তি বলিল, "মুখ সাম্‌লে ছোটদা, তুমি চরম-সীমায় এসেছ। মনে রেখ, মা আমারও মা। তাঁর অপমান আমি সহ্য করব না।"

দেবেন্দ্র হঠাৎ যেন দুর্ব্বলতা বোধ করিল। সংযত হইয়া ধীরভাবে বলিল, "কি করবে শুনি ? ধরে মারবে না কি ?"

"আমি চোয়াড় নই। মার ধোর ছাড়াও অনেক প্রতিকারের পথ আমার জানা আছে।"

"থাক্‌বে বই কি? বড় বুদ্ধিবতী যে তোমরা! আমিও যাচ্ছি, পুলিশে ডায়েরি করে আস্‌ছি। তুমি আমাকে মার্‌বে বলে শাসিয়েছ। আমি ছোটবাবুর বৈঠকখানা থেকে দশজন লোককে এনে সাক্ষী দেওয়াব। তোমাকে পুলিশকোর্টে দেখাব।"

"তোমার মত গুণধর আত্মীয় যাদের আছে, বাধ্য হয়েই তাদের পুলিশকোর্ট দেখ্‌তে হয়। হয়ত আমিও দেখব একদিন। কিন্তু তার আগেই বলে দিচ্ছি, যে চোয়াড়দের সংসর্গদোষে তুমি এমন পশুত্ব লাভ করেছ, তাদের মার্ফৎই তোমার কি ভয়ানক দুর্দ্দশা হয়, তাও দেখ্‌বে শীঘ্র।"

"যাচ্ছি আমি, বল্‌ছি গিয়ে ছোটবাবুকে। তুমি তাঁকে চোয়াড় বলেছ।"

উত্তেজিত হইয়া তৃপ্তি বলিল "শুধু চোয়াড়! যাও, বল গিয়ে। আমি আরও বল্‌ছি।—আমার চোখ নেই কিন্তু কাণ আছে। আমি অনেক so-called বড়লোকের অনেক বড় বড় কুকার্য্যের খবর জানি। জোচ্চুরির পয়সায়, জালিয়াতির ব্যবসায়, তাঁর দুখানা মোটর, দশটা চাকর, বিশটা বেশ্যা থাক। আপত্তি নাই। জুয়া আর বেশ্যার দালালি করে তিনি অপর সব—ভদ্রলোকের ছেলেদের কাঁচা মাথা কেন চিবিয়ে খাচ্ছেন, আগে তার কৈফিয়ৎ দেন! তার পর আমি সত্য স্বীকার করে ফাঁসি যেতে প্রস্তুত।—"

মা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "তৃপ্তি, তুইও কি পাগল হলি? আমি কি মাথা খুঁড়ে মর্‌ব?"

তৃপ্তির কথায় দেবেন্দ্রের কোথায় ঘা লাগিয়াছিল বলা যায় না, কেমন যেন দমিয়া গেল। ক্ষণেক স্তম্ভিত! তারপর টানিয়া টানিয়া ব্যর্থ শ্লেষের স্বরে সম্ভবতঃ—মরণ-কামড় চেষ্টায় বলিল "বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে কি না? বেশী বুদ্ধি কি না,—তাই। আচ্ছা আমিও তোর নামে কলঙ্কের ঢাক বাজাচ্ছি, দেখি তুই কি করতে পারিস্! তোর ভিটে মাটী উচ্ছন্ন করব, তবে আমার নাম! সব মিথ্যে করে বানিয়ে বলে দিচ্ছি। দেখ্ তোর কি সর্ব্বনাশ করি!"

দ্রুতপদে সে বাহির হইয়া গেল।

৬

রাত্রে মাকে খাওয়াইবার সময় তৃপ্তিকে বড় বেগ পাইতে হইল। পুত্রকন্যার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে মর্ম্মাহতা জননীর অন্তঃকরণ এমন ক্ষোভ-গ্লানিতে পূর্ণ হইয়াছিল যে ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতিও বিষাক্ত লাগিতেছিল। অনিচ্ছায়, একান্ত পীড়াপীড়িতে যা খাইলেন, তৃপ্তি বুঝিল সেটায় মার ক্লেশের শেষ রহিল না।

কোন মতে দায়ের-পাট সারা গোছে নিজেদের খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া, সকলে উপরে গেল। মার দুয়ারের বাহিরে লণ্ঠনের বাতি কমাইয়া রাখিয়া তৃপ্তি নিজেদের ঘরে যাইতেছিল, মা মশারীর ভিতর হইতে বলিলেন "আজ আর রাত জেগো না তৃপ্তি, এগারটা প্রায় বাজে। শুয়ে পড়গে যাও।"

শ্রান্ত-কণ্ঠে তৃপ্তি বলিল "ঘুমের সময়টা চুরি করে লেখাপড়া না কর্‌লে, আমাদের লেখাপড়া হয় না মা। সুধার ট্রানসেল্শানগুলো দেখে রাখ্‌তে হবে, নিজেরও পড়াশুনোর দরকার আছে।"

ব্যথিত-কণ্ঠে মা বলিলেন "চারদিকে যখন এত নিন্দের ঢেউ উঠ্‌ছে, তখন—"

তৃপ্তি শ্রান্ত-কণ্ঠে বলিল "মেয়েদের জন্যে সামাজিক নিগ্রহ চিরকাল আছে। হয়ত থাক্‌বেও। বেহারের হিন্দুস্থানীদল জগন্নাথ দর্শনের আর প্রসাদ গ্রহণের পুণ্য অর্জ্জন করে আসে। কিন্তু ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া প্রসাদ খাওয়াটা এত বড় পাপ মনে করে, যে, আগে প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে বাড়ী ঢোকে। সমাজে ওঠে। তাদের ধর্ম্ম-চর্চ্চাও সমাজ-

বিরুদ্ধ।—হোক্ সে পুণ্যের জন্য। আমাদের জ্ঞান-চর্চ্চাও সমাজ-বিরুদ্ধ, —হোক সে আত্মোন্নতির জন্য বা অন্নের জন্য। ভেবে দেখুন, এগুলো কি সুসংস্কার, না কুসংস্কার?"

মা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

নিশ্বাস ফেলিয়া তৃপ্তি ধীরভাবে বলিল "হয়ত ছোটদার পরামর্শ আপনার মনে পড়ছে। ছোটবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন, গুটি চার ছেলে মেয়ে আছে, অতএব—তাঁর সঙ্গে আমার—! আপত্তি ছিল না। অন্ততঃ আপনাদের যন্ত্রণা মোচনের জন্যেও এ প্রস্তাবে রাজী হতুম। জানি, পয়সায় সব হয়। জানি, তিনি পয়সার জোরে ভূত নাচাতে পারেন,—"

মা ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিলেন "হাঁ। ভূতই নাচাচ্ছেন তিনি!"

"কিন্তু মানুষকে—নয়। দুরাচারীর লাখ্ টাকার চেয়ে, সদাচারীর এক কড়া মনুষ্যত্বের দাম আমার কাছে বেশী।"

মা স্তব্ধ।

তৃপ্তি পুনশ্চ বলিল "লোক-সমাজের পাটোয়ার মহল—যাঁরা অন্যায়ের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করা খুব বুদ্ধিমত্তা বলে মনে করে, তারা আমার এ ধারণাকে বোকামি বলে উপহাস করবে, জানি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, চিরদিন যেন এম্নি বোকাই থাকি। পয়সার দরকার আমার যতই থাক,—"

মুহূর্ত্তের জন্য তৃপ্তি ভাবিয়া লইল। সজোরে বলিল "না, শয়তানের ফাঁদে আমি পা দেব না। সসম্মানে অন্ন জোটাতে না পারি, উপবাস করে সসম্মানে মরব। পৃথিবীর ক্ষমতাশীল বুদ্ধিমান লোকেরা করুক লাঞ্ছনা, করুক আমার হাজার ক্ষতি, হাজার বঞ্চনা। বুঝ্ব সে আমার

কর্ম্মফল! কিন্তু ভুল্‌ব না, আমার ধর্ম্মকে, আমার বিবেককে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব, আমার নিজের!"

মা বলিলেন "বিয়ে করা ত অধর্ম্ম নয়।"

তৃপ্তি উত্তর দিল,—"দিদির মত, দিদির স্বামীর মত অবস্থায়, ধর্ম্মও নয় মা। বর্ত্তমানের ছোট সুবিধাটা আপনারা বড় করে দেখেন। তাই দেখে চলতে গিয়ে কি করেছেন দিদির? হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছেন ত?"

"তবু নিশ্চিন্ত আছি। তার নামে এমন সব কথা শুন্‌তে হচ্ছে না ত? আইবুড়ো নাম ত ঘুচেছে।"

"কিন্তু মরার বাড়া যন্ত্রণা তাকে প্রতিদিন ভোগ করতে হচ্ছে যে। এই সেদিনের ত খরব!—তার ছেলের অসুখ। মালিশের জন্যে তেল ফুটিয়ে নিতে গেছ্‌ল। দৈবাৎ গরম তেলে আঙুলে ফোস্কা পড়ে। সেই অপরাধে আপনার গুণধর জামাই, ক্রুদ্ধ হয়ে কাটারির চোট্‌ মেরে তার চার্‌টে আঙুল উড়িয়ে দিতে কুণ্ঠিত হলেন না। আপনারা সব শুন্‌লেন, কর্‌লেন শুধু হা-হুতাশ, নিষ্ফল কান্না। তারপর "চুপ্‌ চুপ্‌ এখনি লোকে শুন্‌তে পাবে, নিন্দে করবে। লোকে মেয়েটার দুর্নাম দেবে হয়ত।" কথাটা খুব সত্য। অসহায় অত্যাচারিতা সম্বন্ধে এ দেশের লোকের সাধারণ বিচারবুদ্ধি এম্নিই তীক্ষ্ণ! অতএব লোকনিন্দার পথ বন্ধ করা হোল। মেয়েটাও অসহায়ভাবে নির্য্যাতন সয়ে সশরীরে স্বর্গের পথে চল্‌ল। সে অত্যাচারকে বাধা দিতে কোন প্রতিকারের পথই আপনারা দেখ্‌তে পেলেন না।"

তৃপ্তি রুদ্ধকণ্ঠে থামিল।

মা সম্পূর্ণ নীরব। সে নীরবতার অন্তরালে যে নিগূঢ় মর্ম্মবেদনার আর্ত্তনাদ জাগিতেছে, তৃপ্তি সমস্ত হৃদয় দিয়া সেটা গভীর মনঃপীড়ার

সহিত অনুভব করিল। গলা ঝাড়িয়া, শান্ত-স্বরে বলিল "জানি,—এ দেশের মন্দভাগিনী মেয়েদের দুর্গতিতে, হিন্দু-সমাজ-ধর্ম্মাভিমানী বাপ মায়েরা নিরুপায় ভাবে চোখের জল ফেলা ছাড়া কোন কর্ত্তব্য, খুঁজে পান না। তাঁদের দোষ দেবার কিছু নেই হয়ত। কারণ সমাজের বিধি-ব্যবস্থা—এ সব ক্ষেত্রে অত্যাচারীর সপক্ষে। অত্যাচারিতাকে রক্ষা করা, সেখানে ধর্ম্মবিগর্হিত পাপ-বিশেষ! কিন্তু সত্যকার ধর্ম্ম কি তাই? অসহায় নিরপরাধ স্ত্রীলোককে পশুর মত নৃশংসভাবে হত্যা করা—যে ধর্ম্ম সমর্থন করে, সে ধর্ম্ম রাক্ষসের ধর্ম্ম,—পিশাচের ধর্ম্ম! মানুষে তাকে সহ্য করতে পারে না, পারা উচিত নয়।"

প্রচণ্ড বেদনার উত্তেজনায় তৃপ্তির কণ্ঠ আবার রুদ্ধ হইল। চোখের জল সামলাইয়া, ঢোঁক গিলিয়া বলিল "এত বড় অনাচার যদি ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে শিরোধার্য্য করা চলে,—তবে স্বীকার কর্‌তে হচ্ছে, মানুষ বুদ্ধির ভুলে নিজের মনুষ্যত্বকে—সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ শক্তিকেও অস্বীকার করছে।—ভগবান, শুধু জনকতক কাণ্ডজ্ঞানহীনের পশুবৃত্তির অনুকূলে, গোটাকতক আচার অনুষ্ঠান, মাত্র ন'ন্। তিনি সত্যিই ভগবান্। তা যদি না হোত, তাহলে ভগবানের দোহাই দিয়ে পৃথিবীতে যত পাপ, যত অন্যায় হয়েছে,—আর হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়ার দণ্ড এমন নির্ম্মম এমন নিখুঁতভাবে মানুষকে ভোগ কর্‌তে হোত না।"

বেদনার্ত্ত ব্যাকুল-কণ্ঠে মা ডাকিলেন "তৃপ্তি—ওরে—"

মুহূর্ত্ত,—বিচার-তেজস্বী অন্তরের সমস্ত উগ্র কঠিনতা দমন করিয়া তৃপ্তি নম্র কোমল-কণ্ঠে বলিল "কেন মা?"

মশারির ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া মা আবেগরুদ্ধ-স্বরে বলিলেন, "কাছে আয় মা—"

মশারি তুলিয়া তৃপ্তি ভিতরে ঢুকিল। উদ্বিগ্ন-দৃষ্টিতে মার মুখপানে চাহিয়া বলিল "উত্তেজিত হবেন না মা, হাঁপানির ঝোঁক আস্‌বে।"

মর্ম্মভেদী অনুতাপের সহিত আকুল-কণ্ঠে মা বলিলেন "বুক ফেটে শত খান হচ্ছে। তোদের ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কে আমি দিশেহারা হচ্ছি।"

মার কণ্ঠ রোধ হইল। মানসিক উত্তেজনায় কাশিতে কাশিতে উঠিয়া বসিলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্লান্তভাবে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

মার মাথাটি নিজের কাঁধের উপর সযত্নে তুলিয়া মর্ম্মস্পর্শী সান্ত্বনার স্বরে কোমলভাবে তৃপ্তি বলিল "ভগবানের উপর নির্ভর করুন। তাঁর ভার তিনিই বইবেন। মা, একটু গীতা পাঠ কর্‌ব? শুনবেন?"

"থাক এখন। শোন তৃপ্তি, বেশীদিন আর বাঁচব না। এইবেলা বলে নিতে দে। নইলে এর পর সমাজের জুলুম-জবরদস্তির দিক ভেবে বল্‌তে গেলে—হয়ত ভয়ে বল্‌তে পার্‌ব না। হাঁ শুধু—ভয়ে। তোর মুখপানে চাইলে শুধু সে কথা বল্‌তে সাহস হয়। বল্‌ব তোকে?"

উৎকণ্ঠিত হইয়া, তৃপ্তি বলিল "থাক-না এখন। সুস্থ হয়ে পরে বল্‌বেন। হাঁপানির টান ধর্‌ছে।"

উদ্বেগ-ভরা, সংশয়ভীত-দৃষ্টিতে তৃপ্তির দিকে চাহিয়া, মার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। তৃপ্তি সযত্নে নিজের আঁচলে মার চোখ মুছাইয়া দিল। নিজেকে একটু সামলাইয়া মা ধীরে ধীরে বলিলেন "যে সোনায় খাদ মিশানো আছে, সেটা পাকা সোনা নয়। দুঃখের আগুনে তোদের পুড়িয়ে পুড়িয়ে হয়ত বা ভগবান খাদ ওড়াচ্ছেন।"

দৃঢ়-স্বরে তৃপ্তি বলিল "হাঁ মা, এক হিসাবে এই দুঃখের পরীক্ষায় আমাদের মহা কল্যাণ হচ্ছে!"

মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর রুদ্ধশ্বাস সজোরে মুক্ত করিয়া বলিলেন "মা হয়ে সন্তানকে সে কথা বল্‌তে বড় কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু দীপ্তির যন্ত্রণা দেখে শিক্ষা হয়েছে। যদি মনের ওজন ঠিক রাখ্‌তে পার, মনকে জয় কর্‌তে পার,—তাহলে—তাহলে চিরকুমারী ব্রহ্মচারিণী হয়ে থাক। কোর না বিয়ে। অন্ততঃ যতদিন-না মানুষের মত সৎপাত্র জোটে।"

তৃপ্তি ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ। তারপর শান্তভাবে মার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিল "এই কথাই আপনার মুখে শুন্‌তে চাইছি। এতদিন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি যেন আপনার কাছে এই আদেশ পাই। আপনার এই আদেশ, আমার জীবনের পক্ষে ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ।"

মার তখন কথা বলার শক্তি ছিল না। হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া, বড় ক্লেশের সঙ্গে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন।

মাকে ধরিয়া তৃপ্তি ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিল। সুকোমল অনুনয়ের স্বরে বলিল "এবার ঘুমোন মা।"

মা কথা কহিলেন না।

তৃপ্তি মায়ের পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সতর্ক কর্ণে মার নিশ্বাসের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ক্রমশঃ স্বাভাবিক হইয়া আসিল। তন্দ্রাজড়িত স্বরে মা বলিলেন "শোও গে তৃপ্তি।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তৃপ্তি নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

৭

তৃপ্তির সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর, দিন দুই দেবেন্দ্র বাড়ী ঢুকিল না। তার পরে বাড়ী আসিতে লাগিল, শুধু জামা কাপড় বদলাইবার জন্য। স্নান করিবার জন্য। খাইতে লাগিল ছোটবাবুর বাড়ীতে। রাত্রিযাপন করিত কোথায়, কেহ জানে না।

শোনা গেল, পাড়ায় তুমুল নিন্দার ঢেউ উঠিয়াছে—ভগিনীকে জীবিকা অর্জ্জনের অসম্মানজনক কাযে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া দেবেন্দ্র আপত্তি তুলিয়াছিল। উত্তরে মা ও ভগিনী তাহাকে মর্ম্মান্তিক কটূক্তি শুনাইয়া, অপমান করিয়াছেন, সেই দুঃখে সে বাড়ীতে আহার-নিদ্রা ছাড়িয়াছে। ভবঘুরের মত লোকের দুয়ারে দুয়ারে বেড়াইতেছে, এবং মা ভগিনীদের দুঃসহ নীচ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিস্তর মিথ্যা যোগ দিয়া অনেক কদর্য্য কথা বলিতেছে।

কাণ্ডজ্ঞানহীন, লঘুচেতা, অসংযতভাষী দেবেন্দ্র কি দরের মানুষ, অনেকেই সেটা বিচার করিলনা। মা, ভগিনীর কুৎসিত আচরণের যে ব্যক্তি স্বয়ং প্রামাণ্য সাক্ষী, তাহার কথা অবিশ্বাস করিবেই বা কে? বাহিরের লোক বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করিল। বৈঠকে বৈঠকে, মজলিসে মজলিসে এ বাড়ীর কুৎসাকাহিনী শতগুণে অতিরঞ্জিত হইতে লাগিল। ভীষণ আন্দোলন চলিতে লাগিল।

শুধু বিশ্বাস করিলনা তাঁহারা,—যাঁহারা ইহাঁদের বিশিষ্টরূপে চিনিতেন।

জ্যাঠামহাশয় অনুপমের মার্ফৎ দেবেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

দেবেন্দ্র ভয়ানক উদ্ধতভাবে অপমান করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। মা-ভগিনীকে শুনাইয়া শুনাইয়া শাসাইল—'পাড়া প্রতিবেশীদের কাহারও সঙ্গে যদি তাঁহারা কোন সংশ্রব রাখেন, তবে সে ভয়ানক কাণ্ড করিবে।'

—অর্থাৎ বহির্জগতের সঙ্গে মা-ভগিনীর সমস্ত সংশ্রব বিচ্ছিন্ন হইলে, দেবেন্দ্রের চরিত্রগত কদর্য্যতার কোন সংবাদ তাঁহারা পাইবেন না, বাড়ীতে দেবেন্দ্রের চক্ষুলজ্জার অস্বস্তি থাকিবে না। এবং সে অকুতোভয়ে মা-ভগিনীর যে সব কুৎসা করিবে, সে মিথ্যার প্রতিবাদ করিতে,—সাহসের সহিত সত্য কথা বলিতে বাহিরমহলে কেহ থাকিবে না। থাকিলে, ছলে, বলে, কৌশলে তাহাকে পরাস্ত করিবে।

মা স্বভাবতঃ ভীরু প্রকৃতির মানুষ। দেবেন্দ্রের নির্লজ্জ ইতর ব্যবহারে লজ্জায় ঘৃণায় মুস্‌ড়াইয়া পড়িলেন। সুধা রাগিয়া, কাঁদিয়া, অস্থির হইল।

তৃপ্তি অতি কষ্টে মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া অটল ধৈর্য্যে স্কুলের কায করিতে লাগিল। সেখানে তাহার কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা হইল, কিন্তু তবু নিস্তার পাইল না। সহসা তাহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কুৎসাবাদ প্রচার করিয়া স্কুলকর্ত্তৃপক্ষের কাছে বেনামী দরখাস্ত যাইতে লাগিল। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ তদন্ত করিলেন। মিথ্যা প্রমাণ হইল। প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে ডাকিলেন, তৃপ্তিকে ডাকিলেন। উভয় পক্ষে অনেক কথা হইল। তার-পর স্কুলের সেক্রেটারী, স্বহস্তে বেনামী দরখাস্তগুলা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

পরের মাসে কার্য্য-নৈপুণ্যের জন্য তৃপ্তির দশ টাকা মাহিনা বাড়িল। তখনও বেনামী দরখাস্ত যাইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষের কড়া হুকুমে সেগুলা না পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইতে লাগিল।

তৃপ্তি কর্ত্তব্যপালনে অটল রহিল। তাহার কঠিন অবহেলা লক্ষ্য করিয়া শত্রুপক্ষ বলিল "গর্ব্বিত মেয়ে!" মিত্র পক্ষ বলিল "ধৈর্য্য বটে!"

নানা দুঃখ-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া আরও কয়মাস কাটিল? ক্রমে দেবেন্দ্রের রাগ পড়িল। মা-ভগিনীর সহিত আপোষ-রফা করিল, 'অতঃপর তাহার চালচলনের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিবে না।' তার-পর সে আবার বাড়ীতে আহার নিদ্রার ব্যবস্থা বহাল করিল।

কিন্তু লোকচক্ষে তৃপ্তিকে হেয় করিবার জন্য সে, যে কলঙ্ক-কুৎসা ছড়াইয়াছিল, এক শ্রেণীর অপরিচিত মহলে তাহা চিরস্থায়ী হইয়া রহিল। মাঝে মাঝে পরিচিতদের মার্ফৎ অপরিচিত মহল হইতে কদর্য্য নিন্দাবাদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিট্‌কাইয়া আসিত।—দাহন জ্বালায় তৃপ্তির অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইত। কিন্তু তখনই ক্ষুধার্ত্ত ছোট ভাই বোন দুটির মুখপানে চাহিত,—জরাজীর্ণ জননীর রোগের পথ্য যোগাড়ের কথা মনে পড়িত,—তৃপ্তি আত্মসম্বরণ করিত। হায়রে,—ছোটদা নিজের উপার্জ্জনের অর্থ আমোদপ্রমোদে যথেচ্ছাচারে নষ্ট করিতেছে, ইহাদের মুখপানে চায়না। তৃপ্তি অতি-দুঃখে যে অন্ন সংগ্রহ করিতেছে, ছোটদা তাহাতেও ধূলামুঠা দিতে চায়! বুঝিতেছে না, কাহার সঙ্গে শত্রুতা করিতেছে?—

সেদিন কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে স্কুল বন্ধ ছিল। সুধাকে লইয়া বৈকালে বেলাবেলি রাত্রের জন্য তৃপ্তি খাবার করিতেছিল। মার শরীর ভাল নাই।

রুটি বেলিতে বেলিতে সুধা বলিল "আচ্ছা ভাই মেজদি, লোকে যে বলে "বোবার শত্রু নেই—কথাটা ঠিক কি?"

অন্যমনস্কভাবে তৃপ্তি বলিল "লোকে ত বলে 'ঠিক'।"

"লোকের কথা নয়। আমি মাথাওলা লোকের কথা শুন্‌তে চাই। তোমার মত কি ?"

"হাসালি সুধা! বেছে বেছে বেশ মাথার উপর মুরুব্বিয়ানার ভার দিলি! আমি মাথাওলা ?"

"নাঃ তুমি কেন ? পাড়ার মধ্যে মাথাওলা লোক,—শুধু ছোটদার ভক্তিভাজন ছোটবাবু আর ও-বাড়ীর ওই গোবদা ঠাক্‌রুণ!"

সবিস্ময়ে তৃপ্তি বলিল "সে আবার কে ?"

তাচ্ছিল্যের সহিত সুধা বলিল "ওই যে গো ছোটবাবুদের ওই জজ গিন্নি বোন। স্বামীর ব্যাঙ্কের অগাধ টাকার মালিক তিনি, কাযেই যাকে যা বলেন তাই সাজে। কিন্তু জজ স্বামীর বিচার বুদ্ধির কাণাকড়ির যদি মালিক হতেন, সমাজেব উপকার হোত। ওঁরা ওই গোব্‌দা চেহারার জন্যে গোব্‌দা ঠাক্‌রুণ ছাড়া আর কিছু বল্‌তে আমার ইচ্ছে হয় না।"

"খন্তির বাড়ী পিঠে বসাব ঘা কতক ? ইস্কুলি-বাচালতা দেব ছির্‌কুটে ? পরচর্চ্চাপ্রিয় বাঁদর মেয়ে! রুটিগুলোর হাত পা বেরুচ্ছে, চোখ চেয়ে ছাখ্‌।"

সাবধানে বেলুন ঘুরাইয়া রুটির ত্রুটি সংশোধন করিতে করিতে সুধা দুঃখিতভাবে বলিল "আমি সত্যি কথা বল্‌লেই—পরচর্চ্চা। কিন্তু ওঁরা যে আমাদের নামে কত কত মিথ্যে কথা গড়ে গড়ে ঘরে ঘরে আরব্যোপন্যাস শুনিয়ে বেড়াচ্ছেন—"

"তার জন্যে দায়ী কে ? ছোটদা যদি মিথ্যা কুৎসা না করত—" থামিয়া তৃপ্তি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, "সুধা, বিচলিত হোস্‌ নে।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস,—সত্য একদিন-না-একদিন প্রকাশ হয়-ই, পাপের ফল একদিন-না একদিন ফলেই। যে যা করে সুখী হয়, হতে দে।···নিজের স্বভাবকে সৎভাবে গড়ে পিটে ঠিক কর,—দেখ্‌বি বিচারবুদ্ধি আপনি সচেতন হবে। যতক্ষণ মানুষ তার দুর্ব্বুদ্ধিকে দুষ্প্রবৃত্তিকে শাসন কর্‌তে না শেখে,—ততক্ষণ তার মনুষ্যত্ব লাভের কল্পনাই ধৃষ্টতা।—”

চুপ করিয়া সুধা ভাবিতে লাগিল। রুটি বেলা শেষ হইলে চাকা বেলুন যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া বলিল, “যাব মেজদি মা সরস্বতীকে দর্শন করতে?”

তৃপ্তি বলিল “মার হাঁপানির টানটা বেড়েছে। একটু সতর্ক থাকিস্। মণি যদি দৌরাত্ম্যি করে, সরিয়ে নিস। মার দোরগোড়ায় বসে পড়াশুনা করগে।”

সুধা উপরে গেল। একটু পরে ব্যথিত বিমর্ষমুখে আবার নীচে আসিল। তৃপ্তি বলিল “মা কেমন?”

“ঘুমুচ্ছেন, মণিও। মেজদি, ছোটদার টেবিলে কালকের খবরের কাগজ একটা আছে, দেখেছ?”

“না, কেন?”

“একটা সাংঘাতিক খবর বেরিয়েছে। আদালতে মামলা রুজু হয়েছে।—” চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সুধা ভীত-নিস্তেজ-কণ্ঠে বলিল একজন বি-এ, পাশ মেয়ে, তোমাদের কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছিল, তার স্বামী একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক। কলকাতার—”

সুধা ঢোঁক গিলিয়া, থামিয়া থামিয়া জানাইল—একজন প্রসিদ্ধ অর্থ-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কদর্য্য অভিযোগ আনা হয়েছে। মেয়েটি নাকি সেই লোকটির কুহকে পড়িয়া, চরিত্রগত পবিত্রতা নষ্ট করেছে।

আরও এমন সব কুৎসিত দুঃসাহসিক কাণ্ড করিয়াছে, যাহা তৃপ্তির সামনে উচ্চারণ করিতে সুধা কণ্ঠিত।

তৃপ্তি ভিতরে ভিতরে স্নায়বিক অবসন্নতা বোধ করিল। যাহাদের জানে না, চেনে না,—তাহাদের সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ধারণা মনে স্থান দেওয়া ভুল। কিন্তু যদি সত্য হয়—?

মনে পড়িল মারী করেলির উপন্যাসের সাক্ষ্য। হউন মারী করেলি ঔপন্যাসিক,—তবু তাঁহার মধ্যে যে উচ্চ তপস্যাপূত, নির্ম্মল-সুন্দর সত্যনিষ্ঠ প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে কপটতা নাই। তথা-কথিত সম্ভ্রান্ত সমাজের একশ্রেণীর ঈশ্বর-বিদ্বেষী, ব্যভিচার গর্ব্বিত, নরনারীর যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তার প্রত্যেকটি অক্ষরে ভয়াবহ সত্যের বজ্র-ঝঙ্কার স্পষ্ট শোনা যায়। সমাজের সে ঘৃণ্য কলুষ, লেখিকার মর্ম্মভেদ করিয়া বেদনার রক্তগঙ্গা বহাইয়াছে। লেখিকা সত্যের অনুরোধ'—সুদৃঢ় তর্জ্জনি-সঙ্কেতে সরলচিত্ত নরনারীকে পাপের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছেন।

এ রকম অনেক শিক্ষাই ত অনেক সাধু-প্রকৃতির ব্যক্তি জগতে প্রচার করিয়াছেন। শিক্ষিতসমাজের সকলেই ত সে কথা জানে।

তৃপ্তি নিশ্বাস ফেলিল,—কি লাভ হইল সে শিক্ষায়?

সুধা ভয়ে ভয়ে বলিল "এর পর মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার সাহস ক'জন বাপ মায়ের থাক্‌বে? যে সব মেয়ে দুঃখে-কষ্টে অনেক কিছু ভাল শিখ্‌তে পারতো,—ভাল কায করতে পারতো, তারা এবার ডুব্‌ল।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তৃপ্তি বলিল "আভ্যন্তরিক ইতর-প্রবৃত্তি যাদের সব চেয়ে প্রিয়,—কদাচার তাদের অস্থি-মজ্জায় জড়িত। শিক্ষা তাদের ব্যর্থ। অপরের নয়।"

"পাশব-লালসাই ওদের কাছে পরমার্থ।"

তারপর দুজনে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ।

নিশ্বাস ছাড়িয়া তৃপ্তি আপন মনে বলিল "এক শ্রেণীর মানুষ আছে,—শিক্ষা তাদের মনুষ্যত্বকে জাগাতে পারে না, শয়তানি প্রবৃত্তিকে শাণিত করে মাত্র। তারা শয়তানের মতই ভয়ঙ্কর শক্তিশালী। শয়তানের মতই ভয়াবহ প্রভাবশীল। হাঁ, রাজা, রাজ্য, ভাঙা-গড়ায় এদের ক্ষমতা যথেষ্ট। ধর্ম্মের মুখে এরা সদম্ভে কালী মাখায়, নীতির মাথায় সগর্ব্বে পদাঘাত করে। পৃথিবী স্তম্ভিত মুগ্ধ হয়, এদের যাদুবিদ্যার জোর দেখে। এরা অনেক কিছু অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা রাখে।"

শুষ্ক রুদ্ধকণ্ঠে সুধা বলিল "আর—আর ঐ শিক্ষিতা বি, এ, গ্র্যাজুয়েট মেয়েটি? এই কদাচারে ওর বাপ-মায়ের সমর্থন পেলে কি করে? স্পষ্ট প্রমাণ দেখাচ্ছে, বাপের বাড়ীর তরফ থেকে সে অবাধ স্বেচ্ছাচারে প্রশ্রয় পেয়েছিল।"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া তৃপ্তি কি একটা কথা বলিতে গিয়া সামলাইয়া লইল। একটু থামিয়া বলিল "বুঝ্‌বি না সুধা, বুঝ্‌বি না। বড় ছেলেমানুষ তুই। আমারি মাথায় ঢোকে না, ধারণায় কুলোয় না,—বিশ্বাস কর্‌তে বুক দমে যায়, পয়সায় সব কেনা যায়,—সব! ওরে, লোকে যে আমার নামে, আমার মার নামে মিথ্যা কুৎসায় বিশ্বাস করে, তার জন্যে কাউকে দোষ দিইনে। ওই ত লোকসমাজে চোখের সামনে ওই সব জঘন্য উচ্ছৃঙ্খলতার প্রমাণ বিদ্যমান! কেন তারা আমার মত গরীব ক্ষুদ্রপ্রাণীকে বিশ্বাস কর্‌বে?"

সুধার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

৮

কয়দিন হইতে মার জ্বর আসিতেছে। হাঁপানি বাড়িয়াছে। তৃপ্তি দেবেন্দ্রকে বলিল "ডাক্তার ডাক।"

দেবেন্দ্র বাহির হইয়া যাইতে যাইতে তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল "বারমেসে রোগ। ডাক্তার ডেকে কেবল খর্‌চা বাড়ানো।"

তৃপ্তি বলিল, "খর্‌চা, আমার মাইনে থেকে দেব। তুমি শুধু 'কল' দাও।"

"দেখা যাবে।" বলিয়া দেবেন্দ্র চলিয়া গেল।

পাঁচ সাতদিন পরে দেখা গেল, ডাক্তার আসিল না। তৃপ্তি পুনশ্চ তাগাদা দিল। দেবেন্দ্র অকস্মাৎ উদ্ধতভাবে রুখিয়া বলিল "আমার সময় নেই। পার তো নিজেরা বাহাদুরি করগে।"

অর্থাৎ রুগ্না জননীর চিকিৎসা—অশাস্ত্রীয়, অবৈধ, বাহাদুরী মাত্র!

মা ধিক্কারভরে বলিলেন "থাক তৃপ্তি।"

বাস্তবিক বাড়ীর একমাত্র পুরুষ অভিভাবকের মতের বিরুদ্ধে ডাক্তার ডাকিতে, চিকিৎসা করাইতে, তৃপ্তির সাহস হইল না। পাড়ার প্রবীণ ভদ্রলোক কাহাকে ডাকিয়া, ডাক্তারের বন্দোবস্ত করিতে বলিতেও ভয় হইল। দেবেন্দ্রের মতামত সুস্পষ্ট, দুর্ব্ব্যবহারে সে অকুণ্ঠিত। জ্যাঠা-মহাশয়ের অপমান প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তিনি এখন কাশীতে। বলেই বা কাহাকে?

দুর্ভাবনায়, নিরুপায় ক্ষোভে, জননীর যন্ত্রণাভোগ দেখিতে লাগিল। হায়, সে বা সুধা যদি মার পুত্র হইত!···

নিরুপায়! কয়দিন নিশ্চেষ্টতায় কাটিল।

সেদিন রাত্রে শশব্যস্তে বাড়ী ঢুকিয়া দেবেন্দ্র বলিল "সুধা, আজ শিবরাত্রি। বায়স্কোপে পাঁচটা ফিল্ম দেখাচ্ছে, যাবি? সারারাত হবে।"

বিরসমুখে সুধা বলিল "পয়সার অভাবে মার চিকিৎসে হচ্ছে না, বায়স্কোপে যাব কি?"

ভয়ে সে বলিতে পারিল না ডাক্তারকে ডাকা অভাবে বিনা চিকিৎসায় মা যন্ত্রণা পাইতেছেন।

উৎসাহের সহিত দেবেন্দ্র বলিল "পযসা লাগবে না—চ'।"

"পাগল হয়েছ ছোটদা। মা পড়ে আছেন। রাত্রে তিনবার উঠে দেখ্‌তে হয়। আজ জ্বরটাও বেড়েছে, সারাদিন উঠ্‌তে পারেন নি।"

বাধা দিয়া দেবেন্দ্র বলিল "হোক হোক, একটা রাত বৈ ত নয়। তুই, তৃপ্তি দুজনেই চ'—চমৎকার ফিল্ম। এক রাতে এতগুলো আর দেখাবে না।"

তৃপ্তি নির্ব্বাক-বিস্ময়ে ছোটদার বদান্যতার আকস্মিক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিতেছিল। ধীরে বলিল "আর কে যাবে?"

"কেউ না। ছোটবাবু বক্স রিজার্ভ করেছিলেন, ক'জন বন্ধুর যাওয়ার কথা ছিল বলে। কেউ গেল না তারা। তাই আমাকে তিনটে সিট্ দিলেন। শীগ্‌গির তৈরী হ'। খাওয়া না হয় নেই হবে, ওখানে পেটভরে চপ্‌ কাটলেট্ খাওয়াব।"

"তাঁর খরচায়?"

সদম্ভে দীর্ঘচ্ছন্দে দেবেন্দ্র বলিল "নিশ্চয়!"

"গাড়ী?"

"ছোটবাবু মোটর দেবেন। চল্ চল্ শীগ্রি, কাপড় চোপড় পরে নে।"

কি একটু ভাবিয়া তৃপ্তি বলিল "আচ্ছা খেতে বস।"

তীব্র তাচ্ছিল্যের সহিত দেবেন্দ্র বলিল "ধেৎ, কি-এক ঘেয়ে খাওয়া, পুঁই-চচ্চড়ি ভাত! আমার রুচি হয়না। তার চেয়ে চ'—ওখানে মুখ বদ্‌লানো যাবে।"

"পরের পয়সায়? সে ত বিশ্রী লোভ!"

"তা নইলে আরাম কি? বড়লোকের ছেলেরা তুহাতে টাকা ওড়ায়, চালাক লোকেরা মাঝে থেকে স্ফূর্ত্তি করে।"

তৃপ্তির জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল, সেরূপ চালাকি কি ইতর প্রবৃত্তির পরিচয় নয়? কিন্তু চাপিয়া গেল।—দেবেন্দ্রের বিবেচনাশক্তিকেও জানে, ধৈর্য্যকেও চেনে।

বলিল "পুঁইশাক ভাত নয়। রুটি তরকারি হয়েছে, খেয়ে নাও।"

হাতঘড়ি দেখিয়া দেবেন্দ্র বলিল, "সময় নেই। শীগ্রি জামা কাপড় পরো। গাড়ী আস্‌ছে।"

"খাবে না?"

"না—না। কতবার বল্‌ব? তৈরী হও। কতক্ষণ পরে গাড়ী আস্‌তে বল্‌ব? আধঘণ্টা?"

"দরকার নেই। যাব না আমরা।"

"মানে?"

"মার অসুখ।"

"বেশ, কালই ডাক্তার আন্‌ব, কথা দিচ্ছি।"

"মাফ কর। আমাদের ঢের কায। বায়স্কোপে যাওয়ার সখও নেই, সময়ও নেই।"

গরম হইয়া দেবেন্দ্র বলিল "তাহলে এতক্ষণ ধরে হেঁয়ালি করার মানেটা কি ?"

"হেঁয়ালি করি নি। শুধু খোঁজ খবরটা নিয়েছি।"

জেদের সহিত দেবেন্দ্র বলিল "কেন নিলে ? যেতেই হবে তোমাদের। আমি কথা দিয়ে এসেছি।"

"আহাম্মকি তোমার ! আমরা যেতে পার্‌ব কি না, আগে জিজ্ঞাসা করে কথা দেওয়া উচিত ছিল।"

"অত মশাই-মশাই হুজুর-হুজুর করা আমার পোষাবে না। আমার স্পষ্ট কথা, যেতেই হবে তোমাদের !"

"জুলুম ! যাও ছোট্‌দা, বাড়াবাড়ি কোর না। মা পড়ে ধুঁক্‌ছেন, আজ খেতে কালকের সংস্থান নেই। আমাদের পক্ষে পরের পয়সায় মোটর চড়ে বায়োস্কোপ দেখার লোভ, শুধু ধৃষ্টতা নয়—রীতিমত উঞ্ছপ্রবৃত্তি !"

"উঞ্ছপ্রবৃত্তি কিসের ? আমি কি যেচে যাচ্ছি ? তিনি নিজে থেকে খাতির করে নিয়ে যাচ্ছেন।"

"তাঁর অযাচিত অনুগ্রহকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা এর যোগ্য নই—"

"তিনি কি এতই 'ফুল্' যে, যোগ্য কি না সেটা না বুঝেই খাতির করছেন।"

"আমার সন্দেহ তাই। কিন্তু থাক তর্ক, আমাদের সময়াভাব। বায়োস্কোপে যাইও না, যাবও না,—এই কৈফিয়ৎই ভাল। নে সুধা, মণির দুধটা।—মাকে সাবু খাইয়ে আসি চ'।"

দেবেন্দ্রের ধৈর্য্য লোপ হইল। দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিল "উঃ, কি

হিংস্র ক্রূর প্রকৃতির মেয়ে তুমি! আচ্ছা, এর প্রতিফল তোলা রইল। সুধা তুই যাবি?”

সুধা বুঝিল বিপদ আসন্ন। সকাতরে বলিল “না ছোটদা, আমার মাথা টন্‌টন্ করছে।”

“চল্, গাড়ী করে বেড়িয়ে আনি। মাথাধরা ছেড়ে যাবে। চল্, তোকে বায়স্কোপে যেতেই হবে।”

কাঁদ কাঁদ হইয়া সুধা বলিল “বা রে, মাথাধরা কে বল্‌লে? মার জন্যে রাত জাগ্‌তে হয়, ঘুমুতে পাইনে,—মাথা টন্‌টন্ করছে। রাত জাগ্‌লে ত আরও বাড়বে। মোটরে বেড়ালে—হাওয়ার ঝাপ্টায় ঠাণ্ডা লেগে জ্বর জ্বালাও ত হতে পারে।”

“মানে? যাবে না। তুমিও? উঃ, সব ষড়যন্ত্র! বুঝেছি! অধঃপাতে গেছ, মতিচ্ছন্ন ধরেছে তোমাদের! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌লে! মরগে!”

সক্রোধে দেবেন্দ্র প্রস্থান করিল। সুধা ছুটিয়া গিয়া দুয়ারে খিল বন্ধ করিয়া আসিল। হাঁফ ছাড়িয়া বলিল “বাঁচা গেল বাবা, মোটরে বেড়িয়ে মাথাধরা ছাড়াব, এত দামি মাথা আমার নয়। হঠাৎ বায়স্কোপের হুজুগ কেন?”

তৃপ্তি চিন্তাকুলমুখে বলিল “ভাব্‌ছি তাই। ছোটদার শেষের কথাগুলা আমার মনে ঘা দিয়েছে। ওর উল্টো দিকটা চোখে পড়্‌ছে।”

সন্দিগ্ধ হইয়া সুধা বলিল “কি বলত? এই সব লোভ দেখানোর পিছনে কোন শয়তানি ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতা আছে কি?”

ওঁদের প্রকৃতিগত বিশেষত্বটা আগাগোড়া ভেবে ছাখো দেখি! কি মনে হয়?”

সুধা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ধীরে ধীরে বলিল “গলায় দড়ি

দিয়ে মরা ভূতেরা চায়, সবলোক গলায় দড়ি দিয়ে মরুক, ভূত হোক। তারা সঙ্গী পাক। ছোটদাও কি তাই চাইছে?"

"Goodnessকে পৃথিবীর কলুষিত Badness সহ্য কর্‌তে পারে না—এ তত্ত্ব সাংঘাতিক সত্য। একটা লম্পট ধনীর কুৎসিত অনুগ্রহের কাছে যে আত্মবিক্রয় করেছে, ঘৃণিত ইন্দ্রিয়-বিলাসিতায় যে মাতোয়ারা—নিজের বোনেদের পবিত্রতা-সম্মান বেচা, তার পক্ষে অসম্ভব কি?"

অস্ফুট আর্ত্তনাদসহ সুধা বলিল "মোটে না।···অধঃপাতে গেছে, মতিচ্ছন্ন ধরেছে ওরই! না মেজদি, ওকে আর বিশ্বাস করা উচিত নয়। চল, মাকে সব বলে দিই।"

তৃপ্তি কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া ভাবিল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মা যদি আজ না-বেঁচে থাকতেন?"

"তাহলে নিজেদের আত্মরক্ষার দায়িত্ব নিজেদের নিতে হোত।"

"তাই কর্‌তে হবে—এক্ষেত্রে। মা তো রোগে শোকে ভয়ে মরেই আছেন। ওঁর উপর নির্ভর কর্‌লে আরও বিপদ বাড়্‌বে।"

মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের স্বরে সুধা বলিল "উঃ মার পেটে জন্মে, ছোটদার এমন নীচপ্রবৃত্তি কেন হোল? ভদ্রবংশে এমন কুলাঙ্গারও জন্মে?"

"ওর কর্ম্মফল! কর্ম্মদোষেই কুসঙ্গ জুটেছে, বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। আমাদের ভয়ানক দুঃসময় পড়েছে সুধা। বিপদের সঙ্গে লড়্‌বার জন্যে এখন সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। খুব সাবধানে চলিস্‌।"

৯

বাহিরের ঘর-দুইখানার ভাড়াটেরা কয়মাস ভাড়া দিতে পারে নাই। দেবেন্দ্রকে আদায়ের জন্য বলিলে জবাব দেয় "তাগাদা করিবার সময় নাই।"

তৃপ্তি ঝি'এর মার্ফৎ টাকার তাগাদা করিল। তাহারা "আজ নয়, কাল" বলিয়া টাল বাহানা করিতে লাগিল। শেষে বলিয়া পাঠাইল দু একদিনের মধ্যে সব টাকা একসঙ্গে দিবে।

উহাদের কাছে একশো টাকা পাওনা হইয়াছে। তৃপ্তি স্থির করিল, টাকা পাইলেই বাড়ীর ট্যাক্স দিয়া মার দেনাপত্র কতক শোধ করিবে। নিজের মাহিনার চল্লিশ টাকা হইতে সংসার চালাইবে।

তিন চারদিন কাটিয়া গেল। তাহারা টাকা দিল না।

দুইদিন হইতে দেবেন্দ্র নিরুদ্দেশ। আজকাল সে এমনভাবে প্রতি হপ্তায় দুই চারিদিন নিরুদ্দেশ থাকে। ব্যাপারটা সকলের গা-সহা হইয়া গিয়াছে।

শনিবারে স্কুল হইতে ফিরিয়া তৃপ্তি ভাড়াটেদের বুড়া কর্ত্তাকে ডাকিয়া পাঠাইল।

কর্ত্তা বাড়ীর ভিতর কখনও আসিত না, ডাক শুনিয়া আজ আসিল। পাঁচটি টাকা দিয়া নমস্কার করিয়া বলিল "এই নিন মা বাকী পাঁচ টাকা। রসিদ দিন।"

আশ্চর্য্য হইয়া তৃপ্তি বলিল "আর পঁচানব্বই?"

ভাড়াটে বলিল "সে ত পশু দেবেনবাবু হাত-রসিদে আদায় করে নিয়েছেন।"

ভাড়াটে রসিদ দেখাইল।

বুঝিতে বাকী রহিল না টাকা হাতে পাইয়াই দেবেন্দ্র নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আর বাড়ী ঢোকে নাই। পূর্ব্বে ভাড়ার টাকা আদায় হইলে সে দশ পনের টাকা নিজের খরচ বলিয়া লইত, বাকী টাকা মাকে সংসার-খরচের জন্য দিত।

কিন্তু এবার?

ভয়ানক হতাশা বোধ হইল।

তৃপ্তির মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া ভাড়াটে বৃদ্ধটি বলিল "বাবু কি গিন্নিমাকে সে টাকা দেন নি?"

ঘরের কথা বাহিরের লোকের কাছে প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ হইল। প্রশ্নটা যেন শুনিতে পায় নাই, এমনি ভাবে তৃপ্তি রসিদ লেখায় মনোযোগ দিল।

লোকটি নিজের মনে বলিতে লাগিল "বাবুর অনেক বড়লোক বন্ধু জুটেছে। ওদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলা কি গেরস্ত লোকের সাজে? "কোথায় কোন বাইজি ভাল গান গায়,—চলো সবাই! রোজ একশো টাকা করে খরচা।"—ওরা এই হুজুগ দশ দিন কর্‌ছে, কাযেই বাবুকেও একদিন খরচ দিতে হয়। গিন্নিমাকে যদি টাকা না দিয়ে থাকেন, তবে ওতেই গেছে।"

তৃপ্তির কাণ লাল হইয়া উঠিল। কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিল "বাবা, একটি উপকার কর। মোড়ের মাথায় ওই যে বুড়ো ডাক্তারটি থাকেন, ওঁকে একবার ডেকে আন। আমার মার অসুখ করেছে।"

"দেবেন বাবু কোথা? আজ ত শনিবার। আপিস থেকে আসবেন কখন?"

"ঠিক নেই। তুমি বাবা ডাক্তারকে আন।"

বৃদ্ধ চলিয়া গেল। একটু পরে ডাক্তারকে লইয়া আসিল। দীর্ঘ-কালের পরিচিত পারিবারিক চিকিৎসক। দু চারিটা প্রশ্নের পর মাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "দেবেন কই? ইনি এত ভুগছেন, আরও আগে আমায় খবর দেয় নি কেন? পর্শু দেখা হোল, বল্লে মা বোন ভাই সবাই ভাল আছে। আশ্চর্য্য ত?"

তৃপ্তি চুপ করিয়া রহিল। সুধার অন্তর জ্বলিতেছিল। বলিয়া ফেলিল "ছোটদা নিজের আমোদ-প্রমোদ নিয়ে আত্মহারা। মা অসুখে ভুগছেন, তাতে তার কি? মেজদি দশদিন তাগাদা দিচ্ছে আপনাকে ডাক্‌বার জন্যে, তা গ্রাহ্যই করে না। কি করি ডাক্তারবাবু, আমরা নিরুপায়।"

"দেবেনের কর্ত্তব্যজ্ঞান বেশ! মহাদেব বাবুর বৈঠকখানায় প্রায়ই পড়ে থাকে, দেখি। ও বাড়ীরও রোগীর তদ্বিরের ব্যবস্থা এম্নি। আমোদের হুল্লোড়ে কর্ত্তাদের হাতী গলে যায়, কিন্তু বাড়ীর কেউ খাবি খেয়ে মরে গেলেও—মশার জন্যে ফাঁদ পাতেন। খরচের ভয়ে—না বদ্যি, না ওষুধ, না পথ্যি! দুটো ছেলে মেয়ে ছ-মাস ধরে ভুগে সারা হচ্ছে, ওষুদ খাওয়াবে না। চিকিৎসেয় টাকা খরচ হলে,—না কি ওঁদের পুণ্যের ঘরে পাপ ঢোকে! অদ্ভুত ধর্ম্মজ্ঞান!"

"হাঁ, কিন্তু মানুষের আর পশুর ধর্ম্মের পার্থক্য আকাশ পাতাল। আচ্ছা মার ওষুদটা পাঠিয়ে দেন, দামটা নগদ দিচ্ছি।"

ফি ও ঔষধের দাম লইয়া ডাক্তার প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণ পরে ঔষধ আসিল। ব্যবস্থামত ঔষধ-পথ্য চলিল।

রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত তৃপ্তি খাবার লইয়া বসিয়া রহিল। দেবেন্দ্র বাড়ী আসিল না।

পরদিন রবিবারেও তাহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

কঠিন নিষেধ, তাহার গতি-বিধির সন্ধান কেহ লইতে পাইবে না। যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে কেহ প্রতিবাদ করিবে না। অতএব মনে মনে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হইলেও তৃপ্তি কোন সন্ধান লইতে পারিল না। শুধু জ্যাঠাইমার কাছে গিয়া চুপি চুপি জানাইয়া আসিল—অনুপমদা' যদি দৈবাৎ কোথাও সন্ধান পান, সঙ্গে সঙ্গে যেন তৃপ্তিকে জানান।

মার জ্বরটা কেমন বাঁকা বোধ হইল। সর্ব্বদা আচ্ছন্ন নিঝুম। ডাক্তার প্রতিদিন দেখিতে আসিয়া বারবার দেবেন্দ্রের সন্ধান লইতে লাগিলেন। স্বয়ং মহাদেব বাবুর বাড়ীতে গিয়া খোঁজ লইলেন। শোনা গেল, বিশেষ কারণে মহাদেববাবুর সঙ্গে দেবেন্দ্রের সম্প্রতি কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। দেবেন্দ্র আর সেখানে যায় না, তাঁহারাও দেবেন্দ্রের কোন খোঁজ খবর রাখেন না।

ছোটবাবুর মোসাহেবরা বিদ্রূপ করিয়া জানাইল দেবেন্দ্রের মনে বিবেক-বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। সংসারের সংশ্রবে সে আর থাকিতে চায় না। তাই কয়জন পরম-সাধু বারবনিতার সঙ্গে মদমত্ত হস্তীর ন্যায় সদর্প-গমনে,—বদরিকাশ্রমে সাধন করিতে গিয়াছে।

তৃপ্তির বুক ভাঙিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল, 'ছোটদার মন এখন মদমত্ত হস্তীই বটে!'

মার সামান্য মতের চিকিৎসার সামান্য খরচ জোটানোও ক্রমে দুর্ঘট

হইয়া উঠিল। ট্যাক্সওলা বাড়ীর ট্যাক্সের তাগাদা দিতে লাগিল। চারিদিকে অভাবের হাহাকার উঠিল। গয়লা মুদি ঝি কেহ প্রাপ্য পাইতেছে না। সুধার স্কুলের মাহিনা জুটিতেছে না।

দণ্ডে দণ্ডে তৃপ্তি অসহায় বালিকার মত ব্যাকুলতা বোধ করিতে লাগিল। না, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে আর সে যুঝিতে পারে না। মা রোগে অচৈতন্য, ভাই নিশ্চিন্ত আরামে নিরুদ্দেশ। পাড়া-প্রতিবেশীর সাহায্য লইলে দেবেন্দ্র রক্ষা রাখিবে না। নূতন চাকরিতে কামাই করিলে ভাই বোন দুটি অনাহারে মারা যাইবে, পথ্যের অভাবে মাকে হত্যা করা হইবে।—একা স্ত্রীলোক সে, করে কি ?

অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণায় সময় কাটিতে লাগিল।

প্রতিদিন সুধাকে মার ও মণির তত্ত্বাবধানের জন্য রাখিয়া স্কুল যাইতে লাগিল। মণির ঝক্কি আজকাল বেশী পোহাইতে হইত না। কদিন হইতে ভাড়াটেদের বুড়া কর্ত্তার সঙ্গে সে ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছিল, প্রায়ই সেখানে থাকিত। দুপুরে কাযকর্ম্ম সারিয়া জ্যাঠাইমা ও আর দু'একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া সুধার কাছে থাকিতেন।

প্রধান শিক্ষয়িত্রী তৃপ্তির অবস্থা-সঙ্কটের কথা শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "এ সময় তুমি কামাই করলে স্কুল চল্‌বে না। বরঞ্চ আস্‌ছে মাসের মাইনেটা অগ্রিম নাও, মার সেবার চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।"

ধন্যবাদ দিয়া তৃপ্তি সে অনুগ্রহ গ্রহণ করিল।

বাড়ী আসিয়া দেখিল ছোটবাবুর বাড়ীর একজন ঝি বসিয়া সুধার সহিত কথা কহিতেছে।

ও-বাড়ীর নামের সহিত সংযুক্ত কাহাকেও দেখিলে তাহার আতঙ্ক

হইত। ঝিটাকে দেখিয়া যেন বিতৃষ্ণা বোধ হইল। কিছু না বলিয়া পাশ কাটাইয়া গিয়া, ঘরে ঢুকিল।

সুধা উঠিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল "মার অসুখ শুনে ছোটবাবু খোঁজ নিতে লোক পাঠিয়েছেন। বলেছেন ছোটদা বাড়ীতে নাই। যদি দরকার হয়, তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়। মার জন্যে ভাল ডাক্তার বদ্যি যদি দরকার হয়, খবর দিলেই তিনি নিয়ে আসবেন।"

"ছোটদার কিছু খবর পেয়েছেন ?"

"কিচ্ছু না।"

"ধন্যবাদ জানিয়ে ওকে বিদায় দে। বলিস্ দরকার হলে খবর দেব।"

"দেবে ?"

"দেব না ? পরোপকারী বিশ্বপ্রেমিক যে ওঁরা ! ওঁদের বিশ্বপ্রেমের তুফানে পড়ে কত স্বামী-স্ত্রীর সর্ব্বনাশ করেছে। কত বাপ, ছেলে মেয়েকে পথে বসিয়েছে। কত ছেলে—রুগ্ন মায়ের, অসহায় ভাই বোনের, শেষ সম্বল মুখের গ্রাস চুরি করেছে।"

—"যেমন ছোট্‌দা—!" সুধা বলিল।

"কাযেই বঞ্চিত, আর্ত্ত,—নরনারীদের দলের মধ্যে থেকে আমরাও ওই বিশ্বপ্রেমিকদের কাছে কৃতজ্ঞ। ওরা বহু উপকার করেছেন, বাগে পেলেই আবার উপকার করবেন। উঃ, সুধা আর ধৈর্য্য থাক্‌ছে না। ইচ্ছা হচ্ছে বুক ফাটিয়ে খানিক আর্ত্তনাদ করি।"

সুধা চম্‌কাইল। তৃপ্তির মুখে এমন কথা কখনও শোনে নাই।—ভয়ে মুখ শুকাইল।

সুধার অবস্থান্তর উপলব্ধি করিবামাত্র তৃপ্তি আত্মদমন করিল।

সহজভাবে বলিল "যা ভাই মার কাছে একটু বস গে। আমি নেয়ে আস্‌ছি।"

"অবেলায় নাইবে?"

"রাত জাগায়, দুর্ভাবনায়, মাথাটা গরম হয়েছে। ভাগ্যে স্কুলটা আছে, বাচ্চা মেয়েদের নিয়ে খানিকটা সময় হৈ হৈ করে অন্যমনস্ক থাকি। বাড়ী থেকে যাবার সময় প্রাণ হাতে করে বেরুই,—'সুধা একা কি করে থাকবে,' বাড়ী ঢোকবার সময় আতঙ্ক হয়,—হয়ত এসে দেখ্‌ব মণি হাত পা ভেঙেছে, নয় মার অসুখ বেড়েছে,—নয়ত বা ছোটদা গোঁয়ার মানুষ,—ট্রাম বাসে ধাক্কা খেয়েছে। উঃ, কি ক্যাসাদে-ছেলে ছোটদা, আজ সাতদিন কোন খবর নেই।"

"জ্যাঠাইমা এসেছিলেন। বলে গেলেন, অনুপমদা সব হাঁসপাতালে ফোন করে খবর নিয়েছেন, সেখানে ছোটদা নেই। অফিসে ফোন করে খবর পেয়েছেন, ছোট্‌দা কামাই করার জন্য পনের কুড়িদিন আগে বরখাস্ত হয়েছে।"

"শুভ সংবাদ! আমি এই রকম খবর পাবার আশা বহুদিন থেকে করছি।"

"জ্যাঠাইমা বলছিলেন, হয়ত চাকরির সন্ধানে কোথাও গেছে।—"

নিশ্বাস ফেলিয়া তৃপ্তি বলিল "ইন্দ্রিয়াসক্তির মোহ মানুষের সব মনুষ্যত্ব হরণ করে। কুসঙ্গ ছেড়ে ছোটদা কোথাও গেছে, তা বিশ্বাস হয় না। যা আগে ঝিটাকে বিদেয় কর।"

মার জ্বর দু'একদিনের জন্য একটু কম হইলেও সম্পূর্ণ ছাড়িল না। আবার বেশী বেশী হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তিনি ক্ষীণ নিস্তেজ হইতে

লাগিলেন। চৈতন্যও সব সময় থাকে না। যখন জ্ঞান আসে ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন "দেবুর খবর পাওয়া গেল?"

ক্রমে তাঁহার উৎকণ্ঠার মাত্রা বাড়িতেছে দেখিয়া, ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত তৃপ্তি জানাইল "খবর পাওয়া গেছে। সে একটা ভাল চাকরি পেয়ে পশ্চিম গেছে।"

"ভাল।—" বলিয়া রুগ্না জননী আবার চক্ষু মুদিলেন।

১০

আরও চার পাঁচদিন কাটিল।

সেদিন বিকালে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল দূর সম্পর্কের এক জ্ঞাতি খুড়ার পুত্র আসিয়া বসিয়া আছে। ইহারা দেশে থাকে, গ্রাম্য দলাদলি ও দেওয়ানি ফৌজদারি মামলা করাই ইহাদের পেশা। তৃপ্তির পিতা বর্ত্তমানে, প্রায়ই ইহারা এখানে আসিত, নানা ছল-ছুতায় ঠকাইয়া তাঁহার কাছে অর্থ সাহায্য লইত। এখন তিনিও নাই, অর্থও নাই। অতএব আর ইহারা আসে না।

তৃপ্তির নিজের খুড়া-জ্যাঠা মাসি-পিসি কেহ ছিল না। একমাত্র মাতুল বিদেশে থাকিতেন। অল্পদিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মাতুল-পুত্ররাও সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়াছে।

জ্ঞাতি ভ্রাতাকে সংক্ষেপে সম্ভাষণ করিয়া তৃপ্তি কুশল জিজ্ঞাসা করিল। শোনা গেল সে কলিকাতায় আসিয়া কোন মুদিখানার দোকানে চাকরি করিতেছে। লোকটির নাম প্রবোধ।

অন্যান্য কথার পর প্রবোধ হি হি করিয়া খানিক গ্রাম্য-হাসি হাসিয়া বলিল "জ্যাঠাইয়ের ত খুব অসুখ দেখ্‌ছি। দেবেনের খবর কি?"

"কি জানি। আজ কদিন কোথা গেছে।"

"পর্শু ত তাকে রামবাগানের একটা বাড়ী থেকে বেরুতে দেখলুম। চেহারা হয়েছে যেন ঘাটের মড়া। কাপড়-চোপড় ময়লা। ডাকলুম, তা সাড়া দিলে না। হন্ হন্ করে গিয়ে একটা গলিতে ঢুক্‌ল।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া তৃপ্তি বলিল "তুমি ঠিক চিনেছ সে লোকটি, ছোটদা?"

"বাঃ হাজার দিন তাকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে মোটর চড়ে ওখানে যেতে দেখ্‌ছি, চিন্‌ব না কি রকম? তবে সে বাবু-লোক, আমাদের মত চুণো-পুঁটির সঙ্গে কথা কয় না। রোজই ত ওখানে দেখি।"

তৃপ্তি বুঝিল এ লোকটিও তেমনি সৎপথযাত্রী।

আলাপ আলোচনায় আর প্রবৃত্তি রহিল না। মার অসুখের জন্য কার্য্য ব্যস্ততার অজুহাত জানাইয়া, উঠিয়া পড়িল।

লোকটা পুনশ্চ বলিল "দেবেন আজকালের মধ্যে বাড়ী এসেছিল ত?"

"না।"

"লোক পাঠিয়ে একটু খোঁজ-খবর নাও।"

বলিতে ইচ্ছা হইল সেরূপ পীঠস্থানে পাঠাইবার উপযুক্ত লোক কোথায় পাইব?

তখনই মনে হইল এই লোকটিকেই যদি বলা যায়?

আবার মনে হইল দেবেন্দ্র কি তাহা হইলে রক্ষা রাখিবে? না ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়া লাভ নাই।

তৃপ্তি অসহায় ভাবে ইতস্তত করিতে লাগিল।

লোকটি পুনশ্চ বলিল "ওখানে একটা ফ্যাসাদ হয়েছে। কাল রাত্রে একটা লোক বেশ্যাবাড়ীতে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। খুব পুলিশ হাঙ্গামা হচ্ছে।"

তৃপ্তির আপাদমস্তকে যেন বিদ্যুৎ চমক বহিয়া গেল। বসিয়া পড়িল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "সে ছোটদা নয়ত? তার যে অগ্নি উদ্ধত-দুর্ব্বুদ্ধি!"

লোকটি উদাস-কণ্ঠে বলিল, "কি জানি, দেখিনি ত? সনাক্ত হয়েছে

কি না জানিনে। পুলিশ হয়ত এতক্ষণে লাস মর্গে চালান দিয়েছে। তোমরা খোঁজ নাও।”

উপদেশ দিয়া লোকটি আর দাঁড়াইল না। নিস্পৃহভাবে চলিয়া গেল। যেন এই শুভ সংবাদটুকু জানাইয়া যাওয়া ছাড়া তাহার আর কোন কর্ত্তব্য নাই।

তৃপ্তি বজ্রাহতের মত বসিয়া রহিল।

উপর হইতে সুধা ডাকিল “অ-ভাই মেজদি, এস-না। মার আবার জ্বর বেড়েছে, কিছু খেতে চাইছেন না, ত্যাখো বাপু। কেবল ভুল বকছেন।”

অসহ্য মানসিক উৎকণ্ঠা দমন করিয়া তৃপ্তি উপরে উঠিল। সুধাকে কিছু বলিল না। একটুকরা কাগজে সংবাদটা লিখিয়া অনুপনের দ্বারা সন্ধান লইবার জন্য জ্যাঠাইমাকে অনুরোধ করিল। কাগজটা ঝি’র মার্ফৎ তাড়াতাড়ি ও-বাড়ীতে পাঠাইল।

তারপর মার শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া চলিল। তৃপ্তি বার বার মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল লোকটার বাজে কথায় বিচলিত হইবার আবশ্যক নাই। তবু যেন কি এক অজ্ঞাত ভয়ে বুকের রক্ত হিম হইয়া যাইতে লাগিল। অকারণেই চোখ ফাটিয়া হুহু করিয়া জল আসিতে লাগিল।

দেবেন্দ্র বাড়ীতে না আসায়, আজকাল রাত্রের দিকে রান্নার পাট প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। শুধু মা ও মণির দুধসাগু তৈরী করিবার জন্য একবার উনান জ্বালা হইত। ও-বেলার ভাত তরকারি থাকিত, তাতেই দুই বোনের চলিত। আহার-বিলাসিতা তৃপ্তির কাছে বিতৃষ্ণার বিষয় ছিল, সুধাও ঠিক তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিত।

সন্ধ্যার পর মার জ্বর একটু কমিল। অবসন্ন হইয়া তিনি ঘুমাইলেন। মণিকে খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া তৃপ্তি ও সুধা নীচে গেল।

সুধাকে খাইতে বসাইয়া দিয়া, তৃপ্তি নিজের ভাত তরকারি চাপা দিয়া রাখিল। বলিল "এখন ক্ষিদে তেষ্টা নেই। হোক একটু, ক্ষিদে হয়ত পরে খাব।"

সুধা খাইতে লাগিল। তৃপ্তি অবসন্নভাবে নিকটে একটা আসন পাতিয়া শুইল।

সুধা খাইতে খাইতে বলিল, "জ্বরের ঘোরে মা আজ সমস্ত দুপুরটা কেবল বড়দার আর ছোটদার নাম করছেন, মণি কাছে গেলেই বলছেন, —"আর কেন? তোমার মেজদির কাছে যাও।"

কি ভাবিয়া কে জানে, সহসা টপ্ টপ্ করিয়া দু-ফোঁটা জল তৃপ্তির চোখ হইতে পড়িল। অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া তৃপ্তি তাড়াতাড়ি নাক ঝাড়িতে লাগিল।

একটু পরে—সদর দুয়ারের কড়া নড়িয়া উঠিল। সুধা উৎকর্ণ হইয়া বলিল "ওই! ছোট্‌দা বোধ হয়!"

লণ্ঠন লইতে ত্বর্ সহিল না। অন্ধকারেই তৃপ্তি বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল। ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় খিল খুলিতে খুলিতে বলিল "কে ছোট্‌দা এলে!"

অনুপমের কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল "খোল, আমরা।"

দুয়ার খুলিয়া তৃপ্তি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল! জ্যাঠাইমা চোরের মত জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পিছনে পুত্রবধূ, পুত্র,—আরও যেন কাহারা!—অনেক লোক!

মনে হইল—সংবাদ ভয়ানক অশুভ!—

মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল ! আতঙ্কে রুদ্ধপ্রায় স্বরে ব্যাকুল মিনতি ভরে বলিল "অনুপমদা, ছোটদার কোন খবর পেলে ভাই ?"

"হুঁ । ভিতরে চল ।—" অনুপমের কণ্ঠস্বর যেন গাঢ়তর বেদনায় রুদ্ধ।

জ্যাঠাইমা তৃপ্তিকে ধরিয়া ফেলিলেন। টানিয়া আনিয়া রোয়াকে বসাইলেন।

পিল্ পিল্ করিয়া একপাল লোক নিঃশব্দে বাড়ী ঢুকিল।

উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারার মত তৃপ্তি বলিল, "বল শুধু—আছে সে ?"

অনুপম নীরব। দোতলার দিকে হাত বাড়াইয়া স্ত্রীকে বলিল "যাও, তোমরা। কাকিমাকে ছাখো। জান্‌তে দিও না কিছু।"

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া সুধা নিগূঢ় আতঙ্কে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া বসাইল।

রুদ্ধ আর্ত্তনাদে তৃপ্তি আবার বলিল "বল ভাই,—সে—ই ?"

"সে—ই !—" জ্যাঠাইমা কাঁদিয়া ফেলিলেন। তৃপ্তির মুখখানা বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "আস্তে কাঁদ মা, তোমার মা শুন্‌তে পাবেন।"

শুষ্কস্বরে অনুপম বলিল "হাঁ, কাকিমা ত যেতেই বসেছেন, ওঁকে শান্তিতে যেতে দাও। শুনিওনা কিছু, আমার অনুরোধ।"

অসহ্য দুর্ভাবনায় মুক্তি ! সংজ্ঞালোপ হইয়া আসিতেছিল। প্রাণপণ শক্তিতে তৃপ্তি বলিল "ভুল হয় নি ? তুমি নিজে দেখেছ ?"

"নিজে।···আরও অনেকে। বেলা দুটোর সময় পাড়ার ছেলেরা গিয়ে খবর দিলে আমাকে। তখুনি অফিসে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। গেলুম মর্গে···সেই হতভাগার মৃতদেহ !"

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদিয়া তৃপ্তি নিজেকে একটু সংযত করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের জন্যে এমন কাণ্ড কর্‌লে ? খোঁজ পেলে কিছু ?"

"পাগলামি! দুর্ব্বুদ্ধি!···ছোট বোন তোমরা, কি আর বল্‌ব? পকেটে এক চিঠি রেখে গেছে—"পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ায় বেশ্যাটা তাকে চলে যেতে বলে। অন্য লোক আনে। বেশ্যার "সাধুতায়" এত বড় "কলঙ্ক" সে সহ্য করতে পারলে না। তাই স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জ্জন দিলে। তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।···"ইত্যাদি।"

একটু থামিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া অনুপম বলিলেন "তার বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে, তা জানতুম। কিন্তু এত ভয়ানক, তা জানতুম না।"

"আর কোন কথা লিখেছে?"

"কিছু নয়—"

"মার কথা,—? মণির কথা?"

"কিছু না।···হায় রে, তা যদি ভাব্‌তে পার্‌ত, তাহলে যে বেঁচে যেত।"

অনুপমের এবং তাহার এক পুলিশ ইনেস্‌পেক্টার বন্ধু, শঙ্কর বাবুর সাহায্য ও তদ্বিরের জোরে পরবর্ত্তী সব হাঙ্গামা নির্ব্বিঘ্নে চুকিল। করোণার জুরীদের সহিত একমত হইয়া রায় দিলেন "মানসিক ব্যাধি-হেতু স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা।"

তৃপ্তির যে শ্রমের মূল্যকে দেবেন্দ্র অত্যন্ত অসম্মানজনক ভাবিয়া, একদিন চারিদিকে ভীষণ কুৎসা করিয়া বেড়াইয়াছিল, সেই শ্রমার্জ্জিত অর্থে-ই সেদিন দেবেন্দ্রের আত্মঘাতী দেহটার শেষ সৎকার হইল। অদৃষ্টের ভয়াবহ বিধান।

দেবেন্দ্রের ঔদ্ধত্য দুর্ম্মুখতার ভয়ে এতদিন যে সব ভদ্র সজ্জন পাড়া-প্রতিবেশী ইহাদের সংশ্রব এড়াইয়া চলিত, এখন দয়াপরবশ হইয়া তাঁহারা স্বেচ্ছায় খোঁজখবর লইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ডাক্তার, অনুপম এবং তাহার ইনেস্‌পেক্টার বন্ধু শঙ্করবাবু একসঙ্গে আসিয়া মার তত্ত্বাবধান করিতেন, মেয়ে দুটীকে সান্ত্বনা দিতেন। অনুপম ও ডাক্তার বহুকালের পরিচিত, প্রায় পরমাত্মীয়ের মত। ইহাঁদের সদয় ভদ্র ব্যবহারে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কিন্তু অপরিচিত ইনেস্‌পেক্টার ভদ্রলোকটির নীরব গভীর সমবেদনা লক্ষ্য করিয়া,—তৃপ্তি বিপদের মাঝেও সসম্ভ্রমে বিস্ময় বোধ করিল। সুধা আশ্চর্য্য হইয়া চুপি চুপি বলিল "পুলিশের মাঝেও 'মানুষ' থাকে! বিশ্বাস করি নি কখনো!"

শুধু কোন সংবাদ লইলেন না—একজন। ছোটবাবু!—পরে শোনা গেল—দেবেন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র তিনি হঠাৎ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য

প্রবল আবশ্যকতা বোধ করেন। তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু,—অর্থাৎ মোসাহেব-সহ সেইদিনই দার্জ্জিলিং পলাইয়াছেন।

অন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ আড়ালে, চোখ টেপাটেপি করিয়া বলাবলি করিল "খুব ফাঁশ কাটালে!"

কথাটা কাণে হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়া পৌছিল। শঙ্করবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "ঠিক! আমার বত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে পুলিশের কাযে ঢের শয়তান দেখলুম,—কিন্তু স্বীকার করছি,—এত বড় সাংঘাতিক ধড়িবাজ আর দেখি নি। আর কিছুদিন বাঁচেন ত, ইনি ডাক্তার স্যাটিরার দ্বিতীয় সংস্করণ হবেন, সন্দেহ নেই।"

অনুপম বলিল "লোকে তাহলে জয়জয়কার দিয়ে বল্‌বে, এদেশী স্যাটিরাদের লালনপালন কর্ত্তা—স্বয়ং পুলিশ!"

"মিথ্যা নয়। এ স্যাটিরাদের তদ্বিরের জোর আছে। পয়সা ঢাল্‌লেই সব রকম নির্দ্দোষিতা কেনা যায়, সেটা এরা জানে।"

"অতএব দোষী তারাই—যারা অর্থহীন।"

"এবং ধরা পড়ে তারাই,—যারা নির্ব্বোধ।"

"মাঝে মাঝে আস্‌বেন মশাই, চোখ রাখবেন একটু এদের দিকে। সে গুজবটা যদি সত্যি হয়, উনি ফিরেই ফ্যাসাদ বাঁধাবেন। সে সময় আপনার সাহায্য দরকার। ভুলবেন না।"

তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

তৃপ্তি এক পাশে থাকিয়া নীরবে সব শুনিল। তাঁহাদের শেষ কথাটার অর্থ বুঝিতে পারিল না। একটু চিন্তিত হইল। ছোটবাবুর সম্বন্ধে ইঙ্গিত কি?

স্কুলের কায কামাই করিবে না এই সর্ত্তে অগ্রিম মাহিনা লইয়াছে,

সুতরং প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করিল না। দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পরই দৈবানুকুল্যে দু-তিনদিন, স্কুলের কি একটা ছুটি পড়িয়াছিল। সেই অবকাশে নিজেকে প্রবল চেষ্টায় সামলাইয়া লইল। তারপর নিয়মিতভাবে কাযে যাইতে লাগিল।

মার অবস্থা উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইতে লাগিল। শেষ চেষ্টা চলিল, ফল হইল না। ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল।

তৃপ্তি পরম শান্তি বোধ করিল।—চিরদিন দেবেন্দ্রের ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য মা মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর সময় জানিয়া সুখী হইয়া গিয়াছেন যে দেবেন্দ্র ভাল চাকরি লইয়া বিদেশে গিয়াছে। সৎভাবে জীবন কাটাইতেছে।

অনুপমের সাহায্যে পাড়ার উৎসাহী ছেলেরা আসিয়া শব সৎকার করিল। তৃপ্তি শ্মশানে গিয়া মার শেষ কায করিল।

সুধা আকুল হইয়া কাঁদিয়া বলিল "দিদি গো, আমাদের কি হবে গো। মা যে আমাদের অকূল সাগরে ফেলে গেলেন।"

অশ্রু-উচ্ছ্বসিত চোখ, দুহাতে সবলে চাপিয়া অশ্রু থামাইয়া তৃপ্তি ধীরভাবে বলিল "ভয় কি? আমি ত আছি!"

তারপর মণিকে বুকে তুলিয়া প্রশান্তভাবে বারেণ্ডায় পায়চারি করিতে লাগিল। মণি কিছুই বুঝিল না, তৃপ্তির কাঁধে মুখ লুকাইল।—শুধু থাকিয়া থাকিয়া ফোঁপাইয়া উঠিতে লাগিল।

তৃপ্তি অশৌচের সব নিয়ম পালন করিল। হবিষ্য করিল, কম্বলে শুইল। জ্যাঠাইমা ব্যথিত হইয়া বলিলেন "কি পাগ্‌লামি করছিস্ মা?"

তৃপ্তি শান্তভাবে বলিল "দাদারা থাক্‌লে মার জন্যে ত এই সব নিয়ম পালন কর্‌তেন। আমি তাঁদের কাযই ত কর্‌ছি।"

অনুপম বলিল "থাক কঠোর নিয়ম নিষ্ঠায়, কর মার আত্মার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা। অবিশ্বাসীরা না মানুক,—আমি মানি এর ফল একটা কিছু আছেই। কর, তৃপ্তি—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার নিষ্ঠা অনুমোদন করছি।"

অনুপম শাস্ত্রজ্ঞ পিতার, শাস্ত্রজ্ঞ পুত্র। অবকাশ সময়ে মাকে ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া এ বাড়ীতে আসিয়া শাস্ত্রালোচনায়, সান্ত্বনার কথায় সময় কাটাইত। রাত্রে জ্যাঠাইমা আসিয়া এ বাড়ীতে শুইতেন।

কয়েকদিন পরে জ্যাঠা মহাশয় কাশী হইতে এক সুদীর্ঘ পত্র তৃপ্তিকে লিখিলেন। তৃপ্তি গভীর মনোযোগে পত্রখানা বার বার পড়িল। সুধাকে ডাকিয়া পড়িয়া শুনাইল। বলিল "শোকের মধ্যেও স্বর্গীয় শান্তি আছে। কে বলে যে মরণ অমঙ্গল! না, বসে বসে অলস-কান্না আর নয়। চল্, তিনজনে হবিষ্য করে আজ স্কুলের কাযে যাই।—"

শুষ্কমুখে সুধা বলিল 'মণি? ওর আতঙ্ক হয়েছে, মা পালিয়েছেন। পাছে আমরা ওকে ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাই।"

"উহুঁ। ওকে আমার সঙ্গে নেব। চেয়ারের পাশে একটা টুল আনিয়ে দেব। ছোট মেয়েদের সঙ্গে ভাব হলে শীঘ্রি সব ভুলে যাবে। চল মণি, আমার সঙ্গে স্কুলে যাবে?"

জ্বল-জ্বলে চোখ দুটি তুলিয়া সাগ্রহে মণি বলিল "সেখানে কে আছে?"

"অনেক দিদি আছে।"

"আর?"

"দিদিমণিরা আছে।"

"আর?"

"ঝি মা'রা আছে।"

"আর ?"

নিশ্বাস ফেলিয়া সুধা বলিল "বুঝ্‌তে পারছ মেজদি—? আর কার নাম শুন্‌তে চাইছে ?"

অর্থাৎ—মার! দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তৃপ্তি বলিল "খুব বুঝেছি। কাঁদিস্‌ না সুধা, মণিকে বাঁচাতে হবে, মানুষ করতে হবে।"

জ্যাঠাইমাকে জানাইয়া আসিল। তার পর তিনজনে হবিষ্য করিয়া বাড়ীতে চাবি দিয়া স্কুলে চলিল।

শ্রাদ্ধের সময় নিকটবর্ত্তী হইল। জ্যাঠাইমা বলিলেন "কি করা যায় ?"

তৃপ্তি বলিল "যথাশাস্ত্র সবই করব। মার শ'-পাঁচেক দেনা আছে, সে ত আমাকে শোধ করতেই হবে। শ্রাদ্ধ শান্তির জন্য আরও কিছু দেনা করব।"

উপার্জ্জনশীলা তৃপ্তিকে হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার দিতে কেহ আপত্তি করিল না। সহজে টাকা পাওয়া গেল।

শ্রদ্ধার সহিত তৃপ্তি শ্রাদ্ধ করিল।

এ চাকরি স্থায়ী নয়। সময় থাকিতে তৃপ্তি চারিদিকে সন্ধান লইতে আরম্ভ করিল।

সংবাদ আসিল, যে শিক্ষায়িত্রী পীড়িত হওয়ায় তৃপ্তিকে কাযে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তিনি এখনও অসুস্থ, আরও কয়মাস ছুটি লইয়াছেন। সুতরাং তৃপ্তির কার্য্যকাল আরও বাড়িল।

১২

নির্ব্বিঘ্নে কয়মাস কাটিল।

খুব টানাটানির উপর নিজেদের খরচ চালাইয়া, তৃপ্তি অর্থ সঞ্চয় করিল। শ্রাদ্ধের ঋণ শোধ করিল। তারপর স্বচ্ছন্দ হইয়া মার আগেকার ঋণ পরিশোধে মন দিল।

সেদিন রবিবার।

সুধাকে লইয়া সকাল হইতে তৃপ্তি ঘর দুয়ার ঝাড়া মোছার কাযে লাগিয়াছিল। তেতলা গুছাইয়া আসিয়া দোতলার কাযে হাত দিয়াছে, এমন সময় নীচে হইতে ঝি ডাকিয়া বলিল "দিদিমণি নীচে আসুন। ও-বাড়ীর ঝি কি বল্‌ছে শুনুন।"

নীচে আসিল। দেখিল ছোটবাবুর সেই ঝি। সে সবিনয়ে বলিল, "ও-বাড়ীর বাবু এসেছেন। আপনার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে চাইছেন। এখন কি সময় হবে?"

"দেখা?"—তৃপ্তির মুখ গম্ভীর হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "আমার নমস্কার জানাও। সময় অল্প। জিজ্ঞাসা কর, খুব জরুরি দরকার হয় ত সংক্ষেপে বলুন।"

ঝি বাহিরে গেল। তৃপ্তি উঠানে দাঁড়াইয়া, মনে মনে গভীরতর অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিল। নাঃ, এই কদাচারী অমানুষটির সংশ্রব হইতে দূর দূরান্তরে থাকাই মঙ্গল। সাক্ষাৎ করা উচিত নয়—। কিন্তু প্রয়োজনটা কি?

ঝি ফিরিয়া সবিনয়ে জানাইল "বল্‌লেন দু একটা কথা আছে। প্রথম, তাঁর মেয়েকে আপনাদের স্কুলে ভর্ত্তি করা—"

বাধা দিয়া তৃপ্তি সাগ্রহে বলিল "অ! স্কুলে দরখাস্ত কর্‌তে বল। ওইখানেই সব ঠিক করে দেব।"

ঝি চুপি চুপি বলিল "আরও একটা কথা। আপনার ভাই দেবেন-বাবু কোন্ ফ্যাসাদে পড়ে টাকা ধার করে গেছেন। গোপনে সেটা মিটমাট করতে বলার জন্য এসেছেন।"

তৃপ্তি আড়ষ্ট! আবার ঋণের সংবাদ! দেবেন্দ্রের মৃত্যুর এতদিন পরে?······ফ্যাসাদের দরুণ? · অসম্ভব নয়। দেবেন্দ্রের মত অবিবেচক, অমিতব্যয়ী, অপরিণামদর্শীর পক্ষে সব সম্ভব।

মনে পড়িল পাড়ার পান সিগারেট চায়ের দোকানগুলায় দেবেন্দ্র অনেক দফায় খুচরা খুচরা দেনা রাখিয়া গিয়াছিল। তৃপ্তি সন্ধান পাইয়া, ভাড়াটে বুড়ার মার্ফৎ, ঝি'এর মার্ফৎ, দফায় দফায় সব শোধ করিয়াছে। পরে জানা গেল তৃপ্তির ধর্ম্মবুদ্ধির সুযোগ লইয়া কোন কোন অসাধু ব্যবসায়ী দুই চারি টাকা বেশী ঠকাইয়া লইয়াছে। হউক। তবু মৃতের ঋণ সে ত রাখে নাই!···লোকান্তরিত আত্মা নিজের কর্ম্মফল ত ভোগ করেই,···পার্থিব ঋণের দায়েও তাহারা নাকি বড় কষ্ট পায়। সে ক্লেশ হইতে তাহাদের মুক্তি না দিলে—উঃ! বড় অপরাধ!

তৃপ্তি ব্যথিত নিশ্বাস ছাড়িল। অবসন্নভাবে বলিল "জিজ্ঞাসা কর কত দেনা? কার কাছে?"

মুখ কাঁচুমাঁচু করিয়া ঝি বলিল "সেটা উনি নিজে আপনাকে বলবেন।"

বাধা দিয়া তৃপ্তি জোরের সহিত বলিল "কেন তোমাকে দিয়েই

বলুন না। ন্যায্য দেনা হয়, স্বীকার করছি আমি শোধ করতে বাধ্য।"

ঝি কিছু বলার আগেই সদর দুয়ারের ওপাশ হইতে অতি সুমিষ্ট মধুরকণ্ঠে উত্তর হইল "সুবিবেচনার কথাই বলেছেন। ওঁর মত বুদ্ধিমতীর মুখে এই কথাই শোনার আশা করেছি। ধন্যবাদ। ঝি বলত, উনি আমাদের পাড়ার মেয়ে। আমার সামনে বেরুতে আপত্তি কি?"

তৃপ্তি বিস্মিত হইল, বিরক্ত হইল! এ কি অভদ্রতা?…পাড়ায় তাহার পিত্রালয় বটে। পিত্রালয়ের বিশিষ্ট পরিচিত ভদ্র সজ্জনদের সে জ্যাঠা, খুড়া, দাদা, ভাই, মনে করে সত্য। তা বলিয়া এই অভদ্র দুর্জ্জনটিকে ভক্তি করিবার সাহস নাই। কোন স্পর্দ্ধায় উনি ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্য জুলুম করেন? বিশেষতঃ বাড়ীতে যখন পুরুষ অভিভাবক কেউ নাই।—

তখনই মনে হইল দেবেন্দ্র প্রমোদ-লালসা চরিতার্থতার জন্য দেনা করিয়া—তৃপ্তির মাথা বেচিয়া গিয়াছে। ঔদ্ধত্য তৃপ্তির পক্ষে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা।

পুনশ্চ সুমিষ্টতর কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল "আমার সঙ্গে কথা কইতে দোষ কি? সামনে আস্তে বল। না, কি? আমিই ওখানে যাব?"

তৃপ্তি ভয় পাইল!…অনুচিত! কিন্তু সেটা স্পষ্ট ভাষায় বলা বিশ্রী রূঢ়তা!…কি উত্তর দিবে? মনে পড়িল স্কুল যাওয়া আসার পথে বহুবার দেখা হইয়াছে। কখনও মুখপানে চায় নাই। ঝাপ্সা ভাবে মনে পড়ে—উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, একহারা, লম্বা, একটা মানুষ। বেশভূষায় পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য খুব। কণ্ঠস্বর সাধারণ পুরুষ মানুষের মত গম্ভীর নয়, কর্কশ নয়, উচ্চ নয়। অতি মিষ্ট, মৃদু, নিম্ন, ধীর স্বর।

হয়ত তাহা দুর্ব্বল ফুস্‌ফুসের পরিচায়ক, ক্ষীণতা;—হয়ত বা উৎকৃষ্ট অভিনেতা জনোচিত স্বর-মাধুর্য্য চাতুরী। চালচলনে প্রশান্ত নিরীহ ভদ্রতা, খুব সুন্দর। বাহিরের লোক হঠাৎ দেখিলে ধরিতে পারে না, —এই মৃদু নিরীহতার অন্তরালে তিলমাত্র বৈষয়িক কূটবুদ্ধিগত ধূর্ত্ততা, বিষাক্ত সর্পের হিংস্র কুটিলতা প্রচ্ছন্ন আছে।

কিন্তু তৃপ্তি ঘা খাইয়াছে। ইহাঁকে চেনে।

তবু নিরুপায়! হতভাগ্য ভ্রাতার দেনার খবর যে···!

রোয়াকে একটা আসন পাতিয়া দিল। নিজে দালানে ঢুকিয়া দুয়ারের আড়ালে দাঁড়াইল। ঝিকে ইঙ্গিতে বলিল "ডাক।"

জুতা চাপিয়া ধীর মৃদুগতিতে ছোটবাবু আসিয়া রোয়াকে বসিলেন। পরিধানে জড়িপাড় শান্তিপুরে ধুতি। পায়ে সুদৃশ্য সৌখিন লপেটা। গায়ে দামি মটকার পাঞ্জাবী। ঝুল হাঁটু পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। মাথার চুলে কলপ দেওয়া,—কাঁচা পাকা কড়া কর্কশ খোঁচা খোঁচা চুল, সবলে ত্রাস করা হইয়াছে। তবু তাহা ক্ষণে ক্ষণে কণ্টকিত হইতেছে। হাতের এসেন্স সুরভিত রেশমী রুমালে সযত্নে ঘষিয়া ঘষিয়া তাহা বারবার সুবিন্যস্ত করা হইতেছে। দাড়ি গোঁফ ক্ষৌরনির্ম্মূল। এক কথায় সাজ সজ্জা হাব ভাবে সৌখিন নব্য যুবার জীবন্ত সংস্করণ।

তৃপ্তি অত দেখিল না। শুধু জুতার বাহার ও পাঞ্জাবীর ঝুলটা মাত্র চোখে ঠেকিল। মনে হইল তারুণ্যের ছদ্মবেশে ঢাকা একটা দুর্দ্দান্ত ইতরামি সামনে উদয় হইয়াছে।

দৃষ্টি নামাইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

সুমিষ্ট মধুর হাস্যে ছোটবাবু বলিলেন "আমার সামনে আস্‌তে লজ্জা হচ্ছে বুঝি? লজ্জা নেই। সামনে এস।"

ঝি'র মার্ফৎ তৃপ্তি বলিল "আমি কাযে ব্যস্ত। যা বলবার আছে, বলুন। এইখান থেকে শুনছি।"

"ব্যস্ত ? অ। তাহলে না হয় সন্ধ্যার পর আস্‌ব। সে সময় ওঁর সুবিধা হবে ? জিগেস্ কর ঝি।"

তৃপ্তি শশব্যস্তে ঝিকে বলিল "না না সন্ধ্যার পর মোটেই নয়। বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই, সন্ধ্যার পর···না। সে সময় আসা ঠিক নয়। যা বলবার, এখুনি বলুন। কার কার কাছে দেনা আছে ?"

ছোটবাবু বাহির হইতে জবাব দিলেন, "সেটা খুব গোপনীয় ব্যাপার। বুঝিয়ে বল্‌তে হবে। সময় চাই।"

"তাহলে অনুপমদাকে বলবেন বুঝিয়ে—"

"উহুঁ, উহুঁ, উহুঁ,—" ছোটবাবু উত্তেজিত হইয়া জোরে জোরে রুমালে নাক ঝাড়িতে লাগিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সহিত নিম্নস্বরে বলিলেন "হতে পারে অনুপম তোমাদের কাছে 'ভাললোক।' কিন্তু চিন্‌বে ওকে একদিন। আমার বলার দরকার নাই। একে আমার উপর ওদের ভীষণ আক্রোশ। তোমায় সতর্ক কর্‌ছি টের পেলে, এখনি আমার বিরুদ্ধে সাতশো মিথ্যা অপবাদ বানিয়ে তোমাদের কাছে লাগাবে। আমি পছন্দ করিনে, সে আমার কোন সংস্রবে থাকে।"

ধাক্কা খাইয়া তৃপ্তির মন উগ্র সতর্ক হইল। কোন মন্তব্য করিল না। একাগ্রচিত্তে শুনিতে লাগিল। যেন সে গভীর মুগ্ধতায় ছোটবাবুর সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনির মধুরতা উপভোগ করিতেছে।

একটু কাশিয়া ছোটবাবু আবার বলিলেন "আরও—স্পষ্ট বলছি, আমি পছন্দ করিনে—পাড়ার কোন ভদ্রলোকের অন্দরে সে ঢোকে। যত বদমাইস পাজীর সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব। ওদের উদ্দেশ্য, নিরীহ সরল

মেয়ে পুরুষদের ভাল মানুষির ছলা কলায় মুগ্ধ করা। আর ফন্দিবাজির প্যাঁচে ফেলে পয়সা রোজকার করা। ফিকিরি চাল কত? চরিত্র-শুদ্ধির ঘটার জাঁক কত? ওদের ওই এক পয়সা দামের সস্তা ব্রহ্মচর্য্যের, ঘুগ্‌নিদানার স্বাদে বোকারা ভুল্‌বে।—আমি নয়।"

এই পরোক্ষ কটাক্ষগুলার উদ্দেশ্য তৃপ্তি না বুঝিল তা নয়। নিজের বোকামির বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করিল না। মনে মনে বলিল "মহাশয়ের নৈতিক চরিত্রের সংবাদ জানি। শ্রদ্ধা করিতে অক্ষম। যতই গালাগালি করুন। নিরুপায়।"

ছোটবাবু পুনশ্চ বলিলেন "ওরা মহা ইতর! ওদের সংশ্রবে যারা গেছে, তারা অধঃপাতে গেছে। সৎপরামর্শ দিচ্ছি ওদের চাতুরীতে ভুলো না। ওরা ফ্যাসাদে মানুষ। ওর এক বন্ধু আছে—শঙ্করা।—পুলিশের—কে এক ব্যাটা রাইটার কনেষ্টবল—না কি। সে ব্যাটা ত পাজীর পা ঝাড়া, বিশ্ব-বখাট, অতি ছোটলোক।"

বাধা দিয়া তৃপ্তি বলিল "ছোটদার দেনার কথা কি, বল্‌তে এসেছেন? কোথায় দেনা?"

একটু থামিয়া ছোটবাবু বলিলেন, "বল্‌ছি। সুধা কোথা? কি করছে?"

"দোতলায়। ঘর ছাড়ছে।"

"বাড়ীতে আর কে আছে?"

"কেউ না।"

"ছোট খুড়ি না কি রাত্রে এখানে এসে শোন্‌।"

ছোট খুড়ি—অর্থাৎ অনুপমের মাতা।

বিরক্ত হইয়া তৃপ্তি বলিল, "দেনার কথা কি এখন বলবার সময় হবে না? তাহলে আমি উঠি। আমার ঢের কায।"

"হাঁ হাঁ বোসো। বল্‌ছি। ভ্যাখো সুধাকেও···এ সব জানিয়ে কায নেই। সে ছেলে মানুষ, কাকে বল্‌তে কাকে বলে ফেল্‌বে। কথাটা গোপনে রেখ। ভ্যাখো, দেবেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তার শোচনীয় মৃত্যু আমার পক্ষে যে কত দুঃখের বিষয়, তা আমিই জানি। লোকের কাছে ফেনিয়ে বেড়াই নে, সেটা ত দোকানদারি। আমি সে সব ভণ্ডামিকে ঘৃণা করি। নইলে,—কতবার মনে করেছি, তোমাদের খোঁজ খবর নিই। কিন্তু পাছে কেউ কিছু মনে করে তাই আসিনি। দেবেন আমাকে বিশেষ করে দিব্যি দিয়ে বলেছিল, এ দেনার কথা যেন সম্পূর্ণ গোপন রাখি।—এ্যাজ্‌ লাইক্‌ এ ফ্যামিলি ম্যাটার্‌? আজ সে বেঁচে নেই, কাযেই বল্‌তে হচ্ছে। কিন্তু অনুরোধ কর্‌ছি খবরটা গোপনে রেখ, অনুপম কি আর কেউ যেন টের না পায়।"

তৃপ্তি নিঝুম নির্ব্বাক! ন্যায়সঙ্গত দেনা পাওনা। ইহার মধ্যে লুকোচুরির, ছল চাতুরী কেন? বড় অস্বস্তি ঠেকিতেছিল। ধীরে বলিল, "আগের কথা আগে হোক, কত টাকা দেনা?"

ছোটবাবু আবার সে কথা চাপা দিয়া ফেনাইয়া ফেনাইয়া অবান্তর প্রসঙ্গ জুড়িলেন—দেবেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল, তাঁহারা হরিহরাত্মা ছিলেন। পাড়ার লোক সে বন্ধুত্বের ঈর্ষা করিত কত, লোকে কত কথা বলিত···ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৃপ্তি মনে মনে অধীর হইয়া উঠিল। বলিল, "দেনার কথা জান্‌তে চাইছি।"

"বলছি।—এক গ্লাশ জল দিতে পার?"

তৃপ্তির ঠিকা ঝি কলতলায় বাসন মাজায় নিযুক্ত। অতএব ছোটবাবুর

ঝি'এর মার্ফৎ জল পাঠাইল। জল খাইয়া ছোটবাবু বলিলেন "সামনের দোকান থেকে এক পয়সার পান কিনে আনত ঝি।"

পয়সা লইয়া ঝি পান আনিতে গেল। ছোটবাবু ধীরে-সুস্থে সিগার কেস খুলিয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন—খুব মৃদু স্বরে,—"এদের সামনে আমি সব ভাঙ্তে চাইনে। নিরিবিলিতে তোমায় বুঝিয়ে বল্তে চাই। একান্ত নির্জ্জন ভিন্ন সে সব কথা বলা চলে না। একবার আমার বাড়ীতে যাবে?"

পান কেনার ছলনাটা এবার বোঝা গেল। প্রস্তাবটা শুনিয়া—রাগে অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। কি এমন গুরুতর গুপ্তকথা—? ভিতর হইতে তৃপ্তি তৎক্ষণাৎ দৃঢ়স্বরে বলিল "না, মাপ কর্‌বেন। ছোটদার কার কার কাছে কত দেনা আছে, তার হিসাব লিখে পাঠিয়ে দেবেন, আমি ঘরে বসেই দেনা শোধ কর্‌ব। আসুন, এখন। আমি ভয়ানক ব্যস্ত।"

ছোটবাবু গুম্ হইয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। দু-মিনিট সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আমার কথার মানে বুঝ্তে পার্‌ছ না। অনেকগুলা টাকা দেনা। শোধ করা সোজা ব্যাপার নয়। তোমাদের ভালর জন্যই তাই একটা সৎপরামর্শ দিতে চাই। যাতে আপোষ রফায় ছাড়্‌ছুড়্ দিয়ে সহজে শোধ কর।"

"হেঁয়ালির মত লাগছে। এর অর্থ বুঝলাম না। সোজা বলুন কার কাছে দেনা আছে?"

"আমার কাছে।"

"কত টাকা দেনা?"

"হাজার টাকা। সুদসমেত আজ পর্য্যন্ত প্রায় তেরশো।"

তের শত !—তৃপ্তির মাথা ঘুরিয়া উঠিল। স্খলিতকণ্ঠে বলিল "এত টাকা সে কেন ধার করলে ?"

"সংসার খরচের জন্য।"

"মিছে কথা। সংসারের জন্যে সে কখনো একপয়সা দেয় নি।"

প্রশান্ত কোমলস্বরে উত্তর হইল "তাহলে কাবুলিদের দেনা শোধ করবার জন্যে, আর রেস্ খেলবার জন্যে। সে ত আমাকে ওই সবই বুঝিয়েছে।"

তৃপ্তি ফাঁপরে পড়িল। ইহা সত্য কি মিথ্যা কিছুই ত জানে না। প্রতিবাদের সাহস হারাইল!

ঝি পান আনিয়া দিল। পান চিবাইতে চিবাইতে ছোটবাবু প্রশান্ত-ভাবে বলিলেন "চারখানা হ্যাণ্ডনোট আছে। ঝির হাতে দিচ্ছি—দেখে ফিরিয়ে দাও।"

ঝি এক একটা করিয়া হ্যাণ্ডনোট আনিয়া দেখাইল। এক বৎসরের মধ্যে দুই চারিমাস ব্যবধানে দেবেন্দ্র প্রথম দফা লইয়াছে ২৫০৲ দ্বিতীয় দফায় ২৫০৲ তৃতীয় দফায় ৪০০৲ চতুর্থ দফায় ১০০৲। যথারীতি ষ্ট্যাম্পের উপর দেবেন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট সহি !

ছোটবাবু বলিলেন "তার হাতের লেখা চিন্‌তে পার্‌ছ ?"

তৃপ্তি জবাব দিল "হাঁ।"—

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সন্দিগ্ধভাবে পুনশ্চ বলিল "আশ্চর্য্য ! সে রেস খেল্‌ত, কাবুলির কাছে টাকা ধার কর্‌ত, তাতো কোনদিন শুনি নি। বরঞ্চ এদানি জুয়ার আড্ডায় যেত, সেটা শুনেছি।"

হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছোটবাবু বলিলেন "বন্ধু সে আমার। কিসের জন্যে টাকার দরকার তা কখনো জিজ্ঞাসা করি নি। চেয়েছে,—

দিয়েছি। বিশ, পঞ্চাশ টাকা করে, প্রায়ই আমার কাছে নিত। তারপর দুশো পাঁচশো জমে গেলে,—একখানা করে হ্যাণ্ডনোট লিখে দেওয়ানজীর কাছে ফেলে দিত। এ হ্যাণ্ডনোটের কথা আমার মনেই নেই। কদিন আগে দেওয়ানজী মনে পড়িয়ে দিলেন—তাই রক্ষা। জানিয়ে গেলুম। এখন বল,—টাকা শোধ দেবার কি করছ?"

"চেষ্টা করে দেখি। দিনপনের পরে খবর দেব।"

"আমি নিজে আস্‌ব? খবর নিতে?"

"না। আপনার ঝিকে পাঠাবেন।"

"আচ্ছা। কিন্তু অনুরোধ করে যাচ্ছি, এর মধ্যে অনুপম ফনুপম কাউকে মুরুব্বি পাক্‌ড়ে,—কোন ঘোর্ প্যাঁচের চেষ্টা কোর না। তাহলে বাপু আমিও সহজে ছাড়্‌ব না। সেটা স্পষ্ট বলাই ভাল।"

জুতা চাপিয়া, সতর্কদৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে নিঃশব্দ পদে তিনি প্রস্থান করিলেন। ঝিও সঙ্গে গেল।

১৩

সমস্ত দিনটা তৃপ্তি গভীর উৎকণ্ঠা ও প্রবল দুশ্চিন্তায় কাটাইল। শেষে ঠিক করিল ওই মনুষ্যত্ববর্জ্জিত, শয়তানটির অনুরোধ, উপরোধ ভয় প্রদর্শনে অভিভূত হইয়া উহাঁর মতানুসারে চলা মূঢ়তা। অনুপমকে সমস্ত জানাইয়া, তাহার পরামর্শ লওয়াই উচিত।

বৈকালে সুধা ও মণিকে সঙ্গে লইয়া জ্যাঠাইমার বাড়ী গেল।

শোনা গেল,—সেই মাত্র অনুপম বধূকে লইয়া শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়াছে। পূর্ব্বদিন সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল।

সমস্ত শুনিয়া অনুপম মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল "কি চৌকশ ব্রেণ্‌! দেথ্‌লে কাল আমি ওখানে গেছি, অমনি খেলা সুরু! ভয় নেই, তৃপ্তি, দেবেনকে মদ খাইয়ে, জুয়ার আড্ডায় বসিয়ে,—ওই হ্যাণ্ডনোট লেখানোর মধ্যে অনেক গলদ, অনেক বে-আইনি জোচ্চুরি আছে। গুজব আগেই শুনেছি। দাঁড়াও, শঙ্করবাবুকে ডাকি।"

তখনি টেলিফোনে বন্ধুকে ডাক দিল। শঙ্করবাবু কি যেন প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে অনুপম জবাব দিল "বাঘের খেলা সুরু হয়েছে। শীঘ্র আসুন।"

পুনশ্চ কি একটা উত্তর আসিল। অনুপম হাসিয়া বলিল—"শুধু মূলতানি হিং নয়, কাশ্মিরী জাফ্রাণও চাই।"

আরও কি দুই একটা কথা হইল। রিসিভার ছাড়িয়া, অনুপম চাকরকে ডাকিয়া বলিল "ওরে, দুজন কাবুলিওলা এখনি কাশ্মিরী জাফ্রাণ বেচ্‌তে আস্‌ছে। এলেই আমার কাছে নিয়ে আস্‌বি।"

মাকে বলিল "মা, আপনার দুজন কাবুলি ছেলে আস্‌ছে'। একটু চা জলখাবারের জোগাড় করুন। তৃপ্তি তোমাদেরও আজ এখানে নিমন্ত্রণ।"

শুষ্কস্বরে তৃপ্তি বলিল "আমাদের যে কালাশৌচ।"

"ওহো, ভুলে গেছি। কিন্তু তোমাকে একটুক্ষণ বস্‌তে হবে, এ ঘরে। শঙ্করবাবু একজন গোয়েন্দা নিয়ে আস্‌ছেন। নার্ভাস্ হয়ো না দিদি, শুধু প্রকৃত ঘটনাগুলা তাঁদের বুঝিয়ে দাও। তারপর তাঁরাই সব ঠিক কর্‌বেন।"

সমস্ত দিনের উগ্র দুশ্চিন্তায় তৃপ্তি অবসন্নতা বোধ করিতেছিল। অনুপমের প্রস্তাবে এবার ভীত হইল। উদ্বিগ্নস্বরে বলিল "পুলিশ ফ্যাসাদে পড়ে শেষে আমাকে কোর্টে দাঁড়াতে হবে না কি?"

অনুপম গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ ভাবিল। তারপর বলিল "বল্‌তে পারি নে,—শেষ পর্য্যন্ত কোর্টে তোমায় যেতে হবে কি না। কিন্তু তাই যদি যেতে হয়, ভয় কি? যারা ন্যায়ের শত্রু, সমাজের শত্রু,—তাদের উগ্র যথেচ্ছাচার দমনের জন্য, ধর্ম্মের অনুরোধে সত্য কথা বল্‌তেই হবে। দেবেন ত প্রতারিত, সর্ব্বস্বান্ত হয়ে মারা গেছেই। তার মত আরও অনেক নির্ব্বোধ যাতে প্রতারিত সর্ব্বস্বান্ত না হয়, তার জন্য সমাজকে সতর্ক করা চাই। তোমার বিবেকের উপর নির্ভর কর। ভয়ের তাড়নায়, মিথ্যার পূজা কোরো না।"

তৃপ্তির ক্লান্ত অবসন্ন হৃদয়ে বিবেকের উজ্জ্বল দীপ্তি চমক হানিল। অন্তরে নবশক্তির সঞ্চার হইল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল "যারা নিজের বিবেককে হত্যা করেছে, তাদের মঙ্গল করেই বা কে?"

স্তব্ধ হইয়া আরও কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আমার অসহায় অবস্থার

কথা ভাব্‌ছি অনুপমদা, ছোট ভাই বোন দুটি নিয়ে থাকি। কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে বাস,—সঙ্গত হবে কি? ছোটবাবুর মত প্রবল শক্তিশালী লোকের শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষা কর্‌ব কি উপায়ে?"

অনুপম আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া দাড়ি কামাইতে ছিল। ক্ষুর নামাইয়া ফিরিয়া চাহিল। বলিল "তুমি ঈশ্বরের বিধান বিশ্বাস কর?"

তৃপ্তি ম্লানমুখে একটু হাসিল।

অনুপম ক্ষুর শানাইতে শানাইতে বলিল "এই ঝক্‌ঝকে-উজ্জ্বল সভ্যতার যুগে, এমন নিদারুণ পাড়াগেঁয়ে প্রশ্ন, উচ্চারণ কর্‌তে ভয় হয়। বিশেষতঃ স্কুল,—কলেজে-পড়া, একশ্রেণীর নাস্তিক বিদ্যাভিমানী উগ্র-উদ্ধত ছেলে-মেয়েদের কাছে। তোমায় চিনি,—তাই সাহস করে বল্‌ছি।"

বাধা দিয়া তৃপ্তি বলিল "অবিশ্বাস কর্‌বার মূলধন ব্যাঙ্কে জমা থাক্‌লে,—তুমি আমিও বিশ্বাস হারাতুম ভাই। ভগবানের অনুগ্রহকে ধন্যবাদ, ছোটবেলা থেকে আমরা বিস্তর দুঃখ কষ্টের ঘা খেয়েছি। মাথার উপর শয়তান মুরুব্বিও জোটে নি। কাযেই, ঐ সান্ত্বনার অবলম্বনটুকু আমাদের বড় মিষ্ট। হাঁ,—বিশ্বাস করি, ঈশ্বর মঙ্গলময়। তাঁর বিধানও অলঙ্ঘ্য!"

"তাহলে নিষ্কপট শ্রদ্ধায় ভগবানের উপর ভার দাও। আসুক বিপদ, আসুক দুঃখ-কষ্ট, আসুক ক্ষতি-বঞ্চনা,—আত্মিক-পৌরুষ উদ্যম সহকারে তার প্রতিকার চেষ্টা কর। চেষ্টার জন্যে দায়ী তুমি। সেখানে শুধু ভগবানের নামের দোহাই দিয়ে আলস্যে নিশ্চেষ্ট থাকা, আত্ম-প্রবঞ্চনা। কিন্তু তারপর?—"

"যা ভগবানের হাত থেকে আসে আসুক।"—জ্যাঠাইমা শান্তস্বরে জবাব দিলেন। তৃপ্তির পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন "ভয় কি মা?

দুষ্টের দমনের জন্যে ভগবান যুগে যুগে এত খাটুনি খেটেছেন, আর আমরা একটুও খাটব না? এত অপদার্থ, অমানুষ আমরা?"

ম্লান হাসিয়া তৃপ্তি বলিল "জ্যাঠাইমা, যুক্তি বুঝি বেশ। কিন্তু মার ভীরু প্রকৃতি আমার মধ্যেও খানিকটা আছে। তার প্রভাব কাটাতে পারিনে। আপনি একটু কাছাকাছি থাকবেন। আপনাকে দেখ্‌লে আমার সাহস হয়।"

অনুপম সাগ্রহে বলিল "বেশ ত। মা আপনিও তৃপ্তির সঙ্গে এঁদের সামনে বেরুবেন। পুলিশ হলেও এঁরা অতি ভদ্রলোক। আমার বিশ্বাস, যে কোন ভদ্রলোকের স্ত্রী কন্যা এঁদের সামনে অনায়াসে বেরুতে পারেন, আপনি ত—মা!"

জ্যাঠাইমা সম্মতি জানাইলেন।

নীচে হইতে চাকর হাঁকিয়া জানাইল, দুইজন কাবুলি জাফ্রাণ বেচিতে আসিয়াছে।

অনুপম ততোঽধিক হাঁকিয়া বলিল "ওদের ভিতরে নিয়ে আয়। মা জাফ্রাণ দেখে দর কর্‌বেন।"

ভারি জুতা ও সুদীর্ঘ লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে দুইজন কাবুলি চাকরের সঙ্গে দ্বিতলে উঠিল। অনুপম চাকরের হাতে দুটা টাকা দিয়া বলিল "যা। বাজার থেকে আট আনার কমলালেবু, আট আনার টাট্‌কা নোন্তা খাবার, আর এক টাকার সন্দেশ কিনে আন।"

তারপর কাবুলিদের সঙ্গে ঘোরতর আড়ম্বরের সহিত জাফ্রাণের দর-দস্তুর সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিতে করিতে পাশের ঘরে ঢুকিল।

চাকর বাজার গেল।

কিছুক্ষণ পরে পাশের ঘরে মার ও তৃপ্তির ডাক পড়িল।

কাবুলিরা চেয়ারে বসিয়াছিল। উভয়কে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নমস্কার বিনিময় হইল।

ছদ্মবেশ সত্বেও তৃপ্তি অনুমানে চিনিল একজন শঙ্করবাবু। আর একজন প্রৌঢ় বয়স্ক ব্যক্তি। সে লোকটির চোখে মুখে প্রশান্ত সদাশয়তা পূর্ণ, সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের একটা সুস্পষ্ট ছাপ অঙ্কিত।

লোকটি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তৃপ্তির আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া,—শান্ত স্নেহময় স্বরে বলিল "বেঠিয়ে মাঈ।"

তৃপ্তি আশ্বস্ত হইল। অপরিচিতের মুখে এই মাতৃ সম্বোধন, কে জানে কেন—বড় মিষ্ট বোধ হইল। মনে হইল এ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিলে—আর কিছু না হউক, ঠকিবার ভয় নাই।

শঙ্করবাবু জ্যাঠাইমার উদ্দেশে বলিলেন "প্রতিপক্ষ বড় ধূর্ত্ত, বড় কৌশলী; তাঁর গুপ্তচর চারিদিকে। আমাদের এই বেশভূষার ধৃষ্টতায় আপনারা অপরাধ নেবেন না, মা।"

আরও দুই চারিটা কথা হইল।

কিন্তু তৃপ্তি আড়ষ্ট। বিষম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইতে লাগিল···আঃ, ইঁহারা একে অপরিচিত, তাতে পুরুষ মানুষ।···একজন ভদ্রবেশী দুর্ব্বৃত্তের সম্বন্ধে অপ্রীতিকর সংবাদ ইহাঁদের কাছে কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে?

মহা সঙ্কটে পড়া গেল!···

শঙ্করবাবু সকলের অলক্ষ্যে তৃপ্তির দ্বিধাগ্রস্ত বিপন্নভাবটুকু লক্ষ্য করিলেন। চেয়ারের পিঠে হেলিয়া নিজের ঠোঁটে আঙুল রাখিয়া কি একটু ভাবিলেন।

তারপর সোজা হইয়া বসিলেন। অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে তৃপ্তির দিকে চাহিয়া শান্তভাবে সবিনয়ে বলিলেন "দেখুন, প্রথমেই আপনাকে জর্জ্জ

এলিয়টের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই। "দুর্ব্বল এবং অজ্ঞ মানুষ জাতের প্রত্যেক ভুলকে আমরা এক একটা পরীক্ষা বলে মনে কর্‌তে পারি এবং সে পরীক্ষার ফল আমরা ইচ্ছা কর্‌লে লাভ করতে পারি।" অতএব অনুরোধ করছি, এ পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানসিক দুর্ব্বলতা দমন করুন। শুধু সত্যের জন্য সত্য প্রকাশ করুন।"

তৃপ্তি খানিকটা সাহস পাইল। ধীরভাবে সমস্ত কথা বলিল। প্রৌঢ় জ্ঞানবাবু খুঁটিয়া খুঁটিয়া আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিলেন। তৃপ্তি অকপটে সত্য বলিল।

অনুপম ও শঙ্করবাবুর সম্বন্ধে ছোটবাবুর ঘৃণা অবজ্ঞাব্যঞ্জক মন্তব্য শুনিয়া জ্ঞানবাবু হাসিলেন। বলিলেন "হবেই ত! বাবাজীর পিত্তি যে শঙ্কর জ্বালিয়ে রেখেছেন। সে সব কেলেঙ্কারীর কথা থাক্। মায়েরা রয়েছেন। কিন্তু তাঁর 'বাড়া ভাতে ছাই' দিয়ে ভাল কর নি শঙ্কর, সে রাগ তিনি মরেও ভুলবেন না। দেখ্‌ছ ত, এই মেয়েটির কাছেও কুৎসা করেছেন।"

হাসিয়া অনুপম বলিল "তাঁর লাখ টাকা দামের ব্যভিচার-গর্ব্ব একদা শঙ্করবাবুর বুটের ঠোক্করে গুঁড়ো হয়েছে, সে খবর রাখি। কাযেই শঙ্কর-বাবুর 'এক পয়সা দামের সস্তা ব্রহ্মচর্য্যকে' তিনি গাল পাড়বেন বৈ কি। গায়ের জ্বালা ত জুড়োনো চাই। তা হলেও I congratulate yon শঙ্করবাবু, আপনার ব্রহ্মচর্য্যকে তিনি নগদ এক পয়সা দাম দিয়েছেন!"

শঙ্করবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নিরুত্তরে মৃদু হাসিলেন। জ্ঞানবাবুও হাসিলেন। বলিলেন "সেও সৌভাগ্য।"

জ্যাঠাইমার মুখ অন্ধকার হইল। উঠিয়া বলিলেন "জল খাবারের ব্যবস্থাটা দেখি। তৃপ্তিকে আর দরকার আছে না নিয়ে যাব?"

জ্ঞানবাবু সবিনয়ে বলিলেন "না মা, আর একটু দরকার। এ সব অপ্রিয় প্রসঙ্গের মধ্যে এই বাচ্চা মেয়েটিকে আটকে রাখ্‌তে আমারও দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু উপায় নাই। ওই কদর্য্য রুচির নর-রাক্ষসটির কবল থেকে এই অল্পবুদ্ধি অনভিজ্ঞ বেচারার উদ্ধারের ব্যবস্থাটা করা চাই।"

শঙ্করবাবু দু হাত হাঁটুর উপর রাখিয়া নতমুখে বলিলেন "না sir, ইনি অনভিজ্ঞ হতে পারেন, অল্পবুদ্ধি ন'ন। তা যদি হতেন, তাহলে মহাদেববাবুর শয়তানির ফাঁদে পা দিতেন। একান্ত নির্জ্জনে, নিরিবিলিতে তাঁর কাছে সহজ উপায়ে ঋণ পরিশোধের সৎপরামর্শ টা শুন্‌তে যেতেন। অনুপম বাবুর কাছে আস্‌তেন না।"

"এক্সকিউজ মি শঙ্কর! অনেক তথাকথিত শিক্ষিত অশিক্ষিত মেয়ের বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করেছি। হতাশ হয়ে ঠিক করেছিলাম ওই জাতটাই অল্পবুদ্ধি। নিয়মের ব্যতিক্রম থাকে, ভুলেই গেছি।"

জ্যাঠাইমার দিকে চাহিয়া জ্ঞানবাবু বলিলেন "আচ্ছা আসুন আপনি। বিশ্বাস করে আধ ঘণ্টার জন্য মেয়েটিকে আমাদের জিম্মায় রাখুন।"

স্মিতমুখে সম্মতি জানাইয়া জ্যাঠাই-মা প্রস্থান করিলেন।

চিন্তিতমুখে অনুপম বলিল "বাস্তবিক, ওঁর ধাপ্পাবাজিতে বিশ্বাস করে, তৃপ্তি যদি নির্জ্জনে দেখা কর্‌তে রাজি হোত, সহজ উপায়ে ঋণ পরিশোধের কোন শ্রেণীর সৎপরামর্শ উনি দিতেন?"

জ্ঞানবাবু বলিলেন "অনুমান করা শক্ত নয়। দুশ্চরিত্র লোকের— সহজ উপায়, দুষ্প্রবৃত্তি! মনে পড়ে স্বদেশী আন্দোলনের দিনের উন্মাদনার কথা? হুজুগের তাড়ায় সকলে যখন আত্মহারা, তখন দেশনেতাদের দলে ভিড়ে এই ধূর্ত্ত লম্পটের দল কুলকন্যাদের উদ্দেশে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছিল,—"সতীত্ব কুসংস্কার, কুরুচি, সঙ্কীর্ণতা! দেশের

সেবায় সে কুসংস্কার ভাসিয়ে দাও!" সৌখিন ভাববিলাসী অপরিণামদর্শী, মেয়েরা, ছেলেরা,—উত্তেজনার মাথায় সেদিন ভেসেই পড়ল। কত উজ্জ্বল আশাদীপ্ত জীবন, কত শান্তির সংসার ছারখার হয়ে গেল। মাঝখান থেকে এই ধূর্ত্ত শেয়ালের দল নিজেদের কদর্য্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে নিলে! এ-ক্ষেত্রেও বাগে পেলে, এই অসহায় বিপন্ন মেয়েটির দুর্দ্দশার সুযোগ তিনি ষোলআনা নিজের স্বার্থ-সাধনে লাগাতেন, সন্দেহ নাই।"

অন্তরে অন্তরে তৃপ্তি শিহরিল। বহির্জগতের সহিত তাহার পরিচয় শুধু পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে। সংসারের অতি কুটিল, কুচক্রী লোকেরা কত কৌশলে নিরীহ সরল নরনারীদের প্রবঞ্চিত করে, তাহার প্রত্যক্ষ স্বরূপ স্বচক্ষে দেখে নাই। শুনিয়াছে মাত্র।

মনে হইল, তেমনি একটা সংঘর্ষের সাম্‌নে আসিয়া আজ দাঁড়াইয়াছিল! ভাগ্যে-ভাগ্যে পরিত্রাণ পাইয়াছে!

১৪

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জ্ঞানবাবু বলিলেন "দেবেনবাবুর হস্তাক্ষর আপনি ঠিক চিনেছেন, সে কথাটা স্বীকার কর্‌লেন কেন?"

"সত্যকে ত অস্বীকার কর্‌তে পারিনে।"

"পারাই উচিত এ-সব ক্ষেত্রে। শঠের সঙ্গে শঠতাই আবশ্যক।"—ভদ্রলোকের কণ্ঠে যেন অনুনয় কোমলতা অতি মিষ্ট সুরে বাজিল।

এই বয়স্ক মাননীয় ব্যক্তির মুখের উপর প্রতিবাদ করা অশোভন ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক। কিন্তু তবু ওই সততা-বিরোধী প্রস্তাবটা, অন্তরে বড় আঘাত দিল। আরক্তমুখে তৃপ্তি ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

অনুপম কি যেন বলিবার উপক্রম করিল, ভদ্রলোকটি ইঙ্গিতে তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন "বল্‌ছি আপনাদের ভালর জন্যেই। এই তের শো টাকা দেনা, যদি ন্যায়সঙ্গত বলে সাব্যস্তই হয়, শোধ করবেন কি উপায়ে?"

তৃপ্তি উত্তর দিল—"সদুপায়ে, পরিশ্রম করে।"

হো হো শব্দে উচ্চ হাসি হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন "সাহস ত খুব! যে-দেশের এম, এ,—বি, এ পাশ বেকার ছেলেরা অন্নাভাবে আত্মহত্যা করছে, সে-দেশের ম্যাট্রিক পাশ মেয়ের জন্য সদুপায় আছেই বা কি,—পরিশ্রমের মূল্যই বা কত? বরঞ্চ গাঁটকাটার ব্যবসায় পয়সা আছে।—নিছক সদুপায়ের মূল্য—নির্জ্জলা একাদশী! পারবেন?"

"পারব। কিন্তু অসদুপায়ের একটা পয়সাকে—আমি কেউটে সাপের মত ভয় করি।"

"উঃ, আপনি দেখ্‌ছি ঘোরতর নীতিবাগীশ! পান ত মাত্র চল্লিশ। তাতে ভাইবোন দুটির খাওয়া পরা চালিয়ে নিজের চালিয়ে, কত টাকা মাসে মাসে দেনা শোধে দেবেন?"

"পনের—কুড়ি। আরও দু একটা প্রাইভেট টিউশনি যোগাড় করতে পারি ত—"

"পারবেন এত খাটতে?"

"আমি অনাহারে অনিদ্রায় খাটতে রাজি আছি। যদি সদুপায়ে উপার্জ্জনের পথ পাই।"

মাথ নাড়িয়া ভদ্রলোক বলিলেন "এই ভণ্ডামি ভরা দেশের কাছে সততার মূল্য চাইবেন না। এখানে পয়সা উপার্জ্জনের একমাত্র পথ—বোল্ড্‌লি ধূর্ত্ততা, ছলনা, চাতুরী, অসাধুতা। পার্‌বেন?"

সবিস্ময়ে তৃপ্তি বলিল "আপনি আমায় ভয়ানক দমিয়ে দিচ্ছেন। সত্যিই কি দেশে মানুষ নাই?"

গম্ভীর হইয়া ভদ্রলোক বলিলেন "যাঁরা আছেন তাঁরা মরেই আছেন। কোন ক্ষমতা নাই তাঁদের। হাঁ, ক্ষমতার রাজদণ্ড এখন অমানুষের হাতে। মেয়েদের সদুপায়ে উপার্জ্জনের পথ, আজকের দিনে বড় বিপদ-সঙ্কুল, প্রতি পদে অপমানজনক। কত ধাক্কা সইবেন?"

স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত সেই মিথ্যা কুৎসাপূর্ণ বেনামী দরখাস্ত গুলার কথা তৃপ্তির মনে পড়িল। মিথ্যা টিকে নাই সত্য,—কিন্তু আক্রমণের অগ্নিদাহে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়াছিল ত কম নয়! আরও কত দুর্গতি,—কত মিথ্যা দুর্নাম অদৃষ্টে আছে, কে জানে? এই ত কলির সন্ধ্যা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তৃপ্তির অবসাদক্লান্ত মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে করিতে ভদ্রলোক হঠাৎ সোৎসাহে বলিলেন "তার চেয়ে এক কায করুন।

ঝেড়ে জবাব দিন,—‘ওই হ্যাণ্ডনোট গুলা আপনার ভাইয়ের লেখা নয়’। তারপর উনি করুন নালিশ, করুন আদালতে প্রমাণ—কোথা হ্যাণ্ডনোট লেখা হয়েছিল। সত্যি টাকা আদান-প্রদান হয়েছিল কি না;—আমুন সাক্ষী। সেই সাক্ষীই—ওঁর মরণ ফাঁদ!”

যোড়হাত করিয়া আরক্তমুখে উত্তেজিতকণ্ঠে তৃপ্তি বলিল “মাফ কর্‌বেন। আমার যত দুর্গতি হয় হোক, মিথ্যা কথা বল্‌তে পারব না। হাতের লেখা আমি যে স্পষ্ট চিনেছি। নিজের ন্যায়কে ধর্ম্মকে আমি অপমান করতে পারব না।”

“কিছুতেই না?”

“কিছুতেই না।”

“যদি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গাছতলায় দাঁড়াতে হয়?—”

“তা হলেও না। আমার ধর্ম্ম, আমার কাছে।—”

“এবং সেই ধর্ম্মই আপনাকে সব বিপদে রক্ষা করবে,—এ বিশ্বাস রাখ্‌বেন।”—

শঙ্করবাবুর দিকে চাহিয়া ভদ্রলোক সহাস্য প্রফুল্লমুখে বলিলেন “তোমার ধারণা অভ্রান্ত। ইনি অনভিজ্ঞ, কিন্তু অল্পবুদ্ধি ন’ন। মনের দৃঢ়তা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়েছি।”

শঙ্করবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

অনুপম স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল “বাঁচা গেল মশাই, আপনার ওকালতি প্যাঁচের মোচড় দেখে আশঙ্কা হয়েছিল,—বেচারা তৃপ্তির স্নায়ুগুলা বুঝি আর সহ্য কর্‌তে পারে না!—”

তৃপ্তির দিকে চাহিয়া ভদ্রলোক বলিলেন “কি মনে হয়? আমি একটি নিষ্কপট শয়তান, নয়?”

তৃপ্তি অপ্রস্তত, লজ্জারক্ত। ক্ষুব্ধ ভাবে বলিল "আমার একটা বিষম দুর্ব্বলতা আছে, কেউ ঠাট্টা করে মিথ্যা কথা বল্‌লেও বুঝতে পারিনে।—ভদ্রলোকে মিথ্যা কথা বলতে পারেন,—সেটা ধারণাও কর্‌তে পারিনে।"

হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন "আঃ, লেখা পড়া শিখে শেষে এই মূর্খতা! আজকের দিনে, মিথ্যা, চুরি, প্রবঞ্চনা, ধূর্ত্ততা, ধাপ্পাবাজি,—এগুলা সম্ভ্রান্ততার পরিচায়ক, মাননীয় আর্ট! যদ্দিন এগুলোয় অভ্যস্ত না হবেন, বারণ কর্‌ছি—লোক সঙ্গে মিশবেন না। ঠক্‌বেন তা হলে। ওই ছেলেপুলে গুলার দলে মিশে বোকা হয়ে থাকুন। হাঁ, ভাল কথা, আমার ছোট মেয়েটার বুদ্ধি কিছু বিপজ্জনক মাত্রায় তীক্ষ্ণ।—যা দেখে তাই চট্ করে শেখে।—তা সে খেমটা নাচই হোক, বা ভাগবতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই হোক,—শিখবে নিখুঁৎ, বেওজর!—এ সব ছেলে-মেয়েকে সতর্ক হয়ে শিক্ষা না দিলে সঙ্গীন্ ব্যাপার দাঁড়ায়। হুঁসিয়ার শিক্ষয়িত্রী খুঁজছি। শুধু অ, আ, ই, ঈ, শেখাবার জন্যে নয়, নৈতিক চেতনা উদ্বোধনের জন্যে। নেবেন তার ভার?"

তৃপ্তি ভয়ে ভয়ে বলিল "নিতে পারি। কিন্তু আপনার বাড়ীতে যেয়ে পড়ানো, আমার পক্ষে—"

"নিন্দার বিষয় হবে, নয়? আচ্ছা রোজ বিকালে সাড়ে পাঁচটার সময় তাকে আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দেব। সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত দু-ঘণ্টা পড়িয়ে শুনিয়ে ছেড়ে দেবেন, চাকর বসে থাকবে। সঙ্গে নিয়ে যাবে। শঙ্কর, তোমার ছেলেকেও দাও না, ঐ সঙ্গে। এক বয়সী নয়? সেও তো বছর সাতের!"

শঙ্করবাবু নির্লিপ্ত ভাবে বলিলেন "হাঁ। বেশ, সেও আস্‌বে।"

"কত নেবেন বলুন? ছুটি ছাত্র ছাত্রী। ঘণ্টাপিছু তিন টাকা করে ছ' টাকা? প্রত্যেকের জন্য।"

লজ্জিত হইয়া তৃপ্তি বলিল "যা আপনাদের সুবিধা হয়—"

"আঃ, একটু দর কস্‌তে শিখুন। বলুন অন্ততঃ পাঁচ টাকা করে দশ টাকা। শেষে আটটাকায় রফা হোক!—"

হাসিমুখে নমস্কার করিয়া তৃপ্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল "ওই টুকু ছোটদের শিক্ষার জন্যে তিন টাকা যথেষ্ট। তার বেশী নেওয়া এ বাজারে —অন্যায়। কিন্তু আমার এই দেনাটা ন্যায়সঙ্গত কি না,—সেটা তদন্ত করার জন্য কত পারিশ্রমিক আপনারা নেবেন অনুগ্রহ করে বলুন।"

জ্ঞানবাবু শঙ্করবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন, শঙ্করবাবু অনুপমের মুখপানে চাহিলেন। তিন জনেই হাসিলেন।

অনুপম বলিল "কার্য্যোদ্ধার ত হোক। তারপর পারিশ্রমিক। যাও, এঁদের জলখাবারটা আনো।"

মিনিট দশ পরে কাবুলিদ্বয় অনুপমের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৫

পরদিন বৈকালে স্কুল হইতে ফিরিয়া তৃপ্তি বিশ্রাম করিতেছিল। ঝি আসিয়া খবর দিল "যে ছেলেমেয়ে দুটির পড়্‌তে আসার কথা ছিল, তারা চাকরের সঙ্গে এসেছে।"

তৃপ্তি বলিল "ছেলেদের ভিতরে নিয়ে এস, চাকরকে বাইরে র'কে বস্‌তে বল।"

বই শ্লেট লইয়া ছয় সাত বছরের দুটি স্বাস্থ্যসুন্দর প্রিয়দর্শন পরিচ্ছন্ন-বেশী ছেলেমেয়ে বাড়ী ঢুকিল। তৃপ্তি সমাদরে তাহাদের বসাইল। নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, অলস-কৌতূহল ভরে তাহাদের পাঠ্য পুস্তকগুলা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

ততক্ষণে মণি ও সুধা আসিয়া ছেলেমেয়ে দুটির সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিল। মেয়েটি বয়সে ছোট, নাম মায়া। অতিশয় শান্তশিষ্ট নিরীহ ধরণের। কপালের গড়ন দেখিলে বোঝা যায়, উৎকৃষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি। কচি গলার আধ-আধ মিষ্ট সুরে অনর্গল কথা বলে। সুধার জিজ্ঞাসার উত্তরে এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল—তাহারা দুই বোন, তিন ভাই। দিদি সব চেয়ে বড়, বিবাহ হইয়াছে, শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে। একটি ছেলে হইয়াছে। দাদারা স্কুলে পড়ে। সবাই লোক ভাল, মায়াকে ভালবাসে। শুধু ছোটদা বলে মায়াকে ড্রেণের মধ্যে ফেলিয়া দিবে এবং অসভ্য জামাইবাবু বলেন মায়ার গান তাঁহার ভাল লাগে—অতএব যত আপত্তিই থাক, মায়াকে তিনি বিবাহ করিবেন। কিন্তু মায়ার মতে জামাইবাবুর সে আবদারটা ঘোরতর অবাধ্যতার পরিচায়ক। মা, বাবা, খুব ভাল লোক।

ছেলেটির প্রকৃতি মেয়েটির ঠিক বিপরীত। নূতন লোকের সঙ্গে সহজে কথা বলিতে পারে না। যা বলে, তা ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়া বলে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল, তাহার কোন ভাই বোন নাই। শুধু ঠাকুমা, পিসিমা, বাবা, কাকা আছেন। মা তাহার খুব ছোট বেলায় মারা গিয়াছেন। মাকে মনে পড়ে না। কাকা ও পিসিমা তাহাকে খুব ভালবাসেন। বাবা অফিসের কাযে দিনরাত বাহিরে ঘোরেন। বাড়ীতে আসেন শুধু ঠাকুমাকে প্রণাম করিতে, আর পূজাহ্নিক করিতে। কখন খান, কখন ঘুমান, দেখিতেই পাওয়া যায় না।

পরের পারিবারিক তত্ত্বে মনোযোগ দিবার মত মনের অবস্থা তৃপ্তির ছিল না। অন্য মনে সে ভাবিতেছিল, স্কুলে প্রচলিত "গাদায় নমঃ" ধরণের শিক্ষাদান-পদ্ধতি ছাড়িয়া, মনোবিজ্ঞান নির্দ্দেশিত কৌশলে শিক্ষা দিয়া এই দুটি শিশুকে মনের মত ভাবে গড়িয়া লইবে। সে জন্ত শিক্ষয়িত্রীর চাই, প্রচুর ধৈর্য্য, সতর্কতা, পরিশ্রম,—কর্ত্তব্যদায়িত্ব বোধ। হউক ক্লেশ। না জুটুক, এ-বাজারে ন্যায্য পারিশ্রমিক।—কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্যই! বাঁধা গতের পথে গিয়া ফাঁকি দিয়া পয়সা লইবে না।

তবু আধা অন্তমনস্কতার ভিতর ছেলেটির কথাগুলা কাণে পৌছিল। শঙ্করবাবু বিপত্নীক শুনিয়া চট্ করিয়া মনে পড়িল ছোটবাবুর সেই তিক্ত শ্লেষ—! মনে পড়িল সেই প্রসঙ্গে অনুপমের মন্তব্য। ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত অর্থ এবার বুঝিল।

মনে মনে হাসিল। এক শ্রেণীর ব্যভিচার-গর্ব্বিত নরনারীরা নিজেদের কলুষিত প্রবৃত্তিটা বাহাদুরীর বিষয় মনে করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে

চায় না, অপরের পবিত্রতা বোধও তাহারা হিংস্র আক্রোশের চক্ষে দেখে! প্রবৃত্তি কলুষিত পথে ধাবিত হইলে মানুষ এমনই ইতর হয় বটে! এমনই কদর্য্য রুচি তাহার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে! কি বিপজ্জনক, এই মানুষগুলির সংশ্রব!

থাক পরচিন্তা। নিজের কর্ত্তব্যপালনে মন দেওয়া যাক।

ছেলেটির পিঠে হাত রাখিয়া স্নেহময়স্বরে বলিল "তোমার নাম কি খোকা?"

ছেলেটি বলিল "আমার নাম শ্রীমুক্তিপ্রকাশ সরকার।"

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলিল "আল্ আমাল্ নাম—কুমালী মায়ালানী দে।"

তৃপ্তি বলিল "হুঁ মনে আছে। মায়া—আর মুক্তি। কিন্তু তোমার 'র' উচ্চারণ হচ্ছে না মায়া, ভাবিয়ে তুল্লে। চেষ্টা কর, চেষ্টা কর,—বল তো—র—।"

বার কতক ল ও ড় উচ্চারণ করিয়া তৃপ্তির স্বরানুকরণে মায়া শেষে পরিষ্কার ভাবে র উচ্চারণ করিল। খুশী হইয়া তৃপ্তি বাহবা দিল।

কিন্তু ছেলেটিকে পড়াইতে বসিয়া তৃপ্তি মনে মনে বিস্মিত হইল! এ যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সুশিক্ষার দিব্য সমাবেশ।

প্রশ্ন করিয়া জানিল সে কোন পাঠশালা বা স্কুলে পড়ে নাই। বাড়ীতে কাকা ও পিসিমার কাছে পড়ে। বাবা বলিয়াছেন আর খানিক শিখিলে তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন।

প্রশ্ন করিয়া আরও জানিল, তাহার কাকা বি, এ, পাশ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিতেছেন। চাকরি হইলে বাবা তাঁহার বিবাহ দিবেন। না, কাকা তাহাকে বই মুখস্ত করাইয়া, শিখান না। খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে, গল্প বলিতে শিখান।

তৃপ্তি মনে মনে আনন্দ বোধ করিল। শিশু মস্তিষ্কের উপর এইরূপ সদয় ব্যবহারই সুবিচার।

মনে পড়িল নিজের ছাত্রীদের কথা। দীর্ঘকাল হইতে স্কুলে যাহারা নির্ব্বোধ অমনোযোগী 'গাধা মেয়ে' নামে বিখ্যাত ছিল, তৃপ্তির শিক্ষাধীনে তাহাদের না কি হঠাৎ মাথা খুলিয়া গিয়াছে বলিয়া একটা প্রবাদ ছাত্রী মহলে রটিয়াছে!

কিন্তু তৃপ্তি মনে জানে,—সে ছাত্রীদের মাথা খোলে নাই। খুলিয়াছে শুধু নিজের হৃদয়। নিষ্কপট স্নেহে তাহাদের আকর্ষণ করিয়া, ধৈর্য্য ও সতর্কতার সহিত শিক্ষা গ্রহণের পথ দেখাইয়াছে মাত্র। তাহারা নিজের আগ্রহে এখন শিক্ষালাভের জন্য উন্মুখ।—

ছাত্র ছাত্রী দুটির বুদ্ধিমত্তায় তৃপ্তি খুশী হইল। পড়াশুনা আরম্ভ হইল।

আট দশ দিন কাটিয়া গেল। ছেলেমেয়ে দুটি নিত্য পড়িতে আসে। কিন্তু জ্ঞানবাবু বা শঙ্করবাবুর তদন্তের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

ছোটবাবুর বাড়ী হইতে দুই দিন ঝি আসিয়া নিমন্ত্রণ জানাইল—"সত্য নারায়ণের ব্রত কথা, ভাই বোনদের নিয়ে যাবেন, বাবু বিশেষ করে বলে দিলেন।"—"আজ রেডিও'তে ভাল গান হবে, শুনতে যাবেন।"—ইত্যাদি।

তৃপ্তি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া জানাইল—"সময়াভাব।"

জ্যাঠাইমা শুনিয়া শঙ্কিত হইলেন।

পরদিন রাত্রে শুইতে আসিয়া চুপি চুপি জানাইলেন "জ্ঞানবাবু অনুপমের দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন—তদন্ত চলিতেছে, এখনও কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ছোটবাবুর লোক আসিলে যেন

বলা হয়,—আরও পনের কুড়ি দিন পরে সঠিক সংবাদ দেওয়া হইবে। আর তৃপ্তি যেন ছোটবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত না হয়।”

তৃপ্তি ক্ষুণ্ণ হইল। পরের উপর নির্ভর করিয়া এই ফল হইল? কথার ঠিক রাখিতে পারিল না, এটা ভাল হইল না।

মনে মনে অনেক কিছু ভাবিল। প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সহিত পরামর্শ করিল। তাঁহাকে অনুরোধ জানাইল, “যেখানে হউক উচ্চ বেতনে একটা স্থায়ী চাকরি ঠিক করিয়া দিন।”

শিক্ষয়িত্রীর মুখ গম্ভীর হইল। চশমা খুলিয়া টেবিলে রাখিয়া দুহাতে চোখ রগড়াইতে লাগিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন “তোমার বয়স অল্প, যেখানে সেখানে তোমায় পাঠাতে পারি না। অবশ্য তোমার বিবেচনার উপর শ্রদ্ধা রাখি।—কিন্তু ভদ্র আবেষ্টন ছাড়া—না তৃপ্তি, কোথাও তোমার যাওয়া হবে না। আমাদের সময়ে অকারণ লাঞ্ছনার উগ্রতা যথেষ্ট ভোগ করেছি। এখন ঢের সুবিধা তোমরা পাচ্ছ। তবু বল্‌ছি, সাবধান।”

অনেক আলোচনার পর শিক্ষয়িত্রী পুনশ্চ বলিলেন “ধর যদি দূরদেশে চাকরি পাও, ছোট ভাই বোনকে কোথা রেখে যাবে?”

“সঙ্গে নিয়ে যাব।”

“হুঁ। পারিবারিক জীবনের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, এখন তোমার পক্ষেও মঙ্গল নয়, ওদের পক্ষেও নয়। আর একটি কথা তৃপ্তি, —বলছি কিছু মনে কোর না। যদি সোজাসুজি বিবাহ করে গৃহস্থালী পাত্‌তে চাও, পেত। নিষেধ করব না। কিন্তু তা যদি না কর,—তাহলে অনুরোধ করছি—উচ্চ-আদর্শ-বর্জ্জিত কাব্য, গান,—থিয়েটার, বায়স্কোপ, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে প্রমোদভ্রমণ বা—চিত্ত চাঞ্চল্যকর যা কিছু

উৎসব উত্তেজনা—তা থেকে দূরে থেক। শুধু লোকনিন্দার ভয়ে বল্‌ছি না। পবিত্র কর্ম্মজীবনের পক্ষে—বাস্তবিক ও-সব উত্তেজনা ক্ষতি কর।"

তৃপ্তি সবিনয়ে বলিল "ধন্যবাদ। যুক্তিযুক্ত কথাই বলেছেন, বিয়ের কথা বল্‌ছেন? আমার অবস্থায় ওটা করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। পিতৃমাতৃহীন ভাই-বোন দুটিকে মানুষ করার জন্যে আমায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ কর্‌তে হবে।"

"কিন্তু যদি কোন হৃদয়বান অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক তোমায় বিয়ে করেন! যদি ভাই-বোনের ভার নেন?"

"ধনীর অনুগ্রহের কাছে ভাই-বোনকে অন্নদাসত্ব করতে পাঠাব? আমার মতে সেটা—নীচতা। না। যতক্ষণ ক্ষমতা আছে, নিজেই খেটে খুটে ওদের ভার বইব। দেনা শুধ্‌ব। কারুর সাহায্য চাই নে।"

"তোমার মনের আভিজাত্য দেখে খুশী হলাম। হাঁ, কোন নীচতার কাছে মাথা নুইও না। নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কর, তোমার জীবনের আদর্শ। আমি খোঁজ নিচ্ছি, দেখি তোমার জন্যে কি কর্‌তে পারি।"

কোন দিকেই কিছু সুবিধা জুটিল না। মাসখানেক কাটিল।

অসহনীয় উৎকণ্ঠার উপর আবার উৎকণ্ঠা বাড়িল। সংবাদ আসিল অনুপমের স্ত্রী পিত্রালয়ে প্রসব হইয়া ভয়ানক অসুখে পড়িয়াছে। জ্যাঠাইমা ও অনুপম সেখানে গিয়াছেন।

বেশী দূর নয়। ভবানীপুর। তবু মনে হয় সে যেন বহুদুর। ছোটবাবু কোন গোলমাল বাধাইলে সাহায্য করিবে, এমন সাহসী প্রতিবেশী কেহ নাই।

সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া তৃপ্তি ও সুধা সময় কাটাইতে লাগিল।

মায়া ও মুক্তি নিয়মিত আসে। রাত্রি সাড়ে সাতটা বা আটটা বাজিলে চলিয়া যায়। যতক্ষণ তাহারা থাকে, ততক্ষণ তাহাদের চাকর বাহিরে বসিয়া থাকে। মনে হয়, এই তিনটা প্রাণী,—প্রকাণ্ড সহায়। উহারা চলিয়া গেলে, আতঙ্ক হয়। ভাড়াটে দোকানদারদের বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না। একে দোকানদার, তাতে নিম্ন শ্রেণীর লোক। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর লোকগুলা যেরূপ প্রকৃতির হইয়া থাকে, উহারাও তাই। উহাদের উপর বিশ্বাস নির্ভর রাখা, মূঢ়তা।

পুলিশ কর্ম্মচারী দুইটি সেই যে আশ্বাস দিয়া ডুব মারিয়াছেন, আর সাড়াশব্দ নাই। মায়া ও মুক্তির কাছে সন্ধান লইয়া জানিয়াছে, তাঁহারা ঘোরতর কার্য্যব্যস্ত। প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

মন বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ত্রাসিত-ব্যাকুল চিত্তে ভগবানকে স্মরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখিতে পায় না।

দুই দিন পরে খবর আসিল বধূ একটু ভাল আছে। মাকে লইয়া অনুপম দুই চারিদিনের মধ্যে বাড়ীতে আসিবে।

সেদিন রবিবার। মায়া ও মুক্তি আসে নাই। সন্ধ্যায় দুই বোনে খাওয়া সারিয়া দুয়ারে খিল লাগাইয়া দোতলায় গেল। পড়াশুনা চলিতে লাগিল।

রাত্রি ন'টার পর ভাড়াটে বুড়া দুয়ারের কড়া নাড়িয়া হাঁক দিল, "মণিবাবু, দুয়ার খুলুন। দরকার আছে।"

প্রথমে বুঝিতে পারিল না, কে কাহাকে ডাকে। লোকটা শেষে সুধাকে ডাকিল। সুধা দোতলার জানালা খুলিয়া বলিল "কি দরকার?"

লোকটি বলিল "একজন ভদ্দর নোক আপনাদের কি বল্‌তে এসেছেন, নীচে নেমে আসুন।"

ভীত হইয়া সুধা বলিল "এত রাত্রে? কোথা থেকে ভদ্দর লোক এসেছেন? কি নাম?"

এক অপরিচিত বৃদ্ধ চড়া গলায় হাঁকিয়া বলিল "নাম বল্‌লে চিন্‌তে পারবে না। নেমে এস। তোমার দিদির সঙ্গে দেখা করা আবশ্যক।"

লোকটির কথার সুরে এমন দম্ভ ও প্রভুত্বব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ পাইল যে তৃপ্তি ও সুধা রীতিমত বিচলিত হইল। কেমন একটু রাগও হইল। সুধাকে সরাইয়া দিয়া তৃপ্তি নিজেই জানালায় মুখ বাড়াইল। বলিল "রাস্তার এদিকে একটু সরে আসুন। কি আবশ্যক বলুন।"

তিনজন লোক বাতায়নের দিকে সরিয়া আসিল। রাস্তার গ্যাসের আলোয় দেখা গেল একজন বুড়া দোকানদার, একজন অপরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক, আর একজন—সর্ব্বনাশ! স্বয়ং ছোটবাবু!

ছোটবাবু মোলায়েম স্বরে বলিলেন "একটু জরুরি কাযে আমরা এসেছি।"

তৃপ্তির সর্ব্বাঙ্গে কালঘাম ছুটিল।

আত্মদমন করিয়া বলিল "বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই। জ্যাঠাইমাও আসেন নি। এ সময় দেখা করা? মাফ করবেন। অন্য সময়ে আসবেন।"

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ইনি ছোট আদালতের একজন সম্ভ্রান্ত উকিল। এর বাড়ীতে ভাল মাইনের এক টিউশনির জন্যে আপনার সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে চান। আপনার উপকারের জন্যেই আসা হয়েছে। নেমে আসুন। বুড়া মানুষ, পাঁচবার ঘোরাঘুরি করতে পারবেন না।"

একে ছোটবাবু! তায় উকিল! · আবার লাভজনক টিউশনি?··· নিশ্চয় কোন প্যাঁচালো ফন্দি!···

কাশিয়া কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া তৃপ্তি বলিল "যা দরকার অনুগ্রহ করে লিখে পাঠাবেন। দেখা সাক্ষাতে ও-সব কথা ঠিক করা আমার পক্ষে সুবিধা নয়। আসুন এখন, নমস্কার।"

"শোনো, শোনো। মাইনে খুব বেশী। তাই আমি তোমার জন্যে সুপারিশ করে এঁকে ধরে এনেছি। মোটর এঁর দাঁড়িয়ে আছে। দুমিনিটে কথা শেষ করে ইনি চলে যাবেন। শীঘ্র এস।"

কি ভয়ানক অযাচিত সহৃদয়তা!

সন্দেহ ঘনাইয়া উঠিল।

তৃপ্তি পুনশ্চ কি একটা বলিতে যাইতেছিল, সহসা ছোটবাবুর মুখের উপর তীব্রোজ্জ্বল টর্চ্চের আলো ফেলিয়া সশব্দে জুতা ঠুকিতে ঠুকিতে

একজন কনেষ্টবল আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। জলদগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করিল ব্যাপার কি ?

ছোটবাবু থতমত খাইলেন। আলাপ ঔৎসুক্যে হঠাৎ পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া বলিলেন "আচ্ছা, তাহলে ওই কথাই রইল। আসুন।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া তিনি বেশ একটু ব্যস্ততার সঙ্গেই মোড়ের দিকে চলিলেন।

বুড়া দোকানদার স্থানুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। কনেষ্টবল তাহাকে ধরিয়া নিম্নস্বরে কি সব প্রশ্ন করিতে লাগিল।

সব বোঝা গেল না। কিন্তু অপরিচিত বৃদ্ধটি যে যথার্থই একজন উকিল, দোকানদার তাঁহাকে চেনে, এইটুকু বোঝা গেল। তিনি না কি নিম্নশ্রেণীর দোকানদার সমাজের খুব প্রিয়পাত্র, একজন অসাধারণ ফন্দিবাজ উকিল! ফন্দিবাজির চোটে না কি তিনি দিনকে রাত করিতে পারেন। পুলিশকেও ঘায়েল করিয়া ছাড়েন। আসামীরা বেকসুর খালাস পায়!—' ইত্যাদি।

কনেষ্টবলটি হাসিয়া কি একটা বিদ্রূপাত্মক মধুর বচন বর্ষণ করিয়া চলিয়া গেল।

তৃপ্তি স্তব্ধ হইয়া সব শুনিল। দুশ্চিন্তায় গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না। দুর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ছোটবাবুর অসাধ্য দুষ্কার্য্য কিছুই নাই। একজন হীন প্রকৃতির ফন্দিবাজ উকিলকে সঙ্গে লইয়া এত রাত্রে তিনি যে সদুদ্দেশ্যে তৃপ্তির সম্বন্ধে অনধিকার চর্চ্চা করিতে আসিয়াছিলেন, ইহা কখনই সম্ভব নয়।

বিনিদ্রনয়নে তৃপ্তি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এ-জানালায় ও-জানালায় উঁকি দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিল সব সময়েই দুই

একজন পুলিশ-প্রহরী হয় তাহাদের গলিতে, নয় ত মোড়ের মাথায় পায়চারি করিতেছে।

ভাবিল, কলিকাতায় আজকাল পুলিশ প্রহরীদের ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে।

আশ্বস্ত হইয়া শেষ রাত্রে ঘুমাইল।

পরদিন সন্ধ্যায় জ্যাঠাইমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন "বধূর সঙ্কট-অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে। এখন বড় দুর্ব্বল। অনুপম কোথা হইতে কি একটা সংবাদ পাইয়া ব্যস্ততার সহিত তৃপ্তিদের তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছে। বলিয়া দিয়াছে, যাহাই ঘটুক তৃপ্তি যেন ভয় না পায়। এ-পাড়ায় পুলিশের গোয়েন্দারা খুব সতর্ক হইয়া ঘুরিতেছে। অত্যাচারীকে হাতে-হাতে ধরিবার একটা সুযোগ তাহারা খুঁজিতেছে। কাল তৃপ্তি যদি সাহস করিয়া আগন্তুক দুইজনকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিত, তবে হইত ভাল।—পুলিশ প্রস্তুত ছিল। কালই একটা হেস্ত-নেস্ত হইয়া যাইত। অবশ্য তাতে তৃপ্তিকে একটু ঝামেলা পোহাইতে হইত। পুলিশ এখন অন্য উপায়ে চেষ্টা করিতেছে।

তৃপ্তি হতভম্ব হইয়া বলিল "ও! তাই পাহারা ওলাটা হঠাৎ হাজির হোল। কিন্তু হেস্ত-নেস্ত কি হোত, তা তো বুঝলাম না।"

জ্যাঠাইমা বলিলেন "কে জানে বাছা, আমিও বুঝিনে। কি সব জাল জোচ্চুরি করে ওরা তোমায় ফাঁদে ফেলবার যোগাড় করছে, পুলিশ টের পেয়েছে। কাল সেই জন্যেই উকিল নিয়ে এসেছিল, কি না-কি সই করাতে।"

তৃপ্তি স্তম্ভিত, নিশ্চুপ! ছোটবাবুর শয়তানি-প্রতাপ এত বড়!

সে রাত্রে জ্যাঠাইমা তাহাদের কাছে রহিলেন।

পরদিন কি-একটা পর্ব্বের জন্য স্কুল বন্ধ। এক শিক্ষয়িত্রী-বান্ধবী দেখা করিতে আসিলেন। মেয়েটি বয়সে তৃপ্তির চেয়ে পাঁচ সাত বৎসরের বড়। এখনও কুমারী। মা ভাই বোন সকলে বর্ত্তমান। আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। অতএব পয়সার জন্য ট্রেনিং পাশ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে কোন এক বিদ্যালয়ে চাকরি লইয়াছিলেন। স্কুলের সেক্রেটারীর অপমান-সূচক আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া চাকরিতে ইস্তফা দিয়া ফিরিয়াছেন। সম্প্রতি এক প্রৌঢ় বিপত্নীক অর্থবান ভদ্রলোকের সঙ্গে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

সেক্রেটারীর অভদ্র আচরণের উদাহরণ উল্লেখ করিতে করিতে মেয়েটি ক্ষোভের সহিত বলিল "শিক্ষয়িত্রীদের এঁরা এতই হীনচক্ষে দেখেন! অথচ একটা "গাল ফুলো গোবিন্দ'র মা" প্যাটার্ণের ফিল্ম একট্রেসের কি খাতির ওঁদের কাছে!"

তৃপ্তি হাসিল। বলিল "জহরের আদর জহুরীর কাছে।"

ক্ষুব্ধস্বরে মেয়েটি বলিল "সত্যি তৃপ্তি, তোর যে রকম চেহারা-মূর্ত্তি, যে রকম চটপটে ভাবভঙ্গি, তাতে ফিল্মে গেলে এতদিনে হাজার হাজার টাকা রোজকার করতিস্।"

"বেশ্যার স্বর্ণালঙ্কার দেখে সতীকন্যা প্রলুব্ধ হয় না।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া তৃপ্তি বলিল "পিতৃমাতৃহীন অসহায় ভাই বোন দুটির মঙ্গলের জন্য আমি সব রকম ছোট চাকরি মায় ঝি রাঁধুনির কায করতে প্রস্তুত। কিন্তু আত্মসম্মান, আর মনুষ্যত্ব যাতে ক্ষুণ্ন হবে, এমন কায করতে প্রস্তুত নই।"

মেয়েটি উন্মনাভাবে বলিল "হয়ত এই ভাই বোন একদিন জুতোর ঠোক্কর মেরে কৃতজ্ঞতার মূল্য শোধ করবে।"

প্রশান্ত হাস্যে তৃপ্তি বলিল "জগতের নিয়ম তাই। মনকে সেজন্য প্রস্তুত রাখাই উচিত।"

মেয়েটি বলিল "তৃপ্তি আমি ভয়ানক ঠকেছি। আজ পয়সা জোটাতে পারছি নে বলে, আমি সকলের চক্ষুশূল হ'য়েছি। "ভাইবোন সবাই আমার সঙ্গে দারুণ অসদ্ব্যবহার করছে।"

তৃপ্তি মনে মনে ব্যথিত হইল। সংবাদগুলা পূর্ব্বেই শুনিয়াছে, নূতনত্ব বা বৈচিত্র্য নাই। মেয়েদের উপার্জ্জনে নির্লজ্জভাবে প্রতিপালিত হইতে চায়, এমন অনেক শ্রমকুণ্ঠ আলস্য-বিলাসী ব্যক্তি এ সংসারে আছে। তাহাদের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

কথাটা ভাবিতে গিয়া হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়িল। স্কুলের লাইব্রেরীতে এ বছর যে সব উপন্যাস ও গল্পের বই ছোকরা-মেম্বর বাবুরা নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন তার অধিকাংশই অবকাশ সময়ে পড়িয়াছে। সে সব গল্পের নায়িকারা প্রত্যেকেই ধনী এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ব্যারিষ্টার-কন্যা। তাঁহাদের কেউ বিবাহিতা, কেউ অবিবাহিতা! কিন্তু প্রত্যেকেই দারুণ স্বেচ্ছাচার-সম্পন্না। তাঁহারা গভীর রাত্রে একা অকুতোভয়ে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান এবং রাজ্যের ওঁচাটে, জুয়াচোর-লম্পট-গুণ্ডা প্রকৃতির ব্যক্তি দেখিলেই তদ্দণ্ডে তাহাকে গভীর ব্যাকুলতায় নায়ক পদে বরণ করিয়া ফেলেন!

তারপর চলে কিছুকাল উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা, অবশ্য নায়িকার পয়সায়! পরে—কপর্দ্দকশূন্য সেই ইতর বদমাইসকে রাজা করিবার জন্য ব্যারিষ্টার-কন্যাদের কি সাধ্যসাধনা! কিন্তু নায়ক হঠাৎ পদাঘাতে রাজত্বসহ রাজকন্যাকে হঠাইয়া দিয়া বীরদর্পে উধাও হয়!···সকরুণ দৃশ্য!

ব্যারিষ্টার-কন্যাদের লাঞ্ছনা দেখিলে দুঃখ হয় !

হাতের কাছে এমনিতর একখানা বই ছিল। দেখাইয়া তৃপ্তি বলিল "আমরা ত আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে বিব্রত। এটা অতি সাধারণ, তুচ্ছ কথা। শিক্ষিত অভিজাত কন্যাদের সম্বন্ধে একশ্রেণীর লোকের মনোভাব লক্ষ্য করেছ ? তাঁদের কাছে এরা কি চায়,—দেখেছ ?"

মেয়েটি একটু হাসিয়া বলিল "তুমিও পড় না-কি এসব ? হাঁ পরের পয়সায় চোয়াড়ে আরাম করার লোভটা ওদের যে কত প্রবল, তার পরিচয় প্রকট হয়েছে ওতে।"

"সত্যের চেয়ে গল্প বেশী বিপজ্জনক।"

"বলতে পার, লেখকের লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়টা কি ? কি উদ্দেশ্যে ওরা এই সব কদাচারের স্তব গান করে ?"

"বোধহয় মানুষের নৈতিক-চেতনা থাকাটা ওঁরা ভীরুতার পরিচয় বলে মনে করেন। সেই ভীরুতার উচ্ছেদসাধন মানসে, নৃশংস উত্তেজনায় মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে আঘাত করে আনন্দ পান। উদ্দেশ্য সাধু।"

"এক শ্রেণীর নর নারী আছে, যারা ধর্ম্মনীতি, আইন বল্‌তে জগতে কিছু নেই, এটা মনে কর্‌তে স্বস্তি বোধ করে। এ সব মতবাদ তাদের রুচির পক্ষে অত্যন্ত তৃপ্তিকর।"

"হুঁ। তাদের মতে—স্পর্দ্ধার সঙ্গে ব্যভিচারের স্রোতে ভেসে পড়াই উন্নতির লক্ষণ। ব্যভিচারকে দুর্জ্জন-সৃষ্ট-কদাচার বলে ঘৃণা করাই—অধঃপতন, এই তাঁদের অভিমত। হেড্ মিষ্ট্রেস বইগুলি নিজহাতে ছিঁড়ে দিচ্ছেন।"

"বায়স্কোপ, থিয়েটার, রেষ্টুরেণ্ট, চপ্, কাটলেট, রুজ, পমেটম, গয়না কাপড়ের উপর যাদের মোক্ষ নির্ভর করছে, এমন মেয়ে সংসারে আছে

হয়ত কতকগুলো।—কিন্তু তাদের নিয়ে সমস্ত জগৎটার কারবার চল্‌ছে না।—"

"কিন্তু ওদের সমস্ত কারবার তাদের নিয়ে। তাও অক্ষম পঙ্গু কল্পনা-বিলাসিতায়। তাদের সত্যিকার খরচ জোটাতে কত নির্ব্বোধ ধনীসন্তান উচ্ছন্নে গেছে,—আজও যাচ্ছে, সে খবর এই সুবিধাবাদীর দল রাখে না। কিম্বা জেনে শুনে চেপে যায়।"

"না চাপ্‌লে যে অন্ন মারা যায়।"

কিছুক্ষণ অন্যান্য কথার পর তৃপ্তি বলিল "তুমি তাহলে এবার বিয়ে-থা করে সংসার পাততে চল্‌লে ?"

"হাঁ। তোমাকেও সেই পরামর্শ দিচ্ছি। জীবন-সংগ্রামে অনর্থক বিধ্বস্ত হোয়ো না। স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকই। পয়সা উপার্জ্জন করা পুরুষদেরই শোভা পায়। মেয়েদের ধাতে সে কষ্ট সহ্য হয় না।"

তৃপ্তি স্মিতমুখে বলিল "অনেক পুরুষ আছে, তাদের ধাতেও সহ্য হয় না। কুঁড়ের অন্ন জগতে কোথাও নেই। আমাদের হেড্ মিষ্ট্রেসকে কত পরিশ্রম করতে হোত, দেখেছ ?"

"ছেড়ে দাও তাঁর কথা। বিধবাকে নিজের কাচ্চা বাচ্চা মানুষ করবার গরজে খাট্‌তে হোত।"

"ওই গরজ বড় বালাই। নিজের সংসারে প্রত্যেক গৃহিণীকেও যথেষ্ট পরিশ্রম কর্‌তে হয়, তবে সংসার চলে। তুমি বিয়ে কর্‌ছ, আমি খুব সুখী। তোমার গৃহিণী-জীবন সার্থক হোক, এই কামনা। কিন্তু সে জীবনেও পরিশ্রম আছে, ভুলো না।"

"এ রকম গৃহিণী-জীবন লাভ করতে তোমার কামনা হয় না তৃপ্তি ?"

অদূরে খাটে মণি ঘুমাইতেছিল। তার দিকে হাত বাড়াইয়া তৃপ্তি

বলিল "না।—সর্ব্বান্তঃকরণে বল্‌ছি—না। হয়ত এরাই বড় হয়ে একদিন আমার সঙ্গে কৃতঘ্নতা করবে। তবু—যতক্ষণ এরা অসহায়, ততক্ষণ এদের সব দায়িত্ব আমার মাথায়।"

"তাহলে মাথা দেউলে হয়ে গেছে। কিসের জন্যে এই আত্মত্যাগ তৃপ্তি?"

বিনীত কোমলস্বরে তৃপ্তি বলিল "আমি যে, বড়।"

একটু থামিয়া বলিল "এরাই আমার গৃহ। এইখানে আমিও—গৃহিণী,—ভগিনী,—মাতৃধর্ম্মব্রতা।"

ছোটবাবুর ঝি দশ পনের দিন অন্তর তাগাদায় আসিত। প্রতিবারেই তৃপ্তি ঢোক গিলিয়া কষ্টে সৃষ্টে মিথ্যা ওজর দেখাইয়া সময় লইত।

নিজের অর্থাভাব-ক্লিষ্ট অবস্থার উপর রাগ হইত। বাস্তবিক, পয়সার যোগাড় থাকিলে, এই নীচাশয় ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করার চেয়ে অর্থদণ্ড দিয়া মুক্তি কিনিত। হউক সেটা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া। ইতরের সংস্রব ত ঘুচিত।

সুধা ভয়ে মুহ্যমান হইত। এক এক সময় দুঃখের সহিত বলিত "পড়া বন্ধ করে আমি শুদ্ধ যদি উপার্জ্জনে লাগি, ছোটদার দেনা শোধ শীঘ্রি হয়। নার্শিং শিখ্‌তে যাব?"

তৃপ্তি ধমক দিয়া বলিত "যা করছিস্, আগে তাই কর।"

মায়া ও মুক্তি প্রত্যহ পড়িতে আসে। হঠাৎ এক দিন তাহাদের সঙ্গে আসিলেন,—শঙ্কর বাবুর বিধবা মা ও বিধবা ছোট বোন এবং জ্ঞানবাবুর স্ত্রী। জ্যাঠাইমা সঙ্গে।

সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের বসাইল। শোনা গেল মায়া ও মুক্তির কাছে তৃপ্তির গল্প শুনিয়া তাঁহাদের কৌতূহল হইয়াছিল। তাই জ্যাঠাইমার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া এখানেও আসিলেন।

কিছুক্ষণ সাধারণ শিষ্টালাপ সদালাপের পর তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। তৃপ্তি লক্ষ্য করিল শঙ্কর বাবুর মা ও ভগিনী যেন বিশেষ মনোযোগের সহিত সুধাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গেলেন। সুধার এবং নিজের বিবাহ

সম্বন্ধে তৃপ্তির অভিমত কি, তাহাও জানিতে চাহিলেন। তৃপ্তি নিজেদের অবস্থা-সঙ্কটের কথা উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গটা চাপা দিল।

জ্ঞানবাবু ও শঙ্করবাবু তাহার কাযের কি কতদূর করিলেন সে-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে কুণ্ঠা বোধ হইল। তাঁহারাও সে-সম্বন্ধে কোন কথা তুলিলেন না।

আরও কয়েকটা দিন দুশ্চিন্তায় কাটিল।

একদিন ভোরে রাস্তায় বহুলোকের ছুটাছুটি হৈ-চৈ শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। ব্যাপার কি বুঝিল না। ঠিকা-ঝি আসিয়া ডাক দিল। দুয়ার খুলিতেই সে ভিতরে ঢুকিয়া বসিয়া পড়িল। আতঙ্করুদ্ধ স্বরে বলিল "ওগো দিদিমণি, একপাল পুলিশ এসে ছোটবাবুর বাড়ী খানাতল্লাসি করছে। কি ভিড় জমেছে গো!"

স্নায়ুমণ্ডলী প্রচণ্ড চমক খাইল। তৃপ্তি দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল।

ঝি বলিতে লাগিল "গড় করি মা সেই হ্যালা খ্যাপা চাকরটার পায়ে। সেই যে ছেলেমেয়ে দুটিকে আপনার কাছে পড়াতে নিয়ে আস্‌ত? সে চাকরটা কম নয়। ওদের দুটোকে বাড়ীতে ঢুকিয়ে দিয়ে সে সারাক্ষণ পাড়ার পথে পথে ঘুরে বেড়াত। এ-বাড়ী ও-বাড়ীর চাকরদের সঙ্গে গল্প করত। পানের দোকানে গিয়ে বসে থাকত। আমিও যে কতদিন তার সঙ্গে কথা বলেছি, কি হবে মা! ভয়ে আমার গা কাঁপ্‌ছে।"

"কি হয়েছে তাতে?"

"সে পুলিশের গোইন্দা। এখন সবাই বলাবলি করছে—খ্যাপা সেজে থাকত। আজ পোষাক এঁটে এসেছে। আমার এ কি ফ্যাসাদ হোল? কদ্দিন যে তার সঙ্গে কথা বলেছি।"

"কি কথা?"

"এই ঘর-সংসারের কথা। দুঃখ-ধান্ধার কথা। ক'বাড়ীতে ঠিকে কায করি, তাও বলেছি।...পুলিশকে ত বিশ্বাস নাই।"

"নেই, আবার আছেও। ভাগ্যে দেশে পুলিশ আছে, তাই তুমিও করে খাচ্ছ, আমিও—। যত বাড়ীতে তুমি পার, খাটো। পুলিশ সেজন্যে ফ্যাসাদে ফেল্‌বে না তোমায়। ওদের কাণ্ডজ্ঞান আছে, ওরাও মানুষ।"

ঝির শান্তিলাভ হইল না। বিলাপ চলিল—হায় সে কেন পুলিশের সংশ্রবে গেল!

ঘণ্টা দুই পরে অনুপম বাড়ী ঢুকিল। বলিল "শোন তৃপ্তি, কাল রাত্রে এক জুয়ার আড্ডায় আমাদের মান্যবর ছোটবাবু সদলে গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিশ বাড়ী সার্চ্চ করে গেল। অনেক জাল দলিল, জাল চেক, বে-আইনি তমস্থক, হ্যাণ্ডনোট পাওয়া গেল। দেবেনের মত আরও অনেক নির্ব্বোধকে প্রতারিত করে তিনি অনেক দুষ্কার্য্য করেছেন। গবর্ণমেণ্টকেও ঠকিয়েছিলেন, এবার ধরা পড়লেন। কে বলে ধর্ম্মের বিচার নাই?"

"ছোটদার হ্যাণ্ডনোটগুলা?"

"পেয়েছি। সাক্ষীও মিলেছে। বে-আইনি ব্যাপার।"

"কাবুলির দেনা সত্যি নয়?"

"সম্পূর্ণ মিথ্যে। জুয়ার আড্ডায় হ্যাণ্ডনোট বাজি রেখে হেরেছিল চারশো। আর বাকী—"

"বাকী?"

নিশ্বাস ফেলিয়া অনুপম বলিল "বেশ্যার দালালি বাবদ ছোটবাবুর ফি! দেবেন মারা গেছে, দুঃখের বিষয়। কিন্তু বেঁচে থাকলে আজ

তারও নিষ্কৃতি ছিল না। তার মার্ফৎ কতকগুলা বিশ্রী কায, মায় জাল চেক পর্য্যন্ত ভাঙিয়েছেন। তাকেও ভয়ানক ফ্যাসাদে জড়িয়ে রেখেছিলেন।"

"উঃ, ছোটদা মরে নি তাহলে, বেঁচেছে।"

"হাঁ বেঁচেছে। নিশ্চিন্ত হও। গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী। মামলা অত্যন্ত গুরুতর। তোমার আর দেনার দায়িত্ব নাই। ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে—প্রবাদটা সত্য।"

বিদায় লইয়া অনুপম প্রস্থান করিল।

ছোটবাবুর মামলা লইয়া পাড়ায় হুলুস্থুল চলিতে লাগিল। শোনা গেল, আইনের সামনে যে সব প্রমাণ দাখিল হইতেছে, তাহা অত্যন্ত সাংঘাতিক। সে সকল প্রমাণ ব্যর্থ করা শক্ত। ছোটবাবু বাড়ী, গাড়ী, এস্টেট বন্ধক দিয়া, বহুসংখ্যক উকিল ব্যারিষ্টার লাগাইয়াছেন। তাঁহারা ছোটবাবুর অর্থে হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া মহা সমারোহে ছোটবাবুকে বাঁচাইবার কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে।

তৃপ্তি নিজের কাযে নিমগ্ন। কেহ ছোটবাবুর সম্বন্ধে কথা শুনাইতে আসিলে বাধা দিয়া বলিত "বড়লোকদের মামলা শোনবার সময় আমার নাই। পরনিন্দা, পরকুৎসায় এ গরীবের দরকার কি?"

দরকার না থাকিলেও গরীবের কাণে ঢের কথা পৌছাইত। ছোট-বাবুর বিপদ লাঞ্ছনায় তৃপ্তি বেদনা বোধ করিত। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিত "সৎ হইবার, সম্মানিত হইবার সব সুযোগ পাইয়াও, এই লোকটি শুধু দুষ্প্রবৃত্তি-দোষে ইতর হইয়াছে। শোচনীয় অধঃপতন!"

গোলমালে কয় মাস কাটিল।

একদিন স্কুলে পৌছিতেই প্রধান শিক্ষয়িত্রী তৃপ্তিকে ডাকিয়া বলিলেন "এই নাও। তোমার দু-খানা দরখাস্তের জবাব এসেছে। জলপাইগুড়ির স্কুলে স্থায়ী চাকরি নিতে পার, শঙ্করপুরের রাণীও তাঁর বিধবা মেয়ের শিক্ষয়িত্রীরূপে তোমায় নিতে সম্মত। কিন্তু এ চাকরী অস্থায়ী। তিন চার বছরের জন্য মাত্র। তবে সুবিধা এই, এখানে মাইনে বেশী, খাটুনি কম। নিজের পড়াশুনা কর্‌তে সময় পাবে।"

বিনা দ্বিধায় তৃপ্তি বলিল, "এই কায নেব।"

"চাকরি অস্থায়ী।"

ম্লান হাস্যে তৃপ্তি বলিল "আমিও চিরস্থায়ী নয়। আয়ু অনিশ্চিত। ভাই বোন দুটির সুশিক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি পয়সার যোগাড় করা চাই। শিক্ষানুরাগিণী ভদ্রমহিলা যেখানে প্রভু, সেখানে নিশ্চিন্ত হয়ে কায করা চল্‌বে।"

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন "আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি, রাণীসাহেবা অতি মহৎ, সাধুপ্রকৃতির মহিলা। আভিজাত্যের সৌজন্য যথেষ্ট। কিন্তু এক দুর্ব্বলতা, সকলকে নিষ্কপট সরলতায় বিশ্বাস করেন। দৈবাৎ সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা নষ্ট হলে, আর রক্ষা থাকে না।"

"কঠোর ন্যায়-পরায়ণা ?"

"হাঁ। অত্যন্ত চরিত্র-নিষ্ঠাবতী।"

স্মিতমুখে তৃপ্তি বলিল "এই প্রভুই চাই। মহৎ প্রাণ প্রভুর দাসত্ব করা শ্লাঘার বিষয়।"

"তাহলে আজ ছুটির পর তাঁর কাছে চল। তিনি এখন ভবানীপুরে রয়েছেন। আমি নিজে তোমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেব।"

শিক্ষয়িত্রী তৃপ্তিকে সঙ্গে লইয়া রাণীসাহেবার কাছে গেলেন। তৃপ্তির আদ্যোপান্ত পরিচয় রাণীসাহেবাকে জানাইতে তিনি আগ্রহের সহিত তৃপ্তিকে গ্রহণ করিলেন।

ঠিক হইল আগামী মাসের পয়লা তারিখ হইতে তৃপ্তি কাযে যোগ দিবে। রাণীসাহেবা যে কয়মাস কলিকাতায় থাকিবেন, তৃপ্তি নিজের বাড়ী হইতে আসিয়া ছাত্রীকে পড়াইবে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি দেশে ফিরিবেন, তৃপ্তিকে সঙ্গে যাইতে হইবে।

মাহিনা আপাততঃ এক শো পনের টাকা। রাণীসাহেবা আশ্বাস দিলেন ভবিষ্যতে আরও বাড়িতে পারে।

আরও জানাইলেন ভাই-বোনকে তৃপ্তি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে। তাহাদেরও রাজ-অন্তঃপুরে স্থান হইবে।

প্রশ্ন করিলেন "তুমি অল্পবয়স্কা হিন্দু-কুমারী। হঠাৎ বিবাহ স্থির করে চাকরি ছাড়বে না ত ?"

তৃপ্তি সবিনয়ে বলিল "যতদিন না উপযুক্ত অর্থ যোগাড় করে ছোট বোনের সৎপাত্রে বিবাহ দিতে পারব, যতদিন না ছোট ভাইকে শিক্ষিত উপার্জ্জনশীল মানুষ করতে পারব, ততদিন বিবাহ করা, এ গরীবের পক্ষে অসম্ভব। এদের দায়িত্ব স্কন্ধে থাকতে স্বামীর সংসারে মনোযোগ দেওয়া উচিতও নয়। ইচ্ছাও নাই। আমার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করুন।"

"বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখতে পারবে ?"

"পিতৃমাতৃহীন অসহায় ভাই-বোনের দায়িত্ব যে আমার কাঁধে।"—কথা বলিতে বলিতে তৃপ্তির চোখে জল আসিল।

তৃপ্তির স্নেহ-প্রবণতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের গভীরতা লক্ষ্য করিয়া রাণী-সাহেবা প্রীত হইলেন। বলিলেন "তোমার কায দেখে পরে বিচার হবে। জেনে রাখ, বিশ্বাসীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে আমিও জানি। অস্থায়ী চাকরি স্থায়ী হতেও পারে।"

অভিবাদন করিয়া তৃপ্তি বিদায় লইল।

ফিরিবার পথে গাড়ীতে বসিয়া শিক্ষয়িত্রী বলিলেন "যদি আমার ছেলেমেয়েদের কলকাতায় বসে পড়াবার দায়িত্ব না থাকত, তাহলে আমি আমার এই চাকরি ছেড়ে আজ ঐ চাকরিতে ঢুকতাম। এই রাজবাড়ীতে আমার বাবা দীর্ঘকাল চাকরি করে গেছেন। এক সময় আমরা এঁদের

ঘনিষ্ট সংশ্রবে বাস করেছি। রাণীর sentiment সম্বন্ধে গোটাকতক কথা তোমায় জানাই। কার্য্যক্ষেত্রে সেগুলা তোমার কাযে লাগ্‌বে।”

তৃপ্তি বলিল, “বলুন।”

“এঁদের রাজত্ব এখন বহু সরিকের অংশে বিভক্ত। এঁর স্বামী ছিলেন রাজ্যের একাংশের মালিক। বড়লোকের ছেলে সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে, তিনিও তাই ছিলেন। স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য রাণী বড় অশান্তি ভোগ করেছেন। অনাচারের ফলে তিনি অকালে মারা গেলেন। বিস্তর দেনায় সম্পত্তি খুব দায়গ্রস্ত করে গেছলেন।”

“এখন ?”

“দায় মুক্ত। কিন্তু জ্ঞাতিশত্রু ঢের। একমাত্র কচি মেয়ে নিয়ে রাণী বিধবা হন। বহুবার বর্ব্বর স্বভাব জ্ঞাতিদের চক্রান্তে রাণীর ধন প্রাণ বিপন্ন হয়েছিল। নিজের সততা, সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরে নিজেকে আর মেয়েকে বাঁচান। নিজে দেখে শুনে একটি সৎস্বভাব, বিদ্বান গরীবের ছেলেকে জামাই করেছিলেন। সত্যি মিথ্যে জানি না, শোনা যায় জ্ঞাতিদের চক্রান্তে, কোন রকমে তাঁকে বিষ দিয়ে মারা হয়েছে। রাণী এখন তরুণী বিধবা মেয়ে নিয়ে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত।”

“দুশ্চরিত্র, পরস্বলোভী, জ্ঞাতিশত্রু যাদের চারিদিকে, তাদের বিপদের পরিমাণ সহজানুমেয়।”

“এখন, রাণীর প্রধান উদ্দেশ্য—মেয়েকে সুগঠিত, শক্তিসম্পন্না করা। সব অবস্থায় আত্মরক্ষার শিক্ষা দেওয়া।—”

“চার দেওয়ালের বেড়ায় কাউকে আটকে রাখ্‌লেই তার নিরাপদ নির্ব্বিঘ্নতার ব্যবস্থা সব চেয়ে ভাল হয়, এ ধারণা তাহলে রাণীসাহেবার নাই ?”

"না—কারণ রাণী নিজে ভুক্তভোগী। বৃহৎ পরিবারের সংশ্রবে থাকেন। অনেকের অনেক নির্ব্বুদ্ধির পরিণাম দেখে শিখেছেন। এঁর এক জাঠশ্বশুরের বিধবা মেয়ে, ঐ রকমভাবে কড়া পাহারায় বন্দী থেকেও শোচনীয় ভুল করে ফেলেছিল। কি পাপে কি হোল, জানি না, শেষে তাঁদের সংসারটা ছারখার হয়ে গেল।"

দেবেন্দ্রের কথা তৃপ্তির মনে পড়িল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "সয় না, সব পাপ সবাইকে সয় না। যাদের সয়ে যায়, তাদের আপাততঃ ভাল। কিন্তু ভবিষ্যতের দুর্ভোগ একটা থাকেই।"

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন "রাণীর সেই অভিজ্ঞতায় প্রচণ্ড ভয়। আধুনিক শিক্ষার গলদও খুব ভাল করে দেখেছেন। এঁর এক জ্ঞাতি পরিবার—তথাকথিত শিক্ষিত, সুসভ্য। সে পরিবারের এক বিবাহিতা মেয়ে শিক্ষিত স্বামীর সঙ্গে কোনও dancing club এর member হয়েছিলেন। তার পর সঙ্গগুণে,—ক্রমে সর্ব্ব সংস্কার মুক্তির স্বর্গীয় হাওয়ায় ভাসলেন তিনি। তার পর যা সব দুর্ঘটনা হোল, সেগুলা তোমার শুনে কায নেই। কিন্তু রাণীসাহেবা, তা থেকে শিক্ষা পেয়েছেন অনেক।"

"যাদের বুদ্ধি ধারালো, তারা দেখেই শেখে। ঠেকে শেখে—বোকারা।"

"সেই জন্যে রাণীসাহেবার ভয়ানক ঝোঁক,—সৎপ্রকৃতির শিক্ষয়িত্রী নির্ব্বাচনে। এর আগে রেখেছিলেন দু-জন। কিন্তু একজন এঁদের পারিবারিক ব্যাপারে অনধিকার চর্চ্চা করে খস্‌লেন। আর একজন—অন্যদিকে গোলমাল করে সরে পড়্‌লেন। এবারেও আট-দশ জন উচ্চশিক্ষিত মেয়ের দরখাস্ত পড়েছিল। কিন্তু সন্ধানে,—তাঁদের সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট পাওয়া গেল না। একটি মাত্র ভাল পাওয়া গিয়েছিল,

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি যক্ষ্মার আসামী।...তোমার সম্বন্ধে সব জানি, তাই সাহস করে বল্‌তে পেরেছিলাম। ভগবানের ইচ্ছায় ওদিক থেকে আমার মুখ রক্ষা হয়েছে। এখন তুমি ঠিক ভাবে কর্ত্তব্যপালন করলেই আমি আনন্দিত হব।"

"আপনার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ব। আশীর্ব্বাদ করুন, শুধু নিজের বা এঁদের নয়,—যেন ভগবানের কাযের যোগ্য হই।"

১৯

তৃপ্তির নূতন চাকরির সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

জ্যাঠাইমা ধমক দিয়া বলিলেন "সে কি? বুড়ো হাব্ড়া নও,—ছেলে-মানুষ মেয়ে তুমি। বিদেশে পরের ঘরে, পরের দোরে কোথায় গিয়ে পড়ে থাকবে?"

সহাস্যে তৃপ্তি বলিল "রাগ করবেন না জ্যাঠাইমা। এখনো দু-বছর রাহুর দশা আছে। প্রবাসের দুঃখ শিরোধার্য্য করে সে দুর্ভোগটা কাটিয়ে দিই।"

"বিদেশে—আপদ আছে বিপদ আছে—"

"স্বদেশেই বা কম কি? ভগবান ছোটবাবুর মঙ্গল করুন। দুঃখ তো আপনাদের যথেষ্ট দিয়েছি। এ তো বরং স্বস্তি,—সেখানে ছোটবাবু নেই।"

জ্যাঠাইমা ভাবিয়া বলিলেন "অন্দরে নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবাদের কাছে থাকার ব্যবস্থা। সঙ্গ অবশ্য খুব ভাল। তাহলেও তোমার বয়স অল্প—"

উৎসাহের সহিত তৃপ্তি বলিল "হিসেব করে দেখেছি জ্যাঠাইমা, এই চার বছর,—হঠাৎ না মরি তো,—কম্‌সে কম্ হাজার পাঁচেক জমাব। তারপর মণি, সুধাকে কলকাতায় পড়ানো আমার পক্ষে খুব সহজ হবে।"

"সুধার বিয়ে দিতে হবে না? নিজের বিয়ে করতে হবে না?"

"তাতেও টাকা চাই। সৎপাত্রই বা পাচ্ছি কোথা?"

জ্যাঠাইমা নিশ্বাস ফেলিলেন। অনুপম চিন্তিত হইল। কিন্তু কোন বিরুদ্ধ মন্তব্য করিল না।

গোলমালে দিন কাটিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে তৃপ্তি নূতন চাকরিতে ভর্ত্তি হইল। প্রত্যহ রাজবাড়ী হইতে গাড়ী লইয়া দু'বেলা লোক আসিত। তৃপ্তিকে লইয়া যাইত, আবার দিয়া যাইত। রাজকুমারী হিন্দু-বিধবার নিষ্ঠাচারে থাকেন। প্রত্যহ সকালে পূজাপাঠ সারিয়া বেলা আটটা হইতে দশটা এবং বৈকালে চারটা হইতে ছ'টা পর্য্যন্ত পড়েন। তাঁহার বার ব্রত উপবাসের দিন তৃপ্তির ছুটি থাকিত।

একদিন অবকাশ সময়ে তৃপ্তি রামায়ণ পাঠ করিয়া রাণী সাহেবাকে শুনাইল। তৃপ্তির স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট কণ্ঠস্বর, বিশুদ্ধ সুস্পষ্ট উচ্চারণ এবং সশ্রদ্ধ পাঠভঙ্গি রাণীকে মুগ্ধ করিল। তিনি খুশী হইয়া নিয়ম করিয়া দিলেন ছুটির দিনে তৃপ্তিকে আসিয়া শাস্ত্র পাঠ শুনাইতে হইবে। সেজন্য আলাদা দক্ষিণা পাইবে।

তৃপ্তি মহা লজ্জায় পড়িল। আরও লজ্জায় পড়িল, যখন বার, ব্রত, পর্ব্ব, ছাত্রীর জন্মদিন ইত্যাদি উপলক্ষে খাদ্য, বস্ত্র, ও নগদ পুরস্কার জুটিতে লাগিল।

অবশ্য এ-সব উপলক্ষে রাজবাড়ীতে ছোট বড় সবাই পুরস্কৃত হয়। অতএব আপত্তি চলিল না।

তৃপ্তি প্রাণপণ নিষ্ঠায় কর্ত্তব্যপালন করিতে লাগিল।

মাস দুয়ের মধ্যে সে রাণীসাহেবার ও রাজকুমারীর মনে একটা বিশিষ্ট শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করিল। রাজকুমারী খুব উৎসাহের সহিত পড়িতে লাগিলেন।

যথা সময়ে সুধা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিল।

সেদিন কি একটা বিশেষ পূর্ণিমার ব্রত ছিল। রাণীকে পাঠ

শুনাইয়া তৃপ্তি বাড়ী ফিরিতেছিল। মোড়ের মাথায় গাড়ী হইতে নামিতেই জ্যাঠাইমার ঝি বলিল "এস বাছা, তোমার জ্যাঠাইমা ডাক্‌ছে। মণি, সুধা এবাড়ীতে এসেছে।"

জ্যাঠাইমার বাড়ীতে ঢুকিয়া তৃপ্তি আশ্চর্য্য হইল। বহু লোকের হৈ-চৈ হাসি গল্পে বাড়ী মুখর!

দেখা গেল অন্তঃপুরে শঙ্করবাবুর মা ও ভাগিনী উপস্থিত। সুধা, মণি, মুক্তি সবাই সেখানে রহিয়াছে। সুধাকে অনাবশ্যক লজ্জায় অত্যন্ত জড়সড় দেখা গেল।

প্রণাম, নমস্কার কুশল বিনিময়ের পর্ব্ব চুকিলে, শঙ্করবাবুর ভগিনী স্মিতমুখে বলিলেন "জরুরি ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসেছি। আপনাকে গ্রেপ্তার কর্‌তে চাই।"

—হাসিয়া তৃপ্তি বলিল "গোয়েন্দা দাদার বোন!...খবরটা শ্রুতি-সুখকর বটে। তার পর?"

"ভাইদের বিয়ের জন্য কনে ঠিক কর্‌তে এসেছি।"

"এখানে!—" তৃপ্তি হঠাৎ স্তব্ধ।

সুধা মাথা হেঁট করিয়া সসঙ্কোচে উঠিয়া পাশের ঘরে পলাইল।

ব্যাপারটা লক্ষ্যগোচর হইল। কিন্তু মানে বোঝা গেল না।

জ্যাঠাইমা মধ্যস্থ হইয়া বুঝাইয়া দিলেন শঙ্করবাবুর ছোট ভাই শম্ভুবাবুর ঝান্সিতে উচ্চবেতনে চাকরি জুটিয়াছে। শীঘ্র তিনি দেশে ফিরিতে পারিবেন না। সেজন্য বিবাহ দিয়া, বধূসহ ছেলেটিকে চাকরি স্থানে পাঠানো ইহাঁদের ইচ্ছা। সুধাকে ইহাঁদের পছন্দ হইয়াছে। বধূ করিতে চান। এ সম্বন্ধে পাকা কথা কহিবার জন্য আসিয়াছেন।

তৃপ্তি হক্‌চকাইয়া গেল! খানিকক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না! সুধার

বিবাহ···? সদ্বংশের শিক্ষিত, উপার্জ্জনশীল, সঙ্গতিপন্ন অবস্থার পাত্র!··· বাঞ্ছনীয় সম্বন্ধ!

···কিন্তু বিবাহের ব্যয়,·· যৌতুক দিবার মত অর্থ সম্পত্তি তৃপ্তির কোথা?

সম্বন্ধটা খুব আদরণীয় মনে হইল।···কিন্তু যৌতুক? শুধু হাতে কাঙাল সাজাইয়া ত সুধাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে পারে না।

শঙ্করবাবুর মা ধীরে ধীরে বলিলেন "তোমাদের দুটি বোনকে বড় ভাল লেগেছে আমাদের। বড় গুণবতী মেয়ে তোমরা। সব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে জানো। সেই জন্যে····

তৃপ্তি মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিল "কিন্তু কোষ্ঠি মেলানো ত হয় নি। আগে সে দিকটা মেলানো দরকার।···আর, বলুন কতদিন আপনারা সবুর করতে পারেন?"

"আজ হলে, কাল চাই নে।···কুড়ি পঁচিশ দিন মাত্র ওর সময় আছে।"

তৃপ্তি হতাশ হইয়া বলিল "যাঃ, এত শীঘ্র তাহলে কি করে যোগাড় করি?"

"কি?"

"টাকা? দিতে ত হবে কিছু।"

কুণ্ঠিত হইয়া তিনি বলিলেন "তোমার অবস্থা তো সব জানি মা। জেনে শুনেই ত আমরা কায করতে চাইছি।···মাগো, অনেক সাধ করে, অনেক টাকা নিয়ে বড় সুন্দরী বৌ ঘরে এনেছিলাম। অদৃষ্টে তিনটে বছরও সইল না। সব শেষ!···পাঁচ বছর হয়ে গেল, ছেলে আমার আর বিয়ে কর্‌তে পার্‌লে না।"

কথাপ্রসঙ্গে শোনা গেল,—মাতৃহীন মুক্তির মুখ চাহিয়া শঙ্করবাবু বিবাহ-বিমুখ। তাঁহার প্রবল আশঙ্কা পাছে পুত্র তাহার বিমাতাকে সহিতে না পারে। পাছে ঈর্ষা, দ্বেষ, মনোমালিন্যে সাংসারিক অশান্তি সৃষ্টি হয়!···পাছে ছেলেকে বিলাতে পড়াইবার খরচা সঞ্চয় করিতে না পারেন।···ইত্যাদি।

তৃপ্তি প্রকাশ্যে কিছু বলিল না। মনে মনে বলিল "সাধু!"

মুক্তির পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে মুক্তির পিসিমা বলিলেন "মুক্তি বড় হয়ে নিজে বেছে খুঁজে মনের মত মা ঠিক কর্‌বে। তবে ওর বাবা হয়তো বিয়ে কর্‌বেন। দ্যাখ্‌ তো মুক্তি, এঁকে তোর পছন্দ হয়?"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাত বাড়াইয়া তৃপ্তিকে দেখাইলেন।

মুক্তি সস্মিত মুখে তৃপ্তির দিকে চাহিল। খুশীভরা কৌতুকে তাহার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!···

কিন্তু সে কোন মন্তব্য করিবার আগেই বিব্রত তৃপ্তি উঠিয়া পড়িল। শশব্যস্তে বলিল "আরে বাপ্‌রে, ভয়ানক সময় নষ্ট হচ্ছে। চল মুক্তি তোমার পড়া দেখিগে।"

"আহা, পড়া তো রোজ আছে, বসুন একটু।"

ভয়ানক ব্যস্তভাবে তৃপ্তি বলিল "তা না হয় বস্‌ছি। কিন্তু দয়া করে ও-সব কথা ছোটদের সামনে আর তুলবেন না।···হাঁ ভাল কথা। আপনাদের ত সুধাকে পছন্দ হয়েছে। শম্ভুবাবু একবার ওকে দেখ্‌বেন না?"

অনুপমের স্ত্রী নরম সুরে বলিল "বহুবার দেখা হয়েছে।"

"মানে? কোথা?"

"সুধার স্কুল যাওয়ার পথে। তা ছাড়া আমাদের বাড়ীতেও। একদিন শঙ্করবাবু মনে করে দূর থেকে নমস্কার করেও ফেলেছে! দু' ভায়ের চেহারা প্রায় এক রকম কি-না!"

"তারপর—তারপর?" তৃপ্তি উৎসুক হইয়া উঠিল।

"তারপর ঠাওরাতে পেরে,—দে ছুট্! তোমার দাদার কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে 'ভদ্রলোকটিকে বোলো, যেন কিছু না মনে করেন। আমি চিন্‌তে পারি নি'!"

তৃপ্তি অবাক্!···ভিতরে ভিতরে বেশ একটা মধুর কৌতুক অনুভূত হইল।

চাহিয়া দেখিল, শুধু তাহার একার নয়। উপস্থিত সকলের মুখেই নিঃশব্দ কৌতুকের হাসি খেলা করিতেছে।

মাথা চুলকাইয়া, খানিক ভাবিয়া বলিল "অ! তাহলে ওরা দুজনেই দুজনকে দেখেছে। তা ওদের পছন্দ হয়েছে ত?"

বৌদিদির আর ধৈর্য্য রহিল না। বিশুদ্ধ ঘৃণায় ঠোঁট মুখ কুঁচ্‌কাইয়া বলিলেন "নাঃ, ঢের ঢের বোকা দেখেছি বাপু, তোমার মত এমন বোকা কক্ষণো দেখি নি। তোমার চেয়ে ঢের চালাক—এই ক্ষুদে বর-কনে দুটি!···এটা বুঝলে না, শম্ভুবাবুর মত না জেনেই কি মা, নিজে এসেছেন?"

বিপদগ্রস্ত হইয়া তৃপ্তি বলিল "আর—আর—শঙ্করবাবুর? তাঁর অমত নেই ত।"

অতিশয় গম্ভীর হইয়া বৌদি বলিলেন "তাঁর মত নেই।"

শঙ্কিত হইয়া তৃপ্তি বলিল "তবে? তাহলে কি করে এ সম্বন্ধ—হয়?"

হঠাৎ দেখা গেল সকলেই অল্প বিস্তর হাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন!

ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া তৃপ্তি বলিল "মানে ?…বৌদির ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি ! খবরটা কি ? সত্যি বলুন তো মা—? আপনার বড় ছেলের মত আছে ত ?"

সে শঙ্করবাবুর মাতার দিকে চাহিল।

স্মিতমুখে তিনি জবাব দিলেন "শঙ্করই তো এ বিয়ের ঘটক। যখন তোমার মা মারা গেছেন, তখন থেকে সুধাটিকে আমাদের বৌ কর্‌বার জন্যে ওর ঝোঁক। এদ্দিন গা করি নি, কেবল শম্ভুর চাকরির সংস্থান হয় নি বলে।"

বাহির হইতে আসিতে আসিতে অনুপম হাঁকিল "কই—শঙ্কর বাবুর চা ?"

বধূ তৎক্ষণাৎ আড়ালে সরিয়া গিয়া ইসারায় অনুপমকে ডাকিল। চুপি চুপি বোধহয় কিছু শিখাইয়া দিল। অনুপম মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিল "তৃপ্তি শুন্‌লে ত সব। তোমার মতামত জানবার জন্যে শঙ্করবাবু বাইরে বসে রয়েছেন। দেখা কর্‌বে চলো।"

"ওরে বাবা ! আমি !…" ঘোরতর আপত্তির সহিত প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া তৃপ্তি বলিল "ঘটকালির কথা আমি কি জানি ? ও-সব —ওই মা, জ্যাঠাইমা রয়েছেন, তুমি রয়েছ, বৌদি রয়েছেন,—করগে বাপু ঠিক-ঠাক। আমি শুধু টাকার কথা ভাবছি,—আর কোষ্ঠির মিল—।"

"ও ! এই যে শম্ভুবাবুর কোষ্ঠির ছক।"

পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া অনুপম তৃপ্তির হাতে দিল। বলিল "শঙ্করবাবু দিলেন। উনিও দেখছি এ সব খুব মানেন।

একজন ভাল জ্যোতিষীকে দিয়ে গণনা করাবার ভার দিয়েছেন আমার উপর। তুমিও ছাখো।"

কোষ্ঠির ছকের উপর দ্রুত চক্ষু বুলাইয়া তৃপ্তি সোৎসাহে বলিল "মিলে যাবে। কিন্তু ছকটা ঠিক আছে কি না আগে দেখি। আচ্ছা মা বলুন শম্ভুবাবু যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, তখন আপনাদের আর্থিক অবস্থা একটু খারাপ ছিল কি ?"

বিস্মিত হইয়া মা বলিলেন "একটু ? খুব খারাপ !"

"এঁর মাথাটি একটু বড় ? চোখের গড়ন খুব সুন্দর ?"

ছকটির দিকে চাহিয়া তৃপ্তি অবাধে প্রশ্ন করিয়া চলিল। শম্ভুবাবুর আকৃতিগত বিশেষত্ব, প্রকৃতিগত বিশেষত্ব, এবং জীবনের কয়েকটা— বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিতে লাগিল, যেন সে ব্যক্তি তৃপ্তির দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ পরিচিত !

শুধু শঙ্করবাবুর মা নয়, সকলেই একটু বিস্মিত হইলেন।

তৃপ্তি বলিল "ছক ঠিক আছে তাহলে। চল্লুম আমাদের থার্ড টিচারের কাছে। আগে আমরা সবদিকগুলো, চুপি চুপি মিলিয়ে দেখি, তার পর তোমাদের পেশাদার জ্যোতিষী ! মক্কেলকে খুশী করবার জন্যে ওদের কেউ কেউ অকুতোভয়ে অঘটন ঘটাতে মজবুত। কিন্তু বল তো অনুপম দা, কয়লাওলার সঙ্গে ধোপার বন্ধুত্ব ঘটানো কি অশাস্ত্রীয় ব্যাপার নয় ?"

অনুপম কিছু বলিবার পূর্ব্বে বৌদিদি জনান্তিকে বলিলেন "বরের দাদার সঙ্গে কনের দিদির বিয়ে হওয়াটাও অশাস্ত্রীয় ব্যাপার নয়।"

"নিপাত যাও তুমি ! আমরা বর-কনের মুরুব্বি, আমাদের নিয়ে ঠাট্টা ! চল্লুম এখন কোষ্ঠি মেলাতে। প্রণাম মা, নমস্কার দিদিমণি। শঙ্করবাবুকে নমস্কার জানাবেন।—"

২০

তৃপ্তির সহকর্ম্মিণী এক শিক্ষয়িত্রী জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার সাহায্যে তৃপ্তি নিজে কতকটা শিখিয়াছিল।

গাড়ী করিয়া তৃপ্তি ছুটিল তাঁহার কাছে। সুধা ও শম্ভুবাবুর কোষ্ঠি উভয়ে মিলাইয়া একমত হইলেন—সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিল! তাছাড়া আশ্চর্য্যের কথা,—হিসাব করিয়া দেখা গেল, বর-কন্যা দুজনেরই সম্প্রতি সৌভাগ্য-দায়ক গ্রহের দশা পড়িয়াছে।

খুশী হইয়া তৃপ্তি রাত্রেই অনুপমকে শুভসংবাদ জানাইয়া ছক দুটা দিয়া আসিল।

আকস্মিক আনন্দের উত্তেজনায় মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। তৃপ্তির আহার নিদ্রা ছুটিল। গভীর রাত্রে সুধাকে নিভৃতে ডাকিয়া বোঝাপড়া করিতে বসিল।

সুধা প্রথমে হাসিয়া অস্থির!…তৃপ্তির বিবাহ না হইলে তাহার বিবাহের কথা ত উঠিতেই পারে না।…তাছাড়া পড়াশুনা আছে।… বৌদিদি যতই ঠাট্টা করুন, কে-না-কে শম্ভুবাবু, না চিনিয়া দৈবাৎ সুধা তাঁহাকে নমস্কার ঠুকিয়াছে বলিয়া অম্নি একটা যাচ্ছেতাই ঔপন্যাসিক দুর্ঘটনার আশঙ্কা করিতে হইবে? এ কি পাগলামি কাণ্ড?…

গম্ভীর হইয়া তৃপ্তি বলিল "ওরে, আইবুড়ো ছেলেমেয়ে থাক্‌লে অমন বিয়ের কথা উঠে, লোকে ঠাট্টা-তামাসা করে। বৌদির কথা ছেড়ে দে। এখন শোন্, কোষ্ঠি মিলিয়ে যা দেখলুম,—তোমাদের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব

পরস্পরের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলকর। এ বিয়ের ফল খুব সুখকর হবে। তুমি নির্ভয়ে মত দাও।"

"তুমি চিরদিন বিয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা করেছ। আজ এ কি বল্‌ছ?"

"আমি অযোগ্য বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি। কিন্তু সুযোগ্য দম্পতীর মিলন সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। বিশেষতঃ আমার অবস্থা এমন নয়, যে শম্ভুবাবুর মত একটি সৎপাত্র পয়সার জোরে যোগাড় করি। ওঁরা নিজে থেকে পছন্দ করে তোমায় চাইছেন। কোন পয়সার দাবি নেই। এ যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, সমস্ত জীবনে এমন সুযোগ আর জুটবেনা।"

"কিন্তু তুমি?"

"আমার পথ আলাদা। আমার জীবনে অন্য কায আছে,—মণি আর তুমি। অন্য চিন্তা আছে,—মাতৃ-আজ্ঞা।...হোক্ সে সেন্টিমেণ্ট, তবু আমি সেটাকে শ্রদ্ধা করি।"

দেবেন্দ্র আক্রোশভরে মিথ্যাপবাদ প্রচার করিয়া যে সামাজিক কুৎসার সৃষ্টি করিয়াছিল, তার আক্রমণে ত্যক্ত ব্যথিত হইয়া একদিন গভীর নিশীথে জননীর সঙ্গে তাহার যে কথা হইয়াছিল, আজ তৃপ্তি তাহা সুধাকে বলিল।

সুধা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল "কিন্তু—সৎ-পাত্র জুট্‌লে ত মা তোমাকেও বিয়ে করতে বলেছেন। শঙ্করবাবু ত অপাত্র ন'ন।"

লাফাইয়া উঠিয়া মহা অধৈর্য্যভাবে তৃপ্তি বলিল "কি মুস্কিল! তাঁর, ছেলে—মুক্তির জন্য কর্ত্তব্য রয়েছে। আমার মণির জন্যে কর্ত্তব্য রয়েছে।"

সুধা বলিল "তাহলে তুমি চিরকুমারী থাকৃতেই সঙ্কল্প করেছ ?"

তৃপ্তি ঠাণ্ডা হইয়া আবার বসিল। স্নিগ্ধ মধুরহাস্যে বলিল "সঙ্কল্প বিকল্পের আড়ম্বর নয়। এম্নিই—শুধু কর্ত্তব্য ?"

"গয়না-কাপড়, ঘর-সংসার, স্বামী পুত্র, পাওয়ার চেয়ে, দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা, নিরাপদ আরাম, বাঙালীর মেয়ের জীবনে আর নেই—"

"নিজের সম্বন্ধে ও-কথা ভাব্তে আমার হাসি পায়। ও-সব ছেলেমানুষি, তোদের মত ছেলেমানুষের পক্ষেই ভাল। আমার পক্ষে নয়।"

"নিজেকে খুব বুড়ো মনে করছ ? কিন্তু বয়সের মাপে আমি তোমার চেয়ে খুব ছোট নয়।"

"দেহের ? কিন্তু মনের বয়সের মাপে ? গ্রহচক্রের ষড়যন্ত্রে, কঠিন অবস্থার ধাক্কায় সে বয়স আমার খুব খানিকটা বেড়ে গেছে।"

"তোমার কোষ্টিতে বিয়ের সম্বন্ধে কি বলে ?"

বেশ একটু বিপদগ্রস্তভাবে তৃপ্তি বলিল "আঃ সে কথার দরকার কি ?"

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সুধা তৎক্ষণাৎ বলিল "আছে ত বিয়ের যোগ ?"

দৃঢ়স্বরে তৃপ্তি বলিল "ইচ্ছে কর্‌লে, আছে। না ইচ্ছে কর্‌লে, নেই! পুরুষকার বলে, ভাগ্য-লেখার অনেক কিছু খণ্ডন করা যায়,—এমন কি প্রবল প্রতাপ ছোটবাবুর সুকৌশলে নির্ম্মিত ফাঁদগুলি পর্য্যন্ত।"

সবিস্ময়ে সুধা বলিল "সেগুলাও তোমার গ্রহ-নির্দ্দেশ বলে, মনে কর ?"

"করি। নইলে সাধ্য কি তাঁর, অত লীলাখেলা দেখান্!...গ্রহ-সংস্থান বিচারে আমার মনোবৃত্তির ঝোঁক,—ভোগের দিকে নয়, ত্যাগের দিকে।"

"পতিস্থানে, সাংসারিক জীবনের দিকে, তোমায় কোন শুভগ্রহই অনুগ্রহ করতে রাজি নন?"

"আপাততঃ ন'ন। বছর দুই পরে হয়ত ঐ রকম একটা সময় আসবে। মতলব করেছি, সেই সময় বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে মাল্যবিনিময় কর্‌ব। ভোগটা কেটে যাবে।...আপাততঃ আমার জীবন কঠিন সংগ্রামময়। এখন আত্মরক্ষার জন্যে চোখ-কাণ বুজে খাটাই আমার মঙ্গল। নইলে বিপদে পড়্‌ব।"

একটু থামিয়া সনিশ্বাসে বলিল "মনে করে ছাখ্ কত সঙ্কট গেছে। ছোট্‌দাকে নিয়ে বিপ্লব, লোকসমাজের শত্রুতা,—মিথ্যা গ্লানি আন্দোলন,—আমার কোষ্ঠির দিকে চেয়ে যখন মিলিয়ে নিই, তখন দেখি সব নিমিত্তের হেতু! কারুর দোষ নাই। যদি বিয়ে করতুম, ঐ সময় স্বামীর কাছ থেকে আমায় অজস্র নির্য্যাতন ভোগ কর্‌তে হোত।"

"আমাকেও ত সে বিপদ আক্রমণ করতে পারে?"

"না। তোমার কোষ্ঠিফল আলাদা। সংসার-জীবনে তোমার অল্প বয়স থেকেই সৌভাগ্যোদয় হবে।"

হঠাৎ রাশ ছেঁড়া ঘোড়ার মত, এক লাফে সব যুক্তি ডিঙাইয়া গিয়া সুধা সজোরে বলিল "কায নেই সৌভাগ্যে। তোমায় দুর্ভাগ্যের মধ্যে একা ফেলে,—আমি যাব সৌভাগ্যের খোঁজে? না।"

তৃপ্তি হাসিল। সস্নেহে সুধার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল "ওরে ষ্টুপিড্, তুই সৌভাগ্যের খোঁজ কর্‌লি কবে? সৌভাগ্য ত নিজেই তোর খোঁজে এসে হাজির!"

অনেকক্ষণ তর্ক চলিল। অনেক কথা আলোচনা হইল। সকলের অদৃষ্ট ফল এক নয়, সকলের জন্য এক নিয়ম খাটে না। অপ্রত্যাশিত

দুর্য্যোগের ধাক্কায় তৃপ্তিকে জীবনে এক পথ লইতে হইয়াছে, সুধার পক্ষে সে পথ উপযোগী নয়। অদৃষ্টশক্তি তাহার জন্য আনিয়াছে অপ্রত্যাশিত সুযোগ। এ সুযোগ অবহেলা করা উচিত নয়।

সুধা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল "কিন্তু এতে আমার লেখাপড়া আর হবে না।"

তৃপ্তি শান্তস্বরে বলিল "লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্য ফ্যাশান নয়,—সখ নয়। আরও মহত্তর কিছু। আমাদের অবস্থায় কুলাচ্ছে না যখন, তখন যা শিখেছ, নিজের ক্ষমতায় সেই জ্ঞানটুকুর উৎকর্ষের চেষ্টা কর।"

একটু থামিয়া বলিল "তাছাড়া গরীবের ঘরে বয়স্থা কুমারীদের সম্বন্ধে লোকের ধারণা ভাল নয়। তাদের শিক্ষার পথও বড় সঙ্কটজনক। বিদেশে রাণীর সঙ্গে যখন যাব, যদি সঙ্গে নিই, তোমার পড়া বন্ধ হবে। যদি জ্যাঠাইমার কাছে রেখে যাই,—ছোটবাবুর দল কুৎসা রটাবেন, লাভ এই।"

"তুমি নিজেও কুমারী।"

"তা হলেও, তোদের বড়। পিতৃমাতৃহীন ভাইবোনের কল্যাণ চিন্তার চেয়ে গুরু দায়িত্ব আমার জীবনে নেই। তোমাদের সব দুর্য্যোগ থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি মরতে রাজি।"

"আর আমি এতই স্বার্থপর যে—"

"স্বার্থপর আমি!···হাঁ সত্যিই। তোর ভার এড়াতে চাই। নিজের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সঙ্কট সব সহ্য হবে, কিন্তু তোকে অবিবাহিত রাখার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে যে প্রাণান্ত হব।···আমি একটা কাযে ব্রতী, লোকে তবু ক্ষমা-ঘৃণায় হয়ত আমাকে নিষ্কৃতি দেবে। কিন্তু তোর জন্যে মুস্কিল। প্রতিপদে সশঙ্কিত, প্রতিপদে দুর্ভাবনা।"

সুধা খানিকটা গুম্ হইয়া রহিল। তার পর বলিল "আমি যদি আজ মণির মত ছোট থাকতুম।"

"তাহলে নিজেই ভার বইতুম। এখন বড় হয়েছিস্। তোর খবর-দারি করবার ভার, এবার ওই শম্ভুবাবুর মতই কারুর উপর দেওয়া ভাল।"

দুহাতে মুখ ঢাকিয়া সলজ্জ-কোপে সুধা বলিল "আর তোমার খবর-দারি করবার ভার বুঝি শঙ্করবাবু নিতে পারেন না?···বললেন ত ওঁরা। দাও-না তুমিও মত।"

গভীর ভৎ´সনার-স্বরে তৃপ্তি বলিল "ছিঃ, মণিকে ভাসিয়ে দেব কোথা? আর মুক্তির স্বার্থের হন্ত্রী হব আমি! শঙ্করবাবু high minded man, শ্রদ্ধা করি তাঁকে। মাতৃহীন ছেলেটির উপর অখণ্ড মনোযোগ রেখেছেন, আমি তাতে খুব খুশী। সর্ব্বস্ব দিয়ে মোটা টাকার লাইফ ইন্সিওর করেছেন, ছেলেকে ভাল রকম লেখাপড়া শেখবার জন্যে বিলেত পাঠাবেন বলে। আজ যদি উনি বিয়ে করেন, সে পলিসি ভেস্তে যাবে। মুক্তির সে শত্রুতা করব আমি? মুখেও আনিস্‌নে ও-কথা।"

"কিন্তু শঙ্করবাবু যদি আজ অন্য কাউকে বিয়ে করেন?"

নিশ্বাস ফেলিয়া তৃপ্তি বলিল "ইচ্ছা তাঁর! আমি তাতে 'না' বল্‌ব না। কিন্তু 'হাঁ'-ও বলব না। যাক, অনধিকার চর্চ্চা। এখন তোর কথা চলুক। যদি আমার বিপুল অর্থ থাকত, যদি তোমায় উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দিয়ে, যথোচিত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারতুম, তাহলে অন্য কথা ভাব্‌তুম। কিন্তু পয়সার ধান্ধায় শীঘ্রই যাচ্ছি সেই জঙ্গলাকীর্ণ দেশে। সেখানে শিক্ষা-সাধনাহীন জীবনের মাঝে নিষ্কর্ম্মা করে তোমায় বসিয়ে রাখ্‌ব, সেটা মস্ত ক্ষতি। তা ছাড়া কে বল্‌তে

পারে? যদি কাল আমি দৈবৎ মারা যাই, কার হাতে দিয়ে যাব—তোমার ভার? মণির ভার? তার চেয়ে শম্ভুবাবুর মত সৎপাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে, তোমার দায়ে আমি নিশ্চিন্ত। মণির সম্বন্ধেও আশা থাক্‌বে, আমার অবর্ত্তমানে তোমরা ওকে দেখ্‌বে।"

সুধার বিদ্রোহী-চিত্ত এবার রীতিমত ঘায়েল। চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

তৃপ্তি পুনশ্চ বলিল "যদি অলস, বিলাসী, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কোন লম্পট ধনী-সন্তান তোমায় বিয়ে করতে চাইত, তাহলে দিতাম না। কিন্তু এটা সুস্থদেহ, স্বস্থচিত্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের বিয়ে। সুযোগ্য মিলন। বল আপত্তি কি?"

সুধা নীরব।

পুনরায় প্রশ্ন।

নতশিরে মৃদুস্বরে সুধা বলিল "তুমি যখন ভাল বুঝে দিচ্ছ, দাও। আমার অমত নেই।"

সকালে উঠিয়া তৃপ্তি ছুটিল রাণীসাহেবার কাছে। তিনি সেই মাত্র পূজা পাঠ সারিয়া উঠিয়াছেন।

তৃপ্তি সবিনয়ে ভগিনীর শুভ-বিবাহের সংবাদ সহ প্রার্থনা জানাইল—ধার বলিয়া হউক, বা অগ্রিম মাহিনা বলিয়া হউক, দুই হাজার টাকা তৃপ্তিকে দিতে হইবে।

রাণী কিছুক্ষণ তৃপ্তির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি লক্ষ্য করিলেন, কে জানে। তখনই দেওয়ানকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন,—অগ্রিম মাহিনা বাবদ দুই হাজার টাকা আগামী কাল তৃপ্তির বাড়ীতে তিনি যেন পৌঁছাইয়া দেন।

আরও বলিয়া দিলেন জমিদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে হাইকোর্টে তাঁহার যে বৃহৎ মামলা চলিতেছিল, সম্প্রতি সেটায় জিৎ হইয়াছে। আর তাঁহার কলিকাতায় থাকার আবশ্যকতা নাই। ওদিকে জমিদারী হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, কয়জন কর্ম্মচারীর ঔদ্ধত্য ও নষ্টামির জন্য সেখানে প্রজা-বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছে। তাঁহাকে দশ পনের দিনের মধ্যে ফিরিতে হইবে। তৃপ্তি যেন ইহার মধ্যে প্রথম লগ্নে ভগিনীর বিবাহ চুকাইয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

তৃপ্তি মহা উৎসাহে স্বীকৃতি জানাইল। রাজকুমারীকে পড়াইয়া, বাড়ী ফিরিয়া সেই গাড়ীতেই অনুপম ও জ্যাঠাইমাকে লইয়া শঙ্করবাবুর বাড়ীতে ছুটিল।

শঙ্করবাবু ও শম্ভুবাবু বাড়ীতে ছিলেন। তৃপ্তি আজ প্রথম

শম্ভুবাবুকে দেখিল,—স্বাস্থ্য-সবল, প্রফুল্ল সুন্দর মূর্ত্তি, নম্র, বিনয়ী, প্রিয়-দর্শন যুবক!

দেখা মাত্র মনে হইল,—ছেলেটি যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচিত প্রিয় স্নেহের পাত্র! অনুপমের কাছে শুনিয়াছিল, শম্ভু নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অতি ভদ্র-প্রকৃতির ছেলে।…এখন দেখিয়া মনে হইল এমন ছেলে না হইলে, আর কাহারও হাতে সুধাকে সঁপিয়া দিয়া সে মোটে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না।

এক ঘণ্টার মধ্যে বিবাহের লগ্ন স্থির করিয়া তৃপ্তি বিদায় লইল। শঙ্কর-বাবুর মাকে প্রণাম করিয়া সহাস্যে যোড়হাতে বলিল "আজই নিমন্ত্রণ করে যাচ্ছি। নিজে গিয়ে আমার বোনটির মঙ্গল-কর্ম্ম যা যা করতে হয়, সব করাবেন। সব ভার আপনার আর এই আমার জ্যাঠাইমার উপর।"

পরদিন রাণীসাহেবার দেওয়ানজী টাকা দিতে আসিলেন। বৈষয়িক কূটনীতিতে পরিপক্ক প্রবীণ বেহারী ভদ্রলোকটি বহুবিধ ভূমিকাসহ জানাইলেন, "রাণীসাহেবা স্ত্রীলোক, সব দিক বোঝেন না। হুকুম দিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু হিসাব-পত্রের, জমাখরচের উচিত অনুচিতের দায়িত্ব তাঁহার মাথায়। টাকার জন্য উপযুক্ত জামিন চাই।"

তৃপ্তি থতমত খাইল—"জামিন!"

চট্ করিয়া মনে হইল সংবাদ পাইলে,—অনুপম অথবা শঙ্করবাবু হয়ত জামিন হইতে পারেন।

কিন্তু না।…শঙ্করবাবু এখন নূতন কুটুম্ব। বৈষয়িক ব্যাপারের মধ্যে তাঁহাকে ডাকা অশোভন।

আর অনুপম? বিস্তর উপকার করিয়াছে। এরূপভাবে বেচারাকে দায়গ্রস্ত করা অনুচিত।

সত্যই ত! নিজেকে বিশ্বাস করে, আয়ুকে ত বিশ্বাস করা উচিত নয়।

বাড়ী দেখাইয়া বলিল "এটা বন্ধক রাখুন।"

দেওয়ানজী মাথা নাড়িলেন—"নাবালকের সম্পত্তি।"

"তাহলে হ্যাণ্ডনোট দিচ্ছি।—"

"স্ত্রীলোকের হ্যাণ্ডনোট আমি বিশ্বাস করি না। পার্সোনাল প্রপার্টি আপনার কি আছে? কাল চাকরি ছাড়েন ত আদায় কর্‌ব, কিসে থেকে?"

তৃপ্তি অপমান-বোধ করিল। মুখ লাল হইয়া উঠিল। রাগ সামলাইবার জন্য গুম্ হইয়া রহিল।

দেওয়ানজী গোঁফে তা দিয়া জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন "এম্নি করে একজন শিক্ষয়িত্রী ঠকিয়ে টাকা নিয়ে পালিয়েছে। আজ পর্য্যন্ত আর তার সন্ধান পাই নি। আর কেউ চাইলে, রাণী এ টাকা দিতেন না। আপনি অত্যন্ত সুনজরে পড়েছেন, তাই পেলেন। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য ত আছে।"

চম্‌কাইয়া তৃপ্তি ক্ষোভের সহিত বলিল "ওঃ একজন শিক্ষয়িত্রী এমন নীচতা প্রকাশ করে গেছেন? আজ তাঁরই যায়গায় এসে আমি দাঁড়িয়েছি? তাহলে অবিশ্বাস করবার কথাই ত। মাফ কর্‌বেন দেওয়ানজি, খবরটা আগে জান্‌লে, আমি এমন ভাবে টাকা চাইতে সাহস করতুম না। কিন্তু এখন, সে রকম জামিনদার যোগাড় করবার সময় আমার নেই। টাকা আমি নেব না, ফিরিয়ে নিয়ে যান।"

এক বাক্যে—সিধা-বিদায়! অনুনয়, বিনয়, উৎকোচ,—নিদেন টাকা বহিয়া আনার কমিশন বাবদ কিছু···! কোন পথেই এই মেয়েটা যাইতে চায় না।

নাঃ, বিষয়-বুদ্ধি বলিতে কোন পদার্থ যদি স্ত্রীজাতির মধ্যে আছে!

দেওয়ানজী ফাঁপরে পড়িলেন।

তৃপ্তি বলিল, "যান আপনি। আমি ওবেলা গিয়ে নিজেই রাণী সাহেবার কাছে ক্ষমা চাইব। বিয়ের দিন স্থির করে ফেলেছি, যেখানে হোক টাকা যোগাড় করবই।"

সর্ব্বনাশ! রাণীর কাণে সদ্যঃ কথাটা উঠিবে! মিথ্যা কথা বলিলে নিস্তার নাই, তৃপ্তির সাক্ষ্য রাণী আগে বিশ্বাস করিবেন। দেওয়ানজীর চাতুরী ধরা পড়িবেই?

মাথা চুল্‌কাইয়া পরম নিরীহ ভাবে দেওয়ান বলিলেন "তা, মাহিনা-বাবদ অগ্রিম দু-হাজার টাকা নিচ্ছেন, একথা স্বীকার করে একটা এগ্রিমেণ্ট লিখ্‌তে আপত্তি কি?"

কথাটা এমন ভঙ্গিতে বলিলেন যেন তৃপ্তি পূর্ব্বাহ্লে আপত্তি করিয়া রাখিয়াছে। বিস্মিত হইয়া বলিল "এগ্রিমেণ্ট? আপত্তি করিনি ত! তার কথাই ওঠেনি যে!"

হতাশার নিশ্বাস ছাড়িয়া দেওয়ান বলিলেন "লিখুন, লিখুন। তাই লিখে দিন।"

"এখনি! বলুন কি লিখ্‌তে হবে?"

উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প সঙ্গে ছিল। দেওয়ান বাহির করিয়া বলিলেন "লিখুন রাজকুমারীর শিক্ষয়িত্রীত্বের মাহিনা বাবদ মাসিক এক শত টাকা হিসাবে —অগ্রিম—"

আশ্চর্য্য হইয়া তৃপ্তি বলিল "বাঃ, মাননীয়া রাণীসাহেবা এক শো পনের টাকা মাসিক বেতন বলেছেন যে!"

"আহা, অতগুলো টাকার সুদ ত একটা আছে।"

জোরের সহিত তৃপ্তি বলিল "সে ত আমি নিজেই দিতে চেয়েছিলাম। তিনি নিতে অস্বীকার করেছেন যে!—"

ব্যস্ততার সহিত ব্যাগের কাগজপত্র হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে দেওয়ান পরম নিরীহ ভাবে চোখ মিট্ মিট্ করিয়া বলিলেন "বলেছেন বুঝি! অ! তাতো জানি না। তবে তাই লিখুন।"

তৃপ্তির মাথা তাতিয়া উঠিল! আঃ, এই জমিদারী সেরেস্তা সম্পর্কিত সব মানুষগুলাই কি মনুষ্যত্ব বেচিয়া খাইয়াছে। ইহাদের একমাত্র ব্যবসা মিথ্যাকথা, চাতুরী, কুটিলতা, প্রবঞ্চনা!···ইহাদের আচরণ দেখিলে মনে হয়, ইহারা যখন দুর্নীতির পথে এতদূর গিয়াছে,—তখন ইহাদের পরিচালক অন্নদাতাগণ না জানি কতদূর গিয়াছেন!

ধাঁ করিয়া মনে পড়িল, বৈষয়িক-ব্যাপারে জ্ঞাতিবর্গের অসাধুতা দেখিয়া জ্যাঠামহাশয়ের আক্ষেপ!

চুক্তিনামা লিখিতে লিখিতে তৃপ্তির কলম থামিল। গুম্ হইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

দেওয়ান জবরদস্ত গলায় হাঁকিয়া বলিলেন "জল্‌দি করুন। আমার অনর্থক সময় নষ্ট হচ্ছে।"

এই প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বর শুনিয়া তৃপ্তি বারেক স্থির দৃষ্টিতে দেওয়ানের পানে চাহিল। তারপর বেশ ধীরে সুস্থে কলমদানিতে কলমটি রাখিল। অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে বলিল "চলুন রাণীসাহেবার কাছে। তাঁর সামনে লেখা-পড়া হবে। তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী—রাজকুমারীকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব যখন নিচ্ছি,—তখন জেনে নেওয়া উচিত, কি রকম শিক্ষা দেব? শুধু ইউনিভারসিটির সিলেবাস্ ধরে? না তাঁর তাঁবেদারদের ভদ্রতা, সততা, নীতিজ্ঞান, শেখানোর মত বড় শিক্ষাও

কিছু দিতে পাব? কি চান তিনি, সেটা জেনে এগ্রিমেণ্ট লেখাই উচিত।"

দেওয়ানের চক্ষু বিস্ফারিত! হাঁ করিয়া খানিক স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "বুঝলাম না ত।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া তৃপ্তি গম্ভীরমুখে বলিল "আপনার মত বিচক্ষণ লোক যদি না বোঝেন, তাহলে আমি নাচার! এগোন আপনি, আমি গাড়ী আনিয়ে এখুনি যাচ্ছি। তাঁর সামনে কথা হবে।"

দীর্ঘচ্ছন্দে দেওয়ান বলিলেন "আরে কি মুস্কিল! আবার রাণীসাহেবার কাছে হাঙ্গামা! না, না লিখুন—ওই এক শো পঁদ্র—"

"না। মতভেদ যখন হয়েছে, তখন আগে তাঁর সামনে সুমীমাংসা হোক—"

"হঁ, হঁ, হয়েছে। ওই এক শো পঁদ্র লিখ্ যান। হামারি কসুর! মাফ করুন। রাণী-জীর কাছে এ কথা কচ্লাকচ্লি কর্‌বেন না। হামি হাঁথ যোড়্চে।"

দেওয়ান সত্যই হাতযোড় করিলেন।

তৃপ্তি চুক্তিনামা লিখিয়া দিয়া টাকা লইল।

বহুতর সুমিষ্ট ভাষায় আপ্যায়িত করিয়া, শুভ-বিবাহে নিমন্ত্রিত হইবার দাবি জানাইয়া দেওয়ান বিদায় লইলেন।

টাকা আনিয়া জ্যাঠাইমার কাছে ফেলিয়া দিয়া তৃপ্তি সহাস্যে বলিল "এই নিন্ জ্যাঠাইমা আপনার মেয়ের বিয়ের টাকা। সুধার গয়না কাপড় যা দিতে চান—বৌদিকে বলুন ফর্দ্দ করে দিন, অনুপম দা কিনে আনুন। গোছ-গাছ করে আপনি মেয়ের বিয়ে দিন।"

অনুপম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "টাকার যোগাড় করে ফেলেছ ? কোথা পেলে ? রাণীর কাছে ?"

"হাঁ।" তৃপ্তি চুক্তিনামা লেখার কথা বলিল।

বিষণ্ণ হইয়া অনুপম বলিল "এগ্রিমেণ্টে ! একবার জানালে না আমায় ? আমি জামিন হতুম !"

"তোমাকে কত দায়ে জড়াব ভাই ? সবেরই সীমা আছে। এখন বিয়ের বাজার কর গে। আমি নিজের কাযে চল্লুম।—"

২২

জ্যাঠাইমা, অনুপম এবং বৌদিদির তত্ত্বাবধানে, পাড়া-প্রতিবেশীর সহায়তায় বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে চুকিল।

রাণীসাহেবা প্রচুর উপহার দিলেন। অনুপমও যথেষ্ট খরচ করিয়া উপহার দিল।

বর কন্যা বিদায় দিয়া, চোখের জল মুছিয়া তৃপ্তি বিদেশযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইল। নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। বিস্তর কায। বাড়ীর জিনিসপত্র তেতলার ঘরে ঠাসিয়া চাবি বন্ধ করিল। বাড়ী ভাড়া খাটাইবার ও ট্যাক্স মিটাইবার ভার অনুপমের উপর দিল। গয়লা, মুদি, ময়রা, ঝি-চাকর, সকলের পাওনা মিটাইল, বখ্‌শিস দিল। বাকী দেনা-পাওনার ফর্দ্দ লিখিয়া লইল।

টুকি-টাকি অসংখ্য ব্যাপার।···

দিন রাত অবিশ্রাম পরিশ্রম!···তৃপ্তি ভীষণ ব্যস্ত।

সেদিন সুধার পাকস্পর্শ। শঙ্করবাবুর বাড়ীতে ভোর হইতে মহা সমারোহে উৎসব চলিতেছে।

বেলা ন'টার সময় অনুপমের চাকর ছুটিয়া গিয়া সংবাদ দিল "রাণী-সাহেবা হঠাৎ তলব পাঠাইয়াছেন। আজই তাঁহারা যাত্রা করিবেন। তৃপ্তি দিদিমণি এগারোটার মধ্যে চলিলেন।"

শঙ্করবাবু কার্য্যব্যস্ততা ভুলিয়া স্তব্ধ হইলেন।

ভগিনীকে ডাকিয়া বলিলেন "শান্তি, বৌমাকে নিয়ে এস তো।

চল তো যাই, দেখি বৌমার দিদির ব্যাপারটা কি? আজকের উৎসবে তিনি অনুপস্থিত থাকবেন, এ কি রকম অসামাজিকতা!"

শম্ভুর উপর কাযকর্ম্ম দেখার ভার দিয়া, ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূকে লইয়া শঙ্করবাবু ট্যাক্সিতে উঠিলেন।

তৃপ্তি মহা ব্যস্ততায় একমনে প্যাকিং বাক্সে প্রেক ঠুকিতেছিল। অনুপমের স্ত্রী তাহাকে সাহায্য করিতেছিল। ওদিকে চাকরটা দড়িদড়া লইয়া বিছানা বাঁধিতেছিল। মণি যাত্রার বেশে সসজ্জ হইয়া মহোৎসাহে লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছিল।

হঠাৎ হুড়্মুড়্ করিয়া সুধা শান্তি ও শঙ্করবাবু আসিয়া পৌছিলেন।

বিস্মিত হইয়া তৃপ্তি বলিল "একি!"

তর্জ্জন করিয়া শান্তি বলিলেন "আমাদের নিমন্ত্রণ অবহেলা করে না কি পালাচ্ছেন? এত স্পর্দ্ধা কেন?"

তটস্থ হইয়া তৃপ্তি বলিল "এই যে যাবার সময় ওখানে গাড়ী দাঁড় করিয়ে দেখা করে যাব। তা হলেই ত নিমন্ত্রণ রক্ষা হবে। বসুন শঙ্করবাবু।"

শঙ্করবাবু বসিলেন। বলিলেন "কাল মহাদেববাবুর মামলার রায় বেরিয়েছে। খবরের কাগজ দেখেছেন?"

তৃপ্তি মাথা নাড়িল—"না।"

মনোযোগের সহিত প্রেকের মাথায় হাতুড়ি ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল "পয়সা আছে, ভাবনা কি?"

"পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড। আর দীর্ঘকালের জন্য সশ্রম—"

"মাফ করুন। শোনাবেন না আর। শুভযাত্রায় চলেছি।...মুক্তি কই? আনেন নি তাকে। চমৎকার বুদ্ধিমান ছেলে।...ওকে এবার

স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবেন। কেমন পড়াশুনো কর্‌ছে, মাঝে মাঝে আমাকে যেন চিঠি লিখে জানায়, বলে দেবেন।"

শঙ্করবাবু বলিলেন "আমার বৌমা কি বলতে এসেছেন, আগে শুনুন।"

সুধার দিকে চাহিয়া তৃপ্তি বলিল "কিরে ?"

নববধূ বেশী সুধা দু-খানা হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া সসঙ্কোচে বলিল "বটঠাকুর আমার যৌতুক দিলেন। এটা দিয়ে তুমি রাণীর পাওনা শোধ কর। পরে ধীরে সুস্থে উপার্জ্জন করে, আমায় দিও।...ও চাকরি ছেড়ে দাও। একা, এত দূরদেশে তুমি যেও না।"

ঘাড় ফিরাইয়া তৃপ্তি শঙ্করবাবুর দিকে চাহিল। ক্ষুব্ধ ভৎর্সনার স্বরে বলিল "এই জন্যে! আপনি এত ছেলেমানুষ! ধারণা ছিল না!"

হেঁট হইয়া সে আবার প্রেক ঠুকিতে লাগিল।

ম্লানহাস্যে শঙ্করবাবু বলিলেন "বিয়ের আগেই টাকাটা দেব মনে করেছিলাম। পাছে আপনার আত্মসম্মানে ঘা লাগে, সেই ভয়ে দিতে সাহস করি নি। ভাবি নি, এত বেশী খরচা কর্‌বেন। কে জান্‌ত, চুপি চুপি এগ্রিমেণ্টের ফাঁদে ধরা দিচ্ছেন? বড় দুঃসাহসিক কাণ্ড করেছেন! উচিত হয় নি সেটা।"

নির্ব্বিকার মুখে তৃপ্তি বলিল "ও! খবর নিয়েছি, রাণীর বিনানুমতিতে বুদ্ধিমান দেওয়ান সে কাণ্ড করেছেন। দেওয়ান বিষয়ী লোক, দোষ নেই তাঁর।...এখন দেখ্‌ছি ভালই করেছেন, নইলে আপনাদের তাড়ায় হয়ত—"

সবিনয়ে শঙ্করবাবু বলিলেন "আত্মীয়তার দাবিতে অনুরোধ করছি—"

স্মিতমুখে তৃপ্তি বলিল "এগ্রিমেণ্ট ফিরিয়ে নিতে? মাফ কর্‌বেন। আইন তাতে বাঁচানো যাবে, ধর্ম্ম নয়। আমি যে রাণীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! সত্যভ্রষ্ট হব? না, সে অন্যায়ের দিকে আমায় প্রলুব্ধ করবেন না, তাহলে শত্রুতা করা হবে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গাঢ়স্বরে বলিল "সুধা, শম্ভুর অভিভাবক আপনি, আমার শ্রদ্ধেয় আত্মীয়। চিরদিন আপনার উপর শ্রদ্ধা রাখ্‌তে চাই। দুর্দ্দিনে যা উপকার পেয়েছি, কখনো ভুল্‌ব না। কৃতজ্ঞ আমি।"

বাধা দিয়া ক্ষোভের সহিত শঙ্করবাবু বলিলেন "তিরস্কার করেই বল্‌ছি, সে কৃতজ্ঞতার প্রতিদানে কিছুই কি দিতে পারেন না?"

তৃপ্তির মুখ লাল হইয়া উঠিল। ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ রহিল।

তারপর আয়ত-উজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিল "ঋণী রইলাম। কিন্তু আমার বিবেক আত্মসম্মান, সত্যনিষ্ঠা, ধ্বংস কর্‌তে পারব না। আবার বলছি, ক্ষমা করবেন। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শঙ্করবাবু, স্মরণ করাচ্ছি,—কর্ত্তব্যের সামনে চিত্তদৌর্ব্বল্য—ক্লীবত্বের লক্ষণ। আমরা আদর্শচ্যুত হলে, মণির জন্যে, মুক্তির জন্যে—রেখে যাব কোন শিক্ষা? কোন অভিশপ্ত সংস্কার?"

শঙ্করবাবু নতশিরে, নিস্তব্ধ!

গাড়ী লইয়া রাণীসাহেবার দাসী উপস্থিত হইল।

নিজের জিনিসপত্র সহ প্যাকিং বাক্সটা দেখাইয়া দিয়া তৃপ্তি বলিল "কুলিদের বোলো, এটি যেন খুব সাবধানে নিয়ে যায়, হারায় না যেন। ওতেই আমার যথাসর্ব্বস্ব আছে, দামি দামি বই। ওরে সুধা, আমার গীতা, আর স্মাইল্‌সের "সেলফ্ হেল্‌ফ্" বই দুখানা কোথা রাখলুম ছাখ তো। খুঁজে দে ভাই, হাতে নেব।"

পরক্ষণে হাসিয়া বলিল "উঃ, তুই চলে গিয়ে কি মুস্কিলেই পড়েছি। সব জিনিস খালি খালি হারিয়ে ফেল্‌ছি, খুঁজে পাওয়া দায়।"

শান্তি মৃদুহাস্যে বলিলেন "অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধির মানুষ যারা, স্থূল ব্যাপারে তাদের চেতনাটা বেশ একটু ভোঁতাই হয়।"

দুয়ারের আড়ালে বৌদি অসহিষ্ণুভাবে অস্ফুটস্বরে গজ্‌ গজ্‌ করিতে লাগিলেন "ভোঁতা বলে ভোঁতা! দারুণ ভোঁতা! টের পাচ্ছেন, হারাচ্ছে সর্ব্বস্ব। তবু···হুঁস্‌ নেই।···কবেই যে আক্কেল হবে!· রাগে শরীর জ্বলে যাচ্ছে আমার!"

কাপড় বদলাইবার জন্য তৃপ্তি ঘরে ঢুকিল। শান্তি দেবী পিছনে আসিতে আসিতে নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিতকণ্ঠে বলিলেন "উঃ কি কঠিন প্রাণ! আমাদের ছেড়ে যেতে একটুও মন-কেমন করছে না? নিষ্কপট উৎসাহে চলেছেন!"

অনুপমের স্ত্রী সরোষে বলিল "রোমান্সের ছিটে ফোঁটা কি আছে প্রাণে? তাহলে—"

বাধা দিয়া তৃপ্তি সহাস্যে বলিল "কে বলে নেই? আমাদের রোমান্সের নায়ক, স্বয়ং নটবর শ্যাম। যিনি ত্রিজগৎকে চর্কি নাচাচ্ছেন। সে রোমান্সের সন্ধান যখন পাবে বৌদি, তখন বুঝ্‌বে, কি মর্ম্মভেদী ব্যাপার! "গৃহ কাযে বাঁধা রাধা,—" এই জীবাত্মার ছট্‌ফটানি তখন টের পাবে। কি বলুন শান্তি দি?"

সবিস্ময়ে শান্তি দেবী বলিলেন "ওরে বাবা, অন্তঃসলিলা ফল্গু! সন্দেহ হোত, বুঝি নিরেট গদ্য।"

সুধা সযত্নে তৃপ্তির অযত্ন-বিশৃঙ্খল কাপড়ের ভাঁজ গুলা ঠিক করিয়া, সেফ্‌টিপিন্‌ আঁটিতেছিল। তৃপ্তি সহাস্যে নিজের বেশের দিকে ইঙ্গিত

করিয়া বলিল "হাট বাজারের সম্পত্তি। সবাই দেখ্তে পায়। অন্তরাত্মার খবর রাখে শুধু অন্তরঙ্গ-জন।"

বাহির হইতে দাসী হাঁকিল "মাল তোলা হয়েছে, আসুন।"

ব্যস্ত-চমকে তৃপ্তি বলিল "কইরে সুধা বই দুখানা?"

"এই যে।"

"চল্। জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করে তোর শ্বশুর বাড়ী যাই। মাকে প্রণাম করে যাব।"

২৩

আড়াই বছর কাটিল।

ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাত্র দুটি ঘটিল। প্রথমটি—ঝান্সিতে সুধার একটি পুত্র হওয়ার সংবাদ, শঙ্করবাবু আনন্দ প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রামে তৃপ্তিকে জানাইলেন। দ্বিতীয় ব্যাপার,—অবকাশ সময়ে একদিন রাণীসাহেবার কয়েকটা ছোট ছোট হিসাব মিলাইতে গিয়া তৃপ্তি আবিষ্কার করিল, জমিদারী-সেরেস্তার কর্ম্মচারীদের কয়েকটা ছোট ছোট চুরি!

রাণী তৃপ্তিকে চাপিয়া ধরিলেন। জমিদারী-সেরেস্তার কাগজ-পত্র অন্দরে আনাইয়া, নিজে বসিয়া থাকিয়া তৃপ্তির দ্বারা খানাতল্লাসী সুরু করিলেন। তৃপ্তি জমিদারী-সেরেস্তার কিছুই বোঝে না। পর্ব্বত-প্রমাণ কাগজ দেখিয়া প্রথমে সভয়ে ভাবিল,—না জানি কি বাঘ ভাল্লুক!…… কিন্তু কর্ত্তব্য পালন চাই!…

সংস্কৃত জানা ছিল। চট্‌পট্‌ হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। অখণ্ড মনোযোগে কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করিয়া, জমিদারীর ব্যাপারটা খানিক বুঝিয়া লইল। তারপর গোয়েন্দার মত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, দেখিল এক এক দফা বার্ষিক রাজস্ব, কালেক্টারীতে জমা দেওয়ার হিসাব, —তিন দফা করিয়া খরচের ঘরে লেখা হইয়াছে! মামলা-খরচের হিসাবেও তাই!…এমনি আরও কত কি জুয়াচুরি!

অথচ সকলেই পুরাতন ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী!

ভয় পাইয়া তৃপ্তি সসঙ্কোচে রাণীকে নিবেদন করিল।

রাণী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন!—আনাইলেন বাহির হইতে সুদক্ষ হিসাব-পরীক্ষক। কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইল! ধরা পড়িল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চুরি!

দেওয়ানজী এবং অপরাপর কয়েকজন কর্ম্মচারীর গলায় আঙুল দিয়া, উদ্ধার করা হইল ছত্রিশ হাজার টাকা!

হিসাব-পরীক্ষক প্রচুর পারিশ্রমিক পাইলেন। তৃপ্তি পুরস্কার পাইল, —নগদ হাজার টাকা!

অন্তঃপুরে এবং বাহিরে তৃপ্তির সম্মান প্রতিপত্তি যেমন বাড়িল, হিংসা এবং শত্রুতা করিবার লোকও তেমনি জুটিল ঢের! মৃদু-মধুর সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। রাণী ক্রুদ্ধ হইয়া, একদিক হইতে সমস্ত বিশ্বাসঘাতক এবং তাহাদের ধামাধরা, সমর্থক, কর্ম্মচারীর দলকে বিদায় দিয়া নূতন লোক নিযুক্ত করিলেন।

সকলে বুঝিল রাণীর চোখ খুলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকে পরস্পরের উদ্দেশে বলিল "হুঁসিয়ার!"

যথার্থই সকলে হুঁসিয়ার হইল। চুরি বন্ধ হওয়ায় পর বৎসরে প্রচুর উদ্বৃত্ত অর্থ পাওয়া গেল।

তৃপ্তির চাকরির উপর নূতন চাকরি জুটিল,—রাণীকে ও রাজকুমারীকে হিসাব তদন্ত করিবার, সহজ কৌশল শিখানো। মাহিনা একশো পনের হইতে, পৌছিল একশো পঞ্চাশে।

তা ছাড়া পূজা পার্ব্বণে, প্রচুর পুরস্কার জুটিল।

আড়াই বৎসরে নিজের দেনা শোধ দিয়া তৃপ্তির হাতে জমিয়া গেল,

নগদ প্রায় দুই হাজারের উপর। ওদিকে অনুপম কলিকাতার বাড়ীটা ভাড়া খাটাইয়া,—ট্যাক্স ও বাড়ী সারানো খরচ সব মিটাইয়া, ব্যাঙ্কে মণির নামে জমা দিল নগদ ষোল শত টাকা।

এমন সময় রাণী ও রাজকুমারী, উপযুক্ত আত্মীয়স্বজন সঙ্গে লইয়া বদ্রিনারায়ণ দর্শনে বাহির হইলেন। পুরুষ আত্মীয়রা সঙ্গে যাইতেছেন, তীর্থের পথ,—অন্তঃপুরের কঠোর পর্দ্দা-প্রথা সেখানে ঠিক মত বজায় রাখা চলিবে না। অতএব রাজকুমারীর জেদাজেদি সত্ত্বেও, রাণী এই অনাত্মীয়া তরুণী তৃপ্তিকে সঙ্গে লওয়া সমীচীন মনে করিলেন না। চার মাসের ছুটি দিয়া তৃপ্তিকে কলিকাতায় পাঠাইলেন। বিদায়ের সময় পিঠ চাপড়াইয়া আদর করিয়া বলিলেন "তিতির, তোমার খাঁচার দুয়ার খোলা রইল। এসেই যেন তোমাকে পাই।"

রাণী আদর করিয়া তৃপ্তিকে "তিতির" বলিতেন।

নিজেদের বাড়ী ভাড়া খাটিতেছে। অতএব কলিকাতায় আসিয়া তৃপ্তি মণিকে লইয়া উঠিল জ্যাঠাইমার বাড়ীতে।

আনন্দের কলরব পড়িল।

তৃপ্তির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গোলাপী রং, যৌবনশ্রী উদ্ভাসিত কমনীয়—সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল। মণিরও চেহারা চমৎকার হৃষ্টপুষ্ট দেখা গেল।

বৌদিদি সানন্দে বলিলেন "ওঃ, আগাগোড়া বদলে গেছ যে!"

তৃপ্তি স্মিতমুখে বলিল "যেতে বাধ্য হয়েছি ভাই। রাণীসাহেবার যা কড়া শাসন! হরদম্ খাটাতেন, আর হরদম্ খাওয়াতেন রাজভোগ। নিজে বসে থেকে। বাপ্, আমি কি অত খেতে পারি? প্রথম প্রথম কি মুস্কিলেই যে পড়েছিলাম! শুধু বসে বসে বই পড়ে আর পড়িয়ে,

অবসাদগ্রস্ত নিজ্জীব হয়ে স্বাস্থ্যকে গোল্লায় পাঠানোর কিছু ফাঁক পাই নি। দেশের জল-হাওয়াও চমৎকার···" ইত্যাদি।

কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল "ও-বাড়ীর খবর কি? শঙ্করবাবুদের? ভাল আছেন সবাই।"

মুহূর্ত্তে অনুপম, বধূকে কি-যেন ইসারা করিল। বধূ ঢোক গিলিয়া, একটু ইতস্তত করিয়া বলিল "আছেন সব এক রকম। বিকালে ও-বাড়ীতে দেখা করতে যেও।"

তৃপ্তি সাগ্রহে বলিল "মুক্তি কেমন আছে? মুক্তি? কেমন পড়াশুনো কর্‌ছে? স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে ত? কত বড়টি হয়েছে এখন?—"

"অনেক বড়—।" সংক্ষেপে উত্তর দিয়া অনুপম ও তাহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িল।—ঝান্সিতে সুধা ও শম্ভুবাবু ভাল আছেন,—সুধার খোকাটি বড় সুন্দর হইয়াছে। এখন দাঁড়াইতে শিখিয়াছে··· ইত্যাদি।

আনন্দোজ্জ্বল মুখে তৃপ্তি বলিল "সুধা যখনি আমায় চিঠি দেয়, ছেলের দৌরাত্ম্যির বিরুদ্ধে লেখে—এক গাদা নালিশ! পড়্‌তে পড়্‌তে আমার এত হাসি পায়!·· মণি ত চিঠির খবর শুন্‌তে শুন্‌তে ছট্‌ ফট্‌ করে উঠে। ···কদ্দিনে ভাগ্নেকে দেখ্‌তে পাবে! শম্ভু ছুটির জন্যে খুব চেষ্টা কর্‌ছেন। লিখেছেন—বোধহয় শীঘ্র ছুটি পাবেন।···"

বৈকালে মণি ও তৃপ্তিকে লইয়া সস্ত্রীক অনুপম, শঙ্করবাবুর বাসায় গেল।

শঙ্করবাবুর মাতা তৃপ্তিকে দেখিয়া সহসা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন!···তাঁহার মুক্তি, পৃথিবীর সব বাঁধন ছিঁড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে।

···আজ দুমাস সে···নাই! মেনিঞ্জাইটিস রোগে,···হঠাৎ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

তৃপ্তি বজ্রাহতের মত বসিয়া পড়িল! মুক্তি নাই!···সেই স্বাস্থ্যপুষ্ট, প্রিয়দর্শন, অসামান্য বুদ্ধিমান শিশুটি,—হায় জগদীশ্বর! বিপত্নীক পিতার কত বড় আশার স্থল, জীবনের সব চেয়ে বড় অবলম্বন।···সব চূর্ণ!···

কদিনের সামান্য পরিচয়। তবু অতীতের সেই প্রতিদিনের···প্রতি খুঁটিনাটি ব্যাপার নিমেষে স্মৃতিপটে উদিত হইল!···মুক্তি!···দীর্ঘকালের পর মুক্তি আজ যেন প্রত্যক্ষ জীবন্ত হইয়া চোখের সামনে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল!

অনেকক্ষণ পরে চোখের জল মুছিয়া তৃপ্তি ব্যথাভরা কণ্ঠে বলিল "কই কেউ ত আমায় কিছু জানায় নি···।"

বৌদি অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন "বিদেশে একা রয়েছ। কি হবে জানিয়ে? কেবল ত মন খারাপ···। শঙ্করবাবু বারণ করেছিলেন।···শম্ভুবাবুকেই জানাতে দেন নি। এই তো কদিন মাত্র তারা খবর পেয়েছে।"

"উঃ, এমন জান্‌লে আমি আস্‌তাম না। বড় আশা করে এসেছিলাম, সকলকে ভাল দেখ্‌তে পাব!···মুক্তি নাই? ভাব্‌তেও পারি না।"

মর্ম্মভেদী পরিতাপ!

অনেকক্ষণ পরে শোকার্ত্তা বৃদ্ধার সঙ্গে ধীরে ধীরে কথা হইতে লাগিল। কেবল,—মুক্তির সম্বন্ধে প্রশ্ন!···কি করিয়া···কি হইল? চিকিৎসা, শুশ্রূষা, কিছুরই ত্রুটি হয় নাই,···তবু···নাই। আয়ু নাই।

বহুক্ষণ পরে খেয়াল হইল, অনুপম অদৃশ্য হইয়াছে। শুষ্কস্বরে তৃপ্তি বলিল "অনুপম দা কই? বাড়ী ফিরে গেলেন না কি?"

বৌদি ও-দালানের একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখাইয়া বিষণ্ণমুখে বলিলেন "ও-ঘরে। শঙ্করবাবুর কাছে বসে রয়েছেন।"

আশ্চর্য্য হইয়া তৃপ্তি বলিল "শঙ্করবাবু?...বাসায় আছেন না কি?"

মা আবার কাঁদিলেন!...অসহ্য বেদনায় বুক-ভাঙা কান্না!...বিলাপ করিতে লাগিলেন "ওর ছেলে তো গিয়েছে মা, এখন আমার ছেলেকে কি করে বাঁচাই!...বাড়ীতে মানুষ আছে, বোঝবার যো নেই। দিন রাত চুপ চাপ,...যেন কেমন হয়ে গেছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই,—সারারাত! যখনি রাত্রে ঘুম ভাঙে,—উঠে দেখি রোয়াকে অন্ধকারে পায়চারি কর্‌ছে। চেহারা হয়েছে—এই! আপিসে না গেলে নয়, যায় একবার...ওই পর্য্যন্ত। সাহেবরা ভালবাসে,...বলে 'বাবু, তুমি বাজে কায নিয়েও অন্যমনস্ক হয়ে থাক।'.. কত বোঝাচ্ছে সবাই,...কিছুতে বিয়ে কর্‌তে রাজি নয়।"

আবার কাঁদিলেন। বলিলেন "শম্ভুও ছুটি পাচ্ছে না যে, এসে দুদিন কাছে থাকে। এ সময় তাকে পেলে, তার ছেলেটিকে দেখ্‌লে হয় তো ওর মনটা একটু ঠাণ্ডা হয়।"

বৌদিদি বলিলেন "হাঁ, এ সময় আপনার লোক পাঁচজনকে পেলে, অনেকটা শান্তি পাবেন বৈ কি।...যাই হোক মা, দেরী করবেন না। বিয়ে দিন্। বিয়ে না কর্‌লে ওঁর মনস্থির হবে না।"

কপালে ঘা মারিয়া মা বলিলেন "ও করলে ত দেব? সে কম্‌বক্তার মুখ-চেয়ে তখন কর্‌লে না বিয়ে। এখন তো...হাতের বার্‌! এক ভরসা শম্ভু। ভাই-অন্ত প্রাণ, যদি সে বাগাতে পারে...কোন রকমে।"

জোরের সহিত বৌদিদি বলিলেন "বাগাতেই হবে, যে কোন রকমে

হোক। অত বড় একটা কাযের মানুষ, মূল্যবান প্রাণ,···এমন করে থাকলে মাটী হয়ে যাবেন যে।”

“মাটী হয়েই যাচ্ছে। সামনেই কি একটা ওর পরীক্ষে ছিল, পাশ হলে মাইনে বাড়্ত। আর সে পরীক্ষে দিতে চাইছে না। তিন মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছে। বলে “চল মা তোমায় নিয়ে তীর্থে-তীর্থে ঘুরিগে।—”

তৃপ্তি এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। এইবার সাগ্রহে বলিল “তাই যান-না, মা। দিনকতক দেশ-বিদেশে বেড়ালে, পাঁচটা নতুন কাযের ভিড়ে, শোকের একরোখা ঝোঁকটা হয় ত কেটে যাবে।”

ঘোরতর বিরক্তির সহিত বৌদিদি বলিলেন, “বোকো না বাপু, থাম। আস্ত একটি ফ্যাসাদে মানুষ তুমি। কি বোঝ এ সব সাংসারিক ব্যাপারের, কচু!”

ধমকের চোটে বিপর্য্যস্ত-বুদ্ধি তৃপ্তি সবিস্ময়ে বলিল “আরে!—”

“আরে নয়,—হাঁরে বল্‌বার সময় এসেছে। যাও না, শঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা কর। তুমিই একটু বুঝিয়ে-পড়িয়ে বলে ছাখো-না। পর তো নও। সুধার ভাসুর উনি,···আপনার লোক।”

এতক্ষণে যেন তৃপ্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে শোকাহতা বৃদ্ধার নিদ্রিত অনুভূতি সহসা সজাগ হইয়া উঠিল। তৃপ্তির মাথায় হাত রাখিয়া, ব্যাকুল আগ্রহে বলিলেন “তাই তো মা, তুমিও তো এসে পড়েছ।···বল-না মা, ওকে একটু বুঝিয়ে। ওর ছেলে তো গেছেই, আমি ত রয়েছি। আমার দুঃখু কি একটুও বুঝ্‌বে না?···আমি যে ওর শুক্‌নো মুখ আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। কি নিয়ে দাঁড়াই সংসারে?”

একটি—শুধু একটি ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণের জন্য চারিদিকে এত ব্যাকুলতা। এত শূন্যতার আর্ত্তনাদ!

তৃপ্তির মন হায় হায় করিতে লাগিল।—অন্তর প্রতিকার-চিন্তায় আলোড়িত হইল।···

দম বন্ধ করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল।

বৌদিদি বলিলেন "ওঠো, যাও—"

নিরতিশয় কুণ্ঠার সহিত তৃপ্তি বলিল "আমি···আমি···কি বল্‌ব বাপু? তুমি শুদ্ধ চল বৌদি—।"

ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বৌদিদি বলিলেন "ভয় নেই। একলা পেয়ে তোমায় তিনি···!"

বৌদির রসনা হঠাৎ ভীষণ অসংযত পরিহাস বর্ষণ করিতে উদ্যত হইল!···

চটিয়া উঠিয়া তৃপ্তি বলিল "যাও, যাব না আমি। এত অসভ্য তুমি।"

"আহা রাগ কোর না, যাও।"

বৃদ্ধার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্য্যন্ত উঠিতে হইল।

২৪

বিপুল কুণ্ঠার সহিত, অনেকক্ষণ ইতস্তত করিয়া তৃপ্তি ঘরে ঢুকিল।

সন্ধ্যার আঁধার ঘরের মধ্যে ঘনাইয়া আসিয়াছিল। শঙ্করবাবু ইজি চেয়ারে চুপ করিয়া শুইয়াছিলেন। পাশে আর একটা চেয়ারে অনুপম বসিয়াছিল। মাঝে মাঝে সংক্ষেপে উভয়ের মধ্যে দু-একটা বাক্য-বিনিময় হইতেছিল।

তৃপ্তিকে দেখিয়া শঙ্করবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নীরবে উভয়ের নমস্কার বিনিময় হইল।

স্বহস্তে একটা চেয়ার আগাইয়া দিয়া, শঙ্করবাবু শ্রান্ত নির্জ্জীবকণ্ঠে বলিলেন "বসুন। ভাল ত?"

তৃপ্তি বসিল। কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। একি! সেই অসাধারণ বলবান, প্রকাণ্ড দীর্ঘায়ত মূর্ত্তি শঙ্করবাবু যে শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছেন! কমনীয় গৌর-কান্তি, পাংশু-বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে! চিনিবার যো নাই!···

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া শীর্ণ মলিন শোকার্ত্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

বেদনা ভরে,—ভয়ে ভয়ে তৃপ্তি বলিল "কি চেহারা হয়েছে আপনার?"

ম্লানভাবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া শঙ্করবাবু শুষ্ককণ্ঠে কি একটা কথা বলিতে গেলেন,—পারিলেন না। কণ্ঠ রোধ হইল। দমক দিয়া একটা উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস চাপিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে রগ চাপিয়া ধরিয়া; মাথা হেঁট করিলেন।

বোঝা গেল, প্রচণ্ড-বলে শোকাবেগ রোধ করার চেষ্টা হইতেছে।

অনুপম স্তব্ধ। তৃপ্তি ভীতি-বিপন্ন।

অনেকক্ষণ পরে সজোরে নিশ্বাস ছাড়িয়া শঙ্করবাবু ক্লান্ত—দীন-কণ্ঠে বলিলেন "এখন মাকে নিয়ে হয়েছে মুস্কিল। শম্ভুর কাছে পাঠিয়ে দিতে চাইলাম, তা যাবেন না।...তারাও আস্‌তে পারছে না।...বোনটির শ্বশুর-শাশুড়ী মৃত্যুশয্যায়, সেও তাঁদের ছেড়ে আস্‌তে পারে না। আমি কি যে করি?"

পুনরায় নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "ওঃ, ভগবানকে ধন্যবাদ! আজ মুক্তির মা বেঁচে নাই।"

অনুপম ধীরে বলিল 'থাক্‌লে ভাল হোত। আপনাকে বাঁচানো যেত।.. কি করছেন আপনি? এযে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা! এক বর্গা ঝোঁকে দিনরাত সেই দুঃসহ স্মৃতির ধ্যান!...কেবল জ্বালা বাড়ানো। মনকে জোর করে অন্যদিকে ফেরানো চাই। পুরুষ মানুষ আপনি, পৃথিবীতে কত কায আপনার!—"

অস্ফুটে, আর্ত্ত-ধ্বনিতে উত্তর হইল, "সব জানি।...পারছি নে।"

মর্ম্মভেদী—চাপা হুঙ্কারের সহিত গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া শঙ্করবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

অনেকক্ষণ কেহ কথা বলিতে পারিল না।

সাহসে ভর দিয়া, অনুপম মৃদু গুঞ্জনে—যেন নিজ মনেই বলিল "মনের এ-অবস্থা সংশোধন কর্‌তে পারে এক,—স্ত্রী।"

ক্লেশভরে হাসিবার চেষ্টা করিয়া শঙ্করবাবু প্রতিবাদের সুরে বলিলেন "যাকে হোক স্ত্রী বলে গ্রহণ কর্‌লেই,—তিনি আমার মনোবৃত্তি অনুসরণ কর্‌বেন!—আমার সহধর্ম্মিণী হবেন!...পাগল! তাঁর জীবনে অন্য আশা, অন্য লক্ষ্য থাক্‌তে পারে।...আমি কেন সে

জীবনটা ছারখার করে দেব? না, এ অভিশপ্ত অদৃষ্টের সঙ্গে কাউকে জড়াব না।”

পাশের টেবিলে বই, খাতা, কাগজ বিশৃঙ্খল ভাবে স্তূপাকার করা ছিল। সেগুলা উট্‌কাইয়া শঙ্করবাবু চুরুটের বাক্সটা টানিয়া বাহির করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা কোষ্ঠি, কাগজের স্তূপ হইতে ছিট্‌কাইয়া নীচে পড়িল।

তৃপ্তি হেঁট হইয়া সেটা কুড়াইয়া লইল। মৃতুস্বরে বলিল “এটা কার কোষ্ঠি? আপনার?”

গভীর অন্যমনস্কতার সহিত বাক্স হইতে চুরুট লইতে উদ্যত হইয়া, শঙ্করবাবু, তৃপ্তির দিকে চাহিলেন। “ও, থাক—” বলিয়া চুরুট রাখিয়া দিলেন। বলিলেন “কি বল্‌ছেন? কোষ্ঠিটা?—হ্যাঁ আমার।”

সসঙ্কোচে তৃপ্তি বলিল “আপনারা খান চুরুট। আমি উঠে যাচ্ছি। ...ইয়ে,—কোষ্ঠিটা আমি একবার দেখ্‌তে পারি?”

“দেখবেন? দেখুন। না, উঠ্‌তে হবে না। চুরুটের এমন কিছু দরকার নেই। বাজে খেয়াল ওটা।”

হাত বাড়াইয়া বিদ্যুৎ বাতির সুইচে শঙ্করবাবু আঙুলের খোঁচা দিলেন। নিমেষে উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরিয়া উঠিল।

তৃপ্তি কোষ্ঠি খুলিয়া, মিনিট কয়েক একাগ্র-তন্ময়তায় পরীক্ষা করিল। বার দুই শঙ্করবাবুর মুখপানে চাহিয়া কি একটু ভাবিল। তারপর নিজ মনে একটু হাসিয়া,—কোষ্ঠিখানি গুটাইয়া টেবিলে রাখিল।

উৎসুক-আগ্রহে অনুপম বলিল “কি রকম দেখ্‌লে তৃপ্তি?—”

“ভবিষ্যৎ ফল তো ভালই।—”

"বিয়ে, বিয়ে ? দ্বিতীয় বিবাহের যোগ আছে ?"

একটু ইতস্তত করিয়া তৃপ্তি বলিল "ভাল জ্যোতিষীর দ্বারা সূক্ষ্ম গণনা ত উনি করিয়েই রেখেছেন।"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া, বিস্মৃতি-স্মরণের চেষ্টা করিতে করিতে শঙ্করবাবু বলিলেন "কবে ? বহুকাল তো গণনা করাই নি।"

কোষ্ঠির ভাঁজের ভিতর হইতে এক ফর্দ্দ কাগজ বাহির করিয়া তৃপ্তি বলিল "চার বছর আগের গণনা। এই তো সেই সময়। 'বিপজ্জনক অথচ বিশেষত্ব পূর্ণ।' সামনেই ত আপনার কর্ম্ম-জীবনের বিশেষ উন্নতি সম্ভাবনা—।"

অধীর হইয়া অনুপম বলিল "আহা—বিয়েটা, বিয়েটা,—"

বিপন্নভাবে তৃপ্তি বলিল "আঃ, এঁরাই তো গণনা করেছেন,—আমি আর কি বল্‌ব ?"

অনুপম কাগজটা লইয়া আলোর দিকে ঝুঁকিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল।

মণি সেই সময় ঘরে ঢুকিল। তৃপ্তির কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিল "এঁরা আমাকে খাবার দিয়েছেন, খাব কি ?"

দিদির অনুমতি। [illegible] থাও সে জলগ্রহণ করিত না।

শঙ্করবাবু অন্যমনস্ক ছিলেন। মণিকে দেখিয়া হঠাৎ চম্‌কাইয়া উঠিলেন। বলিলেন "ও! মণিবাবু, এস এস।"

মণিকে টানিয়া লইয়া কোলে বসাইলেন। হেঁট হইয়া, স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার পানে চাহিয়া রহিলেন। নিজ মনে করুণস্বরে বলিলেন "অনেকটা তারই মত দেখ্‌তে !"

তৃপ্তির চোখ হঠাৎ ঝাপ্সা হইল। দু-ফোঁটা অশ্রু খসিয়া পড়িল।...

হায় শোকার্ত্ত !—নিজের প্রিয় শিশুকে হারাইয়া, বিশ্বের সব শিশুর মধ্যে সেই সাদৃশ্য খুঁজিয়া ফিরিতেছে !

সুগভীর সমবেদনায় তৃপ্তির অন্তর অবর্ণনীয় আবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল। চোখে আবার আসিল—জল !

"এ কি, আপনিও কাঁদছেন ?—"

সকরুণ প্রশ্ন !···শঙ্করবাবু একটু যেন বিস্মিত !

এ সহৃদয়তার আঘাত তৃপ্তি সহ্য করিতে পারিল না। দুহাতে মুখ ঢাকিল।

মণি হতবুদ্ধি !···চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অনুপম উঠিয়া আস্তে আস্তে ঘরের এদিকে ওদিকে পায়চারি করিল। তৃপ্তির কাছে আসিয়া তাহার কাঁধ চাপ্‌ড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল "চুপ্।"

তৃপ্তি চোখ মুছিল।

কিছুক্ষণ নতমুখে মণির দিকে চাহিয়া থাকিয়া—শঙ্করবাবু ধরা-গলায় বলিলেন "দেবেন এটিকে আমায় ?···নাঃ, আপনিই বা তাহলে কি নিয়ে থাকবেন ? বলাই ধৃষ্টতা !"

অনুপম একটু ইতস্তত করিয়া বলিল "বল্‌ব একটা কথা ?"

"কি ?—" শঙ্করবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন।

তৃপ্তির দিকে ইসারা করিয়া অনুপম বলিল "ওকে শুদ্ধ নিয়ে নিন্। জ্যোতিষ-বিজ্ঞান সত্য কি মিথ্যা কখনো ভাবি নি। কিন্তু এই কাগজের টুক্‌রাটা পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি। চার বছর আগে, এরা আজকের খবর পেলে কোথা ? এ ভবিষ্যৎবাণী কর্‌লে কি করে ?···'সন্তান সম্বন্ধে তীব্র শোক। দ্বিতীয় বিবাহের প্রবল যোগ। দ্বিতীয়া পত্নী অতিশয়

গুণবতী, বুদ্ধিমতী এবং তেজস্বতী,—' তৃপ্তির exact description এই অপরিচিত জ্যোতিষী পেলে কোথা ?"

তৃপ্তি অস্বাভাবিক লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল! চকিতে মাথা হেঁট করিয়া লজ্জাত্রস্ত ছোট বালিকার মত তাড়াতাড়ি পলায়নোদ্যত হইল।

ঠিক সেই সময় ঠাকুর ও চাকর চা, জলখাবার লইয়া ঘরে ঢুকিল।

অনুপম সুগম্ভীরে ইংরেজিতে বলিল "তৃপ্তি ফের। চা পরিবেশন কর। এত ছেলেমানুষি তোমাকে মানায় না।"

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই গিয়া হাত ধরিয়া তৃপ্তিকে ফিরাইল।

বেশ একটু জড়সড় হইয়া তৃপ্তি নতমুখে চা পরিবেশন করিতে লাগিল।

শঙ্করবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে তৃপ্তিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। মণি সেই ফাঁকে নিশব্দে পলায়ন করিল।

অনুপম মন্তব্য করিল "নবাবিষ্কৃত কোন আশ্চর্য্য পদার্থ দেখছেন বোধহয় ?"

মৃদু বিস্ময়ের সহিত শঙ্করবাবু বলিলেন "অদ্ভুত! এঁর মত মেয়ে বিয়ে করতে পারেন ? বিশ্বাস হয় না।"

"কেন ? ওকি চতুর্ভুজ ব্রহ্মার ঠাকুমা ? না মহেশ্বরের মাতামহী ? ...গোয়েন্দাগিরিতে ওরও হাত সাফাই! রাণীসাহেবার জমিদারী-সেরেস্তায় প্রমাণ আছে। সহধর্ম্মিণীত্বে আটক খাবে না।"

দারুণ লজ্জা!—তৃপ্তির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যৌবনশ্রী-মণ্ডিত, সুন্দর মুখে রক্তিমাভা ঝলমল করিতে লাগিল! শঙ্করবাবু একবার চাহিয়া,—মাথা হেঁট করিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

ঘরের বাতাস যেন হাল্কা হইয়া, বসন্তের প্রজাপতির মত লঘুচ্ছন্দে নাচিতে লাগিল।

সকলের বুকের ভার লঘু হইল।

একজন আর্দ্দালি আসিয়া পিওন-বুক ধরিল। সহি করিয়া শঙ্করবাবু চিঠি লইলেন। খুলিয়া পড়িলেন। একটু হাসিলেন।

অনুপম বলিল "কি খবর ?"

"তিন মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। সাহেব তাই তাড়া দিয়েছেন। কাল সকালে দেখা করতে লিখেছেন। বক্‌বেন আর কি।"

"ঠিক করবেন। কর্ম্মঠ লোকের কর্ত্তব্য অবহেলার ভারতবর্ষীয় বিশেষত্বটা ও-জাত ক্ষমা করে না। কই, পাঁজীটা কোথা দেখলুম যেন—"

"ওই যে টেবিলে। কেন ?"

সকলের অলক্ষ্যে দালানের জানালার দিকে একটা চোরা-কটাক্ষ হানিয়া অনুপম বলিল "শুভ-বিবাহের দিন দেখ্‌ব।"

নিজের রগের কয়েক গাছা পাকা চুল দেখাইয়া ম্লানহাস্যে শঙ্করবাবু বলিলেন "চুল পেকেছে, দেখেছেন ?"

নিরুদ্বিগ্ন মুখে অনুপম বলিল "আমারও ছ'বছর বয়সে পেকেছিল, পিত্তির ধাত কি না ? সেজন্যে স্ত্রীকে ঘরে আনা আটকায় নি। তুমি চা খাও, তৃপ্তি! পালিও না। বসে শঙ্করবাবুকে খাওয়াও। আমি, মার কাছ থেকে এখুনি আসছি।"

অতি নিরীহভাবে অনুপম চৌকাঠ ডিঙাইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দুয়ারের কাছে বিদ্যুদ্বেগে আবির্ভূত হইলেন বৌদিদি! তৃপ্তি বা শঙ্করবাবু কিছু বুঝিবার পূর্ব্বে,—চক্ষের পলকে দুয়ার বন্ধ করিয়া শিকল আঁটিলেন!

এ কি! এ কি!—ছুটিয়া গিয়া তৃপ্তি বন্ধ দুয়ার ধরিয়া টানাটানি

জুড়িল। শাসনের সুরে বলিল "এই বৌদি, খোল বল্‌ছি!...কি বলে একে?"

দুয়ারের বাহির হইতে বৌদি মোলায়েম সুরে উত্তর দিলেন "আসুরিক চিকিৎসা। যে সব অবাধ্য বর-কনে, পাঁচজনকে দুঃখু দিয়ে নিজেদের গোঁ বজায় রাখ্‌তে চায়, তাদের সায়েস্তা করবার উপায়,—এই। ভয় নেই, এ দালানের ত্রি-তল্লাটে কেউ আস্‌বে না। নিশ্চিন্ত হয়ে কথা কও তোমরা। যতক্ষণ-না আমাদের ইচ্ছার অনুকূলে স্পষ্ট ভাষায় মত দিচ্ছ, ততক্ষণ দুয়ার খোলা পাবে না।"

চায়ের পেয়ালা হাতে শঙ্করবাবু নিস্পন্দ, নতশির! তৃপ্তি নিঝুম, নির্ব্বাক!

সদর্পে আদেশ ঘোষণা করিয়া, বৌদিদি অনাবশ্যক জোরের সহিত পা ফেলিয়া, দুম্ দুম্ শব্দে চলিয়া গেলেন।

পেয়ালা হাতে জানালার দিকে যাইতে যাইতে শঙ্করবাবু একটু বিস্ময়ের সুরে বলিলেন "এঁরা কি সবাই ক্ষেপেছেন! অনুপম বাবু, খুলুন, খুলুন।—"

দূর হইতে অনুপম সাড়া দিল "আমার হাত নেই মশাই, মাফ করবেন।"

শঙ্করবাবু চাকরকে ডাকিলেন, ঠাকুরকে ডাকিলেন, বেহারাকে ডাকিলেন,—কাহারও সাড়া নাই।

ততক্ষণে দালানের দুয়ারও বন্ধ হইল। শিকল আঁটার শব্দ পাওয়া গেল।

দু'জনেই ভীষণ বিচলিত! কিন্তু কাহারও আত্মপ্রকাশের সাহস হইল না।

খানিকক্ষণ দুজনে নীরব। কেহ কাহারও পানে চাহিতে পারিলেন না। তৃপ্তি বন্ধ দুয়ারে ভর দিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। শঙ্করবাবু পেয়ালা হাতে নতমুখে ঘরের অন্যদিকে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে বাকী চা টুকু নিঃশেষ করিয়া তিনি পেয়ালাটা নামাইলেন। সনিশ্বাসে—যেন খানিকটা হতাশা মিশ্রিত,—নিরুপায়-দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "কি আর করা যাবে? আসুন, চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নিন্। আমাকে আর এক পেয়ালা দিন্ ত।"

অগত্যা তৃপ্তিকে আসিতে হইল। শঙ্করবাবুকে এক পেয়ালা দিয়া, অবিচল-গাম্ভীর্য্যে নিজে এক পেয়ালা লইয়া চা পান করিতে বসিল।—যেন সে নির্ব্বিকার হইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প!—

শঙ্করবাবু বসিলেন না। পেয়ালা হাতে দূরে পায়চারি করিতে লাগিলেন। একটু পরে, তৃপ্তির দিকে না চাহিয়াই, সসঙ্কোচে স্বগতোক্তির মত বলিলেন "কিন্তু এ কি সম্ভব? আপনি পারেন?··· বিয়ে করতে?···আমাকে?"

একটু থামিয়া বলিলেন "এই পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে, আমার মত একটা ছন্নছাড়া হতভাগা!···না, না, ওঁরা যাই বলুন। আমি আপনার যোগ্য মোটে নই।"

তৃপ্তি নতমুখে শান্ত ধীরভাবে জবাব দিল "আমিও নিজেকে আপনার যোগ্য মনে করিনে।"

"মানে?—" শঙ্করবাবু থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

তৃপ্তি মাথা না তুলিয়াই মোরিয়া ভাবে শুনাইয়া দিল "আপনার সবল মহত্ত্ব, প্রবল আদর্শ নিষ্ঠাকে—আমি শ্রদ্ধা করি। যদি পারেন, পুরানো

দিনের কথা স্মরণ করুন। আমি তো আপনার কাছে অপরিশোধ্য ঋণে—ঋণী। কার যোগ্যতা বিচার কর্‌ছেন ?”

“আমায় অপরাধী কর্‌বেন না। সরকারের চাকর আমি। চাকরীর খাতিরে দুর্ব্বল নিরপরাধকে বাঁচানো, অত্যাচারীকে সাজা দেওয়ানো, এমন কতই তো আমাদের কর্‌তে হয়।”

শান্তস্বরে তৃপ্তি বলিল “আমি আপনার কাযকে বড় করে দেখি নি। কাযের পিছনে যে ন্যায়-নিষ্ঠাশীল মহৎ হৃদয়টা ছিল, তার গতিবিধি লক্ষ্য করেছি,—অনেক দূর থেকে। মনে পড়ে সুধার পাকস্পর্শের দিনের কথা ?”

শঙ্করবাবু বিচলিত হইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত কথা কহিলেন না। তারপর রাস্তার দিকের জানালার কাছে গিয়া গরাদের উপর হাত দিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরের দিকে চাহিয়া, সংক্ষেপে বলিলেন “হয়তো তাতে আমার সেন্টিমেন্টগত একটু দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয়েছিল। ঠিক মনে পড়্‌ছে না আজ।”

ধরা গলায় তৃপ্তি বলিল “কিন্তু আমার সবই মনে পড়্‌ছে। বিশেষ করে, আজ! সেদিন মুক্তি বেঁচে ছিল, তার স্বার্থহানির চিন্তা সহ্য করতে পারি নি। আজ সে নাই।···এখন আপনার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে,—বিশেষ একটা পরিবর্ত্তন আবশ্যক।···নিজেই মাথা নোয়াচ্ছি···। এর পর যা আপনার ইচ্ছা।”

শঙ্করবাবু আসিয়া অদূরে ইজিচেয়ারে বসিলেন। থামিয়া—থামিয়া, টুক্‌রা টুক্‌রা ভাষায়, অস্পষ্টভাবে সসঙ্কোচে বলিলেন “জীবনের লক্ষ্যটা ভগবান চুর্‌মার্‌ করে দিয়েছেন। যথার্থ-ই এ অবস্থাটা···হাঁ অবর্ণনীয়। কিন্তু,—সেন্টিমেন্ট নয়। আউট অফ্‌ গ্রাটিচিউড্‌—না। সকল দিক ভেবে বলুন, পারেন মত দিতে ?”

পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া তৃপ্তি বলিল "পারি। যদি আপনি অনুমতি দেন,—সব পারি।"

"আমি!—" একটু অস্থিরভাবে শঙ্করবাবু আবার উঠিলেন।—দূরে সরিয়া গেলেন। খানিক পায়চারি করিয়া ম্লানহাস্যে বলিলেন "ভাল লাগবে কি আপনার?—পার্‌বেন কি তদারক কর্‌তে এ গরীবের গৃহস্থালী?"

"মন দিলে সবই পারা যায়।"

মুহূর্ত্তে দালানের দিকের জানালার ওধার হইতে বৌদিদি অকুতোভয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "এই তো কাযের কথা। মন দিলে সবই পারা যায়। চেষ্টার অসাধ্য কায আছে? শঙ্করবাবু বৃথা সন্দেহ করছেন, কোন ভয় নেই।"

সশব্দে দুয়ার খুলিয়া গেল। অনুপম ঘরে ঢুকিল, হাতে একটা টেলিগ্রাম। সানন্দে বলিল "ঝান্সির টেলিগ্রাম দেখে আমিই সই করে নিয়েছি। সুখবর! শম্ভু দু-মাসের ছুটি পেয়েছে। সুধাকে খোকাকে নিয়ে আজ রওনা হয়েছে।"

শঙ্করবাবু তাড়াতাড়ি বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়া বলিলেন "মাকে,—মাকে আগে শোনান চাই।—মা—মা—"

২৫

হর্ষ-বিষাদ মাখা ধীর-প্রশান্তির মধ্যে অনাড়ম্বরে বিবাহ সমাধা হইল।

পরদিন সকালে বর-বধূ বিদায়ের সময় বৌদিদি সদলবলে উলুধ্বনি ও শঙ্খনিনাদ করিতেছিলেন। জ্যাঠাইমা হাসি-অশ্রুভরা চোখে কনকাঞ্জলি লইয়া ঘরে গেলেন। বরের মাথায় টোপরটা ঠিক করিয়া দিয়া, গাঁটছড়া বাঁধা বেনারসী চাদরটা গলায় সুবিন্যস্তভাবে জড়াইয়া দিতে দিতে শম্ভুবাবু স্মিতমুখে বিদায় সম্ভাষণ করিলেন "আসি তাহলে বৌদি—"

বৌদিদি বলিলেন "হ্যাঁ আসুন। বিকালেই আসা চাই। বহুকালের পর আজ স্বস্তিতে গল্প করা যাবে। বাবাঃ, ঢের ঢের বিয়ে দিয়েছি,— কিন্তু শঙ্করবাবুর সঙ্গে তৃপ্তি ঠাকুঝির বিয়ে দিয়ে যেমন তৃপ্তি পেলাম, এমন কখনো পাই নি।"

ঠিক সেই সময় বাহিরের দুয়ারের কাছে, বহুদিনের অ-শ্রুত, অতি-পরিচিত কণ্ঠের হর্ষধ্বনি শোনা গেল,—"বাঃ, ঠিক সময়ে এসেছি। আমার তৃপ্তি মা ক'নে সেজে শ্বশুরবাড়ী চলেছে! দেখি দেখি,—দুটিকে কেমন মানালো?"

সকলে সবিস্ময়ে দেখিল তীর্থবাসী বৃদ্ধ—অনুপমের পিতা, ব্যাগ হাতে লইয়া বাড়ী ঢুকিতেছেন!

সকলে তুমুল উল্লাসধ্বনি করিল। প্রণামের জন্য হুড়াহুড়ি পড়িল!

বৃদ্ধ হর্ষোৎফুল্লমুখে বলিলেন "তৃপ্তির বিয়ে শঙ্করের সঙ্গে! এমন বিয়েতে না এসে আমি থাক্‌তে পারি? ওরা ডাক্‌তে সাহস করে নি,

নিজেই ছুটে এসেছি। দেখি, কেমন সেজেছে? বাঃ, শঙ্করের পাশে মা আমার যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী! এমন গুণবতী সহধর্ম্মিণী না হলে কি শঙ্করকে সাজে? না—শঙ্করের মত এমন মহৎপ্রাণ স্বামী নইলে তৃপ্তিকে মানায়?”

অবনতশিরে বরবধূ ভক্তিভরে বৃদ্ধকে প্রণাম করিল।

দু-জনের মাথায় হাত দিয়া, বৃদ্ধ সশ্রদ্ধ অন্তরে ইষ্টমন্ত্র জপ করিলেন। তারপর স্নেহময়কণ্ঠে গভীর তৃপ্তির সহিত বলিলেন—“আশীর্ব্বাদ করি, শুধু সুখী হও—নয়।—মানুষ হও। তোমাদের দাম্পত্যপ্রেম,—ব্রহ্মচর্য্যে বীর্য্যবান, সাধনায় সুশোভিত, আত্মত্যাগে মহত্তর হয়ে বিশ্বনাথের চরণে পৌঁছে যাক। তোমাদের দাম্পত্যজীবন, সব দুঃখ, শোক, ক্ষতি জয় করে,—সকল মালিন্যের ঊর্দ্ধে, উজ্জ্বল পবিত্রতায় বিকশিত হোক্।”

* * * *

অষ্টমঙ্গলার পরে—

রাত্রি তখন সাড়ে দশটা। শঙ্করবাবু টেবিলের কাছে চেয়ারে বসিয়া একটা বই পড়িতেছিলেন। ঘরে কেহ ছিল না।

গামছায় হাত মুছিতে মুছিতে তৃপ্তি ঘরে ঢুকিল। টেবিলের কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল “এখনো পড়া হচ্ছে? ওঠো।”

শঙ্করবাবু স্নিগ্ধদৃষ্টিতে ক্ষণেক তৃপ্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন “এগ্‌জামিন সামনে। দেখে নিই একটু—”

“কাল সকালে দেখো। মা হুকুম দিলেন,—সকাল-সকাল ঘুমুতে। চলো।”

“মার খাওয়া হয়েছে?”

“মাকে খাইয়ে, শুইয়ে, পায়ে তেল মালিশ করছিলাম। বেশীক্ষণ

দিতে দিলেন না, ব্যস্ত হয়ে উঠিয়ে দিলেন। সন্দেহ করলেন, তুমি হয়ত জেগে আছ।”

শঙ্করবাবু তৃপ্তির মুখপানে চাহিয়া স্মিতমুখে গোঁফে তা দিতে লাগিলেন। সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া বলিলেন “শান্তিদের খাওয়া হয়েছে? শুয়েছে ওরা? শম্ভু, বৌমা?”

“বোনেদের সঙ্গে শম্ভু তাস পিট্‌তে বসেছেন। সুধাকে শুদ্ধ টেনে নিয়ে বসিয়েছেন।”

“এঁ্যা! এত রাত্রে? বৌমার কচি ছেলে, শান্তির কাল কলিক ব্যথা ধরেছিল,—আবার রাত্তজাগা? দেখ্‌তে হোল।—”

শঙ্করবাবু উঠিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তৃপ্তি বাধা দিল। হাসিমুখে বলিল “দোহাই তোমার, থাম। শম্ভু বেচারা বল্লেন, ‘বৌদি, দাদাকে এদিকে আস্‌তে দেবেন না।’—অতএব যেতে দিতে পারিনে।…আর, খেল্‌বেই বা কতটুকু? সুধার খোকা উঠ্‌লেই আড্ডা ভাঙ্‌বে।”

হাসিয়া শঙ্করবাবু নিরস্ত হইলেন। বলিলেন “খোকাটি ঘুমুচ্ছে? মণি আজও তাকে ছেড়ে আসবে না? তুলে আনো তাকে এ-ঘরে।—”

“শম্ভু আন্‌তে দিলেন না। থাক ওদের কাছে। ক’দিনই বা আছে? শীগ্‌গীর ত ওরা চলে যাবে।”

“শান্তিদের শোবার কষ্ট হবে না ত? দেখে আসি একবার, সকলের বিছানার ব্যবস্থাটা।”

“ওদের তাসের আড্ডায় যেও না।—”

“না—না।” শঙ্করবাবু বাহিরে গেলেন।

একটু পরে ফিরিলেন। দেখিলেন তৃপ্তি ঘরের মেঝেয় মাদুর ও বালিশ লইয়া শুইয়াছে। চোখ বন্ধ, সম্ভবত তন্দ্রা আসিয়াছে।

নিঃশব্দে দুয়ারে খিল আঁটিয়া, তৃপ্তির কাছে গিয়া দাঁড়াইতে সে চোখ মেলিল। উঠিয়া বসিল।

শঙ্করবাবু বলিলেন, "জেগেছিলে? কি ভাব্ছিলে?"

"রাণীর কথা। এই সময় তাঁর যত কিছু বৈষয়িক আর পারিবারিক ব্যাপারে কন্‌ফিডেন্সীয়াল কথা আলোচনার সময়। আমি আর রাজকুমারী ছাড়া কেউ এ সময় সেখানে থাকার হুকুম ছিল না।"

তৃপ্তিকে বাহুপাশে বন্দী করিয়া, খাটের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে শঙ্করবাবু বলিলেন "রাণী যখন শুনবেন তাঁর পোষা তিতিরটি শিকল কেটে ভেগেছে,—তখন কি মনে কর্বেন?"

"ক্ষুণ্ণ হবেন, হয়ত খুশীও হবেন একটু। শোক লাগবে, আমার প্রিয় ছাত্রীটির। বাস্তবিক তার জন্যে আমার ভয় করে,···কি ভালই বেসেছে বেচারা আমাকে! হেড্‌মিষ্ট্রেসের ভাইঝিকে ত ঠিক ক'রে ফেলেছি। গরীব বিধবা, এবার বি, এ পাশ করেছেন। আমার চেয়ে যোগ্য লোক তাঁরা পাবেন, কি বল?"

"অর্থাৎ? তোমার অযোগ্যতা প্রমাণের জন্য আমায় ওকালতি কর্তে হবে? তা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে করতে প্রস্তুত। কিন্তু সত্যি বল, জীবনের এই পরিবর্ত্তনটা কেমন লাগ্ছে তোমার?"

নিজেকে মুক্ত করিয়া, তৃপ্তি খাটের চাদরটার কোঁচকানো অংশগুলা ঠিক করিয়া দিতে দিতে মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল "এই নিয়ে প্রশ্নটা হোল—ন' দিনে ছত্রিশবার!—"

"কি ভয়ানক! তুমি গুণে গুণে হিসেব রাখ্ছ না কি?—"

তৃপ্তি হাসিতে লাগিল। অস্ফুটে বলিল "স্ত্রীর দায়িত্ব যে!"

শঙ্করবাবু কপট কোপে বলিলেন "নাঃ,—বিপদে ফেল্লে ত। তোমার

মত সাংঘাতিক স্ত্রীর কাছে একটুও বে-হিসাবী, বে-পরোয়া হতে পাব না ?—"

"আমার যথাসাধ্য—'না'। তা'পর তোমার ইচ্ছা।"

তৃপ্তির দুহাতের আঙুলে, নিজের আঙুল গুলা বাধাইয়া শঙ্করবাবু মুঠাইয়া ধরিলেন। সাগ্রহে তাহাকে নিকটে টানিবার চেষ্টা করিতে করিতে, সানুনয়ে বলিলেন "ঠাট্টা নয়। সত্যি বল। আমার সংশ্রবে এই অনভ্যস্ত নতুন জীবনে, কিছু অস্বস্তি, কষ্ট বোধ হচ্ছে না ত? কেমন লাগছে ?"

স্মিতমুখে তৃপ্তি বলিল "এই দফা নিয়ে সাঁইত্রিশ,—এবার জবাবটা দিই গীতার ভাষায়—'সংন্যাসং কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স করাবুভৌ!' সংন্যাস আর কর্ম্মযোগ দুই মোক্ষদায়ক। তবুও 'তয়োস্তু কর্ম্ম সংন্যাসাৎ—'বুঝেছ ?"

"হাঁ, 'কর্ম্ম যোগো বিশিষ্যতে।'—কর্ম্ম সংন্যাসের চেয়েও কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্টতর। যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না,—তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও—নিত্য-সন্ন্যাসী।..."

"অতএব তারা,—"সুখং ব-ন্ধা-ৎ প্রমুচ্যতে।"

সমাপ্ত

গ্রন্থকর্ত্রী প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ

সেখআন্দু	১৷৷০
আড়াইচাল	১৷৷০
রঙীন ফানুষ	২৷৷০
মুচি	২৲
থিয়েটার দেখা	২৲
জন্ম অভিশপ্তা	১৷৷০
মনীষা	২৲
ইমানদার	৩৷৷০
অবাক	১৷৷০
অভিশপ্ত সাধনা	৩৲
স্নিগ্ধা	২৲
রুদ্রকান্ত	২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা